* * সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

রবিবাসরীয়

আনন্দবাজার পত্রিকা

আজ পঞ্চাশ বর্ষে পদার্পণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

৫০ বর্ষ, ১ সংখ্যা

রবিবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (২৩ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক) Sunday, March 14, 1971

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

• চুল ওঠা বন্ধ করে
• মাথা ঠাণ্ডা রাখে
ইলোরা
কুঁচ অয়েল
ইলোরা কেমিক্যাল • কলিকাতা-২

সততার সহিত ১০০ বৎসর পরিচালিত
অক্ষয় কুমার লাহা
১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩
ফোন: ২৩-২৭৬৫
রং

হল না, এবারও একদলীয় সরকার হল না ॥ এই রাজ্যে আবার কোয়ালিশন?

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

হল না। পশ্চিমবঙ্গে এবারও একদলীয় সরকার হল না। এখন রাত প্রায় একটা। আরও কিছু কেন্দ্রের ফলাফল বের হবে। কিন্তু ঝোঁক যা, তাতে নব কংগ্রেস বা সি পি এম পরিচালিত সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনট কেউই নিরংকুশ গরিষ্ঠতা পাচ্ছেন না। কারও ভাগ্যেই ১৩৯ জুটল না। নব কংগ্রেস প্রচণ্ড বেগে এগোচ্ছে। কিন্তু অবস্থা যা তাতে শেষ ক'টা ফলাফলে একেবারে দৈব কিছু না ঘটলে নব কংগ্রেসের একার পক্ষে ১৩৯ পাওয়া সম্ভব নয়।

এবারও যা হতে পারে তা হ'ল কোয়ালিশন সরকার—বহু দলের সরকার। ১৯৬৭ সনের পর থেকে প: বঙ্গে যা তিন তিনবার এসেছে এবং গিয়েছে।

কার কোয়ালিশন হতে পারে? সি পি এমের, না নব কংগ্রেসের? এই রাত একটা পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে শেষ দিকে সেই দৈব কিছু না ঘটলে সি পি এমের নেতৃত্বে কোনও কোয়ালিশন হওয়া অসম্ভব মনে হয়।

নব কংগ্রেস এখনও সি পি এমের চেয়ে এগিয়ে। নবকংগ্রেস নিঃসন্দেহে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করবেন। তাঁদের নেতা শ্রীবিজয় সিংহ নাহার শনিবারও সাংবাদিকদের বলেছেন, তাঁরা কোয়ালিশন সরকার গঠনের চেষ্টা সর্বতোভাবে করবেন। সন্দেহ নেই, দিল্লির নেতৃত্বও এ ব্যাপারে বিজয়বাবুর সঙ্গেই।

চেষ্টা করবেন ঠিকই: কিন্তু প্রশ্ন হল করবেন কি না? যদি তাঁরা ১৩০ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন তাহলে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে তেমন বেগ নেই। হবে না। বাংলা কংগ্রেস, পি এস পি, বিক্ষুব্ধ এস এস পি এবং গোর্খা লীগকে নিয়ে তা পেয়ে যাবেন। যদিও তার যথেষ্ট মূল্য দিতে হবে। যদিও তার ফলে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব তাঁদের বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। যদিও তার ফলে, বিক্ষুব্ধ এস এস পি, পি এস পি এবং গোর্খা লীগকে মন্ত্রিত্ব দিতেই হবে।

১৩০-এর চেয়ে বেশী নীচে যদি নবকংগ্রেস থাকেন তাহলে তাঁদের তখন প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়তে হবে। তাঁরা কি মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার করতে যাবেন? মুসলিম লীগ নিশ্চয়ই সোৎসাহে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে নবকংগ্রেসের পক্ষে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠন কি সম্ভব? এক হতে পারে যদি লীগ বাইরে থেকে নবকংগ্রেসকে নিঃশর্ত সমর্থন জানাতে রাজী হন। কিন্তু লীগ কি তাতে সম্মত হবে?

তারপর আর থাকেন কে? আর থাকেন শুধু আট পারটি। আট পারটির পক্ষে, এমন কি সি পি আইর পক্ষেও এইবারের নির্বাচনের পর প্রকাশ্যে নব কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন করা সম্ভব নয়। তাঁরা কি বাইরে থেকে নব কংগ্রেসের কোয়ালিশনকে সমর্থন জানাতে পারেন? তাও কঠিন। ফরওয়ারড ব্লক এবং এস ইউ সির পক্ষে তাতেও রাজি হওয়া প্রায় অসম্ভব।

আট পারটিকে রাজনৈতিকভাবে অসুবিধার ফেলার জন্য সি পি এম কি কোনও চাল দেবেন? যেমন তাঁরা গিয়েছিলেন অজয়বাবুর পদত্যাগ করার পর? তাঁরা কি আট পারটিকে বলবেন, আসুন, কংগ্রেসকে আটকাবার জন্য আমরা সবাই মিলে সরকার করি? সঙ্গে লীগকেও নেই?

বলা অসম্ভব নয়। আজ রবিবার দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক বসছে। কাল বসবে সর্বোচ্চ কমিটি পলিট ব্যুরো। তারপর সি পি এম এগোবেন। এগোবেন ঠিকই। কিন্তু কিভাবে এগোবেন তা নির্ভর করবে চূড়ান্ত ফলাফলের উপর। চূড়ান্ত সংখ্যার উপর।

কিন্তু আট পারটি কি সি পি এমের এইরকম কোনও প্রস্তাবে রাজি হতে পারেন? না, পারেন না। অন্তত এখনই পারেন না।

ভাগ্যের কি পরিহাস দেখুন—পশ্চিমবঙ্গবাসী মোটামুটি দুই প্রধান দলের দিকে গিয়েও এক দলের সরকার পেলেন না। মধ্যবর্তীদের অর্ধচন্দ্র দিতে গিয়েও তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত সেই মধ্যবর্তীদের সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করছে।

তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও তাঁদের উপরই সব নির্ভর করবে।

"জনগণের রায়ে নব কংগ্রেসই প্রকৃত কংগ্রেস।" শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন শনিবার কংগ্রেস ভবনে তাঁর এই বিবৃতিটি শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র এবং অন্যান্য আদি কংগ্রেস নেতার কাছে পড়ে শোনান। —নিজস্ব চিত্র

আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে

স্টাফ রিপোর্টার

আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে। দিন বা রাত্রে তাপমাত্রার তেমন কোন পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

শনিবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (স্বাভাবিক); সর্বনিম্ন ১৮.৬ ডিঃ সেঃ (স্বাভাবিকের ২ ডিঃ সেঃ নিচে)।

নব কংগ্রেসই জাতীয় কংগ্রেস

—প্রফুল্ল সেন

স্টাফ রিপোর্টার

জনগণের রায়ে নব কংগ্রেসই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গে আদি কংগ্রেসের পুরোধা নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন শনিবার আমাদের কাছে একথা বলেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং এবারকার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে রাজ্য বিধানসভায় এখন পর্যন্ত নির্বাচিতদের মধ্যে আদি কংগ্রেস সদস্য শ্রীসেন রাজ্যের সমস্ত কংগ্রেস নেতা ও কর্মীকে জনগণের ওই রায় মেনে নিতে বলেছেন।

এই কথা যাঁর তিনি একদিন যদি শুধু এক দল থেকে অন্য দলে নয়, এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে আসতেন তাহলে আজ "এক এবং অদ্বিতীয়" নয় এই রাজ্যের আবার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন।

শ্রীসেন এদিন রাত্রে একটি বিবৃতিতে বলেন, অন্তর্বর্তী নির্বাচনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে জনগণ শ্রীজগজীবন রামের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠনকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বলে স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর যে বিতর্কের অবতারণ হয়েছে তার অবসান ঘটল।

শ্রীসেন আদি কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ শাখার একটি জরুরি সভা ডাকার অনুরোধ জানিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলেছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় কংগ্রেস ভবনে শ্রীসেন আদি কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার পর ওই বিবৃতিটি প্রকাশ করেন।

ওই সময় শ্রীসেনের কক্ষে দলের সম্পাদক শ্রীঅবনী বসু, শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন, শ্রীনির্মলেন্দু দে, শ্রীঅমর ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এরপরেই ডঃ চন্দ্র জানান, আগামী ১৭ মারচ বিকাল চারটায় কংগ্রেস ভবনে প্রদেশ কংগ্রেস কর্ম সমিতির একটি সম্প্রসারিত বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেই বৈঠকেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ডঃ চন্দ্র আমাদের জানান, তিনি প্রফুল্লবাবুর বিবৃতির সঙ্গে একমত।

আদি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীঅতুল্য ঘোষও এক সাক্ষাৎকারে আমাদের বলেন: 'আমি সর্বান্তকরণে প্রফুল্লদার বিবৃতিকে সমর্থন করি।' অতুলবাবু জানান, এদিন সকালে প্রফুল্লবাবু তাঁর সঙ্গে আলোচনার পরই ওই বিবৃতিটি তৈরি করেন।

শ্রীসেন আমাদের সঙ্গে আলোচনাকালে বলেন: "কংগ্রেসের একজন প্রবীণ সক্রিয় কর্মী হিসাবে আমি মনে করি নব কংগ্রেসকেই দেশের মানুষ জাতীয় কংগ্রেস বলে গ্রহণ করেছে। সুতরাং এখন আমাদের কী করা উচিত তা

৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভায়ও একই চিত্র

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার ফলও মোটামুটি বিধানসভার মত—এ পর্যন্ত সিংহভাগ নব কংগ্রেস ও সি পি এমের।

লোকসভা কেন্দ্রের ফল ঘোষণা শুরু হয় শনিবার। প্রথম খবর আসে বহরমপুর থেকে—আর এস পির ত্রিদিব চৌধুরী জয়ী হয়েছেন।

তারপরই খবর এল রায়গঞ্জ থেকে নব কংগ্রেস নেতা সিদ্ধার্থ রায় লোকসভায় জয়ী। কাটোয়ায় নব কংগ্রেস-

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

লোকসভায় নব কংগ্রেস আর ১৪টি আসন পেলেই দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা

নয়াদিল্লি, ১৩ মারচ—শনিবার মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পাওয়া খবরে দেখা যাচ্ছে, আর মাত্র ১৪টি আসন পেলেই নব কংগ্রেস দল লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা লাভ করবে। এখন পর্যন্ত নব কংগ্রেস ৫১৮টির মধ্যে ৩৩২টি আসন পেয়েছে। ৪৬টি আসনের ফল ঘোষণা বাকি।

তামিলনাড়ু, পশ্চিম বাংলা ও ওড়িশার সব কয়টি আসনের ফল এখনও বের হয়নি। যে কটি আসনের ফল বেরিয়েছে, তাতে মনে হয়—এই তিন রাজ্যের বাকি আসনগুলির অধিকাংশই নব কংগ্রেসের দখলে যাবে।

আজকের নব কংগ্রেসের বিজয়ী প্রার্থীদের অন্যতম কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী আর জগন্নাথ রাও রেল দফতরের প্রাক্তন উপমন্ত্রী শ্রী ও ভি আলাগেসান এবং পশ্চিম বাংলার শ্রীসিদ্ধার্থ রায়।

কাশ্মীরে নির্দল প্রার্থী শামিম আমেদ শামিমের কাছে বকসি গোলাম মহম্মদ পরাজিত হয়েছেন।

নাগেরকয়েল কেন্দ্র থেকে আদি কংগ্রেস নেতা শ্রী কে কামরাজের জয়লাভ উল্লেখযোগ্য। চার পারটি জোটের পক্ষে এই একটিই আসন লাভ হয়েছে। তামিলনাড়ু থেকে আরও দু'জনের জয়লাভ কৃতিত্বপূর্ণ—এ'রা হলেন, নিখিল ভারত ফরওয়ারড ব্লকের সভাপতি শ্রী পি কে মুখিয়া থেবর এবং তামিলনাড়ু বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার ও ডি এম কে নেতা শ্রী কে মনোহরণ।

তামিলনাড়ু থেকে সি পি এম উৎখাত হয়েছে। শুধু তাই নয়, দুই সি পি এম নেতা শ্রী পি রামমূর্তি ও শ্রী কে আনন্দন নাম্বিয়ারের জামানত জব্দ হয়েছে।

সি পি আই তামিলনাড়ুতে পেয়েছে চারটি আসন। ফলে লোকসভায় এখন পর্যন্ত দলের মোট আসন সংখ্যা দাঁড়ালো ১৯। ওড়িশায় সি পি আই-এর শ্রীদাতিকৃষ্ণ পনডা উৎকল কংগ্রেস নেতা শ্রীবিজু পটনায়ককে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন। শ্রী পটনায়ক চারটি লোকসভা আসনেই পরাজিত হয়েছেন।

পশ্চিম বাংলায় সি পি এম এখন পর্যন্ত চারটি আসন পেয়েছে। ফলে লোকসভায় দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯। —ইউ এন আই

২৩ মারচ সংসদের যুক্ত অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৩ মারচ—রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আগামী ২৩ মারচ সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দেবেন।

নির্বাচন কমিশন বিধিসম্মতভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পরে রাষ্ট্রপতি ১৯ মারচ নতুন লোকসভার অধিবেশন

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বরানগর?

এই কাগজ ছাপার সময় পর্যন্ত আমরা শেষ খবর পাইনি। এই খবর পড়ার সময় আপনারা হয়ত পেয়ে যাবেন। রাত এখন ৪টা। এইমাত্র খবর এল গণনার কাজ শেষ হতে হ'তে চলেছে। জ্যোতিবাবু ৯ হাজার ভোটে অজয়বাবুর চেয়ে এগিয়ে আছেন। বরানগর জ্যোতিবাবুর ছিল। এবারও কি তাঁর থাকল?

*

শেষ রাতের আরও খবর। কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল সরকারীভাবে ঘোষণা করা এখনও হয়নি। শুধু খবর পেলাম নব কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশ মুনসি বেশ কয়েক হাজার ভোটে এগিয়ে। এগিয়ে আছেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে নব কংগ্রেসপ্রার্থী মহম্মদ ইসাকও।

এগিয়ে পিছিয়ে, শনিবারের শেষ হিসাবে নব কংগ্রেস বেশ এগিয়ে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

কখনও সি পি এম এগিয়ে, কখনও নব কংগ্রেস। শনিবার সারা দিনমান থেকে সন্ধ্যা, গভীর রাত্রি অবধি চেহারা এই। দুজনেই 'তুখোড় ছাত্র' দুজনেই 'ফারসট' হতে চায়। এখন রাত চারটা। ফলাফলের চতুর্থদিনের ভোরে দল হিসাবে সি পি এমকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে নব কংগ্রেস। আসন সংখ্যা ১০৫ বনাম ৯২। নব কংগ্রেস সেনচুরি ক'রে রাত চারটায়।

অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

নূতনে পুরাতনে

স্টাফ রিপোর্টার

এবার বিধানসভার নির্বাচনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জয় সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী নব কংগ্রেসের শ্রীসুব্রত মুখার্জি। তিনি প্রাক্তন যুক্ত ফ্রনটের মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্যকে বালিগঞ্জ কেন্দ্রে পরাজিত করেছেন।

রাজ্য নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয়সিং নাহার তাঁর পুরণো কেন্দ্র বহুবাজার থেকে আবার নির্বাচিত হয়েছেন।

গতবার নির্বাচিত কলকাতার একমাত্র মহিলা এম এল এ শ্রীমতী

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বুধবার নব কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচন

নয়াদিল্লি, ১৩ মারচ—বুধবার সকালে কংগ্রেস-সংসদীয় দলের সভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সর্বসম্মতভাবে নেতা নির্বাচিত হবেন।

সংসদের সেনট্রাল হলে বেলা এগারটায় নব কংগ্রেস সংসদীয় দলের অধিবেশন হবে। নতুন সরকার গঠনের প্রথা পর্যায় দলের নেতা নির্বাচনই এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য।

শ্রীজগজীবন রাম সাংবাদিকদের বলেন, জনসাধারণ নব কংগ্রেসে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। এখন এই দলের কাছে তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

কলকাতার ১৬টি আসনই নব কংগ্রেসের

স্টাফ রিপোর্টার

শহর কলকাতার ২২টি আসনের ফল ঘোষণা শেষ। নব কংগ্রেস পেয়েছে ১৬টি এবং সি পি এম? পাঁচ। আর সি পি আই পেয়েছে ১টি—ঢাকুরিয়ায়।

শনিবার শেষরাত্রে এল শেষ তিনটি আসনের খবর। কালীঘাটে পরাজিত সি পি এম প্রার্থী সাধন গুপ্ত নব কংগ্রেসের রথীন তালুকদারের কাছে। চৌরঙ্গীতেও নব কংগ্রেসী শংকর ঘোষের কাছে হেরেছেন আদি কংগ্রেসের অশোককৃষ্ণ দত্ত। টালিগঞ্জে সি পি এম প্রার্থী সত্যপ্রিয় রায় আবার জয়ী। পরাজিত হয়েছেন সি পি আইয়ের অমিয় দশগুপ্ত।

কলকাতায় আর একটি আসন—শ্যামপুকুরে হেমন্ত বসুর মৃত্যুর জন্য নির্বাচন হয়নি।

বালিগঞ্জে প্রাক্তন যুক্ত ফ্রনটের মন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য পরাজিত হয়েছেন। জয়ী ছাত্রনেতা সর্ব কনিষ্ঠ প্রার্থী নব কংগ্রেসের সুব্রত মুখারজি। আর জয়ী হয়েছেন নব কংগ্রেসের প্রদেশ কমিটির সভাপতি শ্রীবিজয় সিংহ নাহার তার পুরনো কেন্দ্র বহুবাজার থেকে। সি পি এম এর নেতা কৃষ্ণপদ ঘোষ বেলেঘাটা উত্তর কেন্দ্রে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরোয়ারড ব্লকের সুবোধ দে'কে পরাজিত করেছেন। মানিকতলায় সি পি আই-এর শ্রীমতী ইলা মিত্র পরাজিত হয়েছেন সি পি এম এর শ্রীমতী অনিলা দেবীর কাছে।

কলকাতায় কংগ্রেস গতবার ৫টি আসন পেয়েছিল, এবার তার একটিও হারায় নি। সি পি এম গতবার ৮টি আসন পেয়েছিল, তার ৫টি চলে গিয়েছে নব কংগ্রেসের দখলে। সি পি আই-এর ছিল ৪টি, এবার আছে মাত্র ১টি— ২টি গিয়েছে সি পি এমের দখলে এবং ১টি নব কংগ্রেসের।

আর এস পি'র ছিল ২টি, ওয়ারকারস পারটির ১টি এবং বামপন্থী সমর্থিত নির্দল ১টি আসন। এবার ভাগাভাগি শুধু নব কংগ্রেস আর সি পি এমের মধ্যে, এককোনায় রইল সি পি আই-এর ১টি।

পঃ বঙ্গ বিধানসভায় দলগত অবস্থা

(রাত চারটা)

নব কংগ্রেস	১০৫
সি পি এম	৯২
আর সি পি আই	৩
ফঃ বঃ মাঃ	২
বিপ্লবী বাং কং	২
ওয়ারকারস পারটি	১
নির্দল	২
সি পি আই	১৩
বাংলা কংগ্রেস	৩
ফরওয়ারড ব্লক	৩
মুসলিম লীগ	৭
গোরখা লীগ	২
পি এস পি	২
এস ইউ সি	৫
বিপ্লবী এস এস পি	১
আর এস পি	২
আদি কংগ্রেস	১
ঝাড়খণ্ড	২
জনসংঘ	১

*

লোকসভা (মধ্য রাত)

মোট আসন ... ৫১৮
ঘোষিত ... ৪৭৩

কংগ্রেস (নব)	৩৩৪
ডি এম কে	২৩
জনসংঘ	২১
সি পি আই	২০
কংগ্রেস (আদি)	১৬
তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি	১০
সি পি এম	৮
স্বতন্ত্র	৬
মুসলিম লীগ	৪
এস এস পি	৩
আর এস পি	৩
পি এস পি	১
নির্দল ও অন্যান্য	২৪

পূর্ব পাকিস্তানে উল্লাস

করিমগঞ্জ (আসাম), ১৩ মারচ— সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনকারী পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের জয়লাভে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। সীমান্তের ওপার হতে এই সংবাদ এখানে এসে পৌঁছেছে।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে এই সীমান্ত শহর থেকে ১৫০ গজ দূরে এক জনসভায় সৌহার্দ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

গতকাল ও আজ পূর্ব পাকিস্তানের নানা স্থানে জনসভা হয়েছে। —পি টি আই

ইনডিয়ান এয়ারলাইনসে লকআউট

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৩ মারচ—ইনডিয়ান এয়ার লাইনস-এর সমস্ত সংস্থায় লক আউট ঘোষিত হয়েছে। ভোর চারটে থেকে এই ঘোষণা বলবৎ হয়েছে। ভারতের সমস্ত আই এ সি বিভাগের কর্মীরা এর আওতায় পড়ছেন—ব্যতিক্রম শুধু সিকিউরিটি ও ম্যানেজারিয়াল স্টাফ।

এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ, এক মুখপাত্রের ভাষায়, 'কর্মীদের একাংশ গত উনিশ দিন ধরে নিয়মমাফিক কাজের আন্দোলন চালানোর ফলে বিমান পরিবহণ অত্যন্ত অনিয়মিত এমনকি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, গত প্রায় এক বছর ধরে নানারকম ঢিলেমি আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদির ফলে বিমান বাতিল, অনিয়মিত বিমান চলাচল ইত্যাদি লেগেই ছিল। জনসাধারণ ও পর্যটকরা খুবই অসুবিধায় পড়ছিলেন। সংস্থার কারখানাগুলিতে উৎপাদন কমছিল। নিদারুণ আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল। যুক্তিপূর্ণ পথে মীমাংসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।'

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক স্বর্গত শেঠ নরসী মোনজী স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা, গভীরভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কর্মোদ্যমে তিনি ছিলেন দুঃসাহসী। স্বদেশী সিগারেট শিল্পের অপরিমেয় সম্ভাবনা দেখে—তিনি এই শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে বিশেষভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।
স্বদেশী সিগারেট শিল্পের হতাশাজনক, শোচনীয় এক ব্যর্থতার ইতিহাসে নিরুৎসাহ না হয়ে এবং বিদেশী সিগারেটের সুবিপুল একচেটিয়া আধিপত্যেও দমিত না হ'য়ে—তিনি অনমনীয় দৃঢ়তার এগিয়ে এলেন এক নতুন উদ্যমে, বোম্বাইতে ১৯৩০ সালে গড়ে তুললেন গোল্ডেন টোব্যাকো। ভয়ঙ্কর দুঃখ দুর্দশা আর কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়েই কাটল পরবর্তী বছরগুলো। তবে সমস্ত বাধা-বিঘ্নের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে লড়াই ক'রে তিনি স্বদেশী সিগারেট শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন দীর্ঘ এক দশক ধরে। অবশেষে সফল হোল তাঁর সারাজীবনের স্বপ্ন—তাঁর সাধনা।

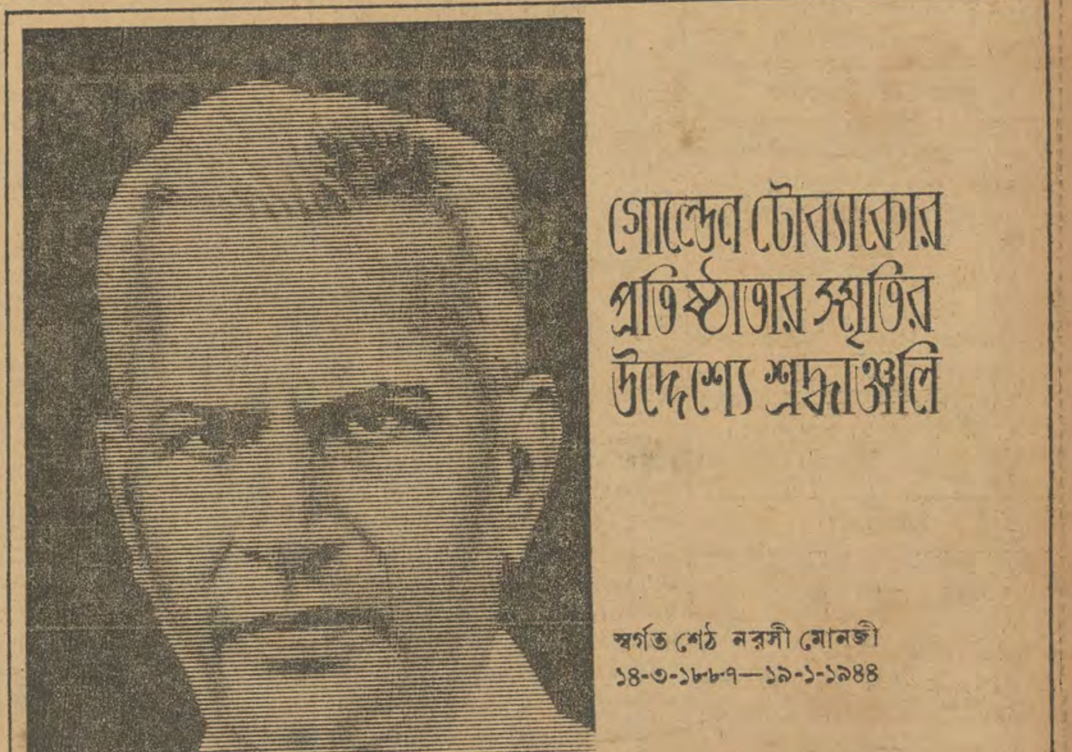

গোল্ডেন টোব্যাকোর প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গত শেঠ নরসী মোনজী
১৪-৩-১৮৮৭—১৯-১-১৯৪৪

তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিপালিত গোল্ডেন টোব্যাকো ভারতে আজ এধরণের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বৃহত্তম জাতীয় সংস্থায় পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সংস্থা আজ এর প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর উচ্চাদর্শের এক জীবন্ত কীর্তিস্তম্ভ।

১৪ই মার্চ আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠাতার জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এই স্মরণীয় মুহূর্তে—তাঁর একান্ত প্রিয় স্বদেশী সিগারেট শিল্পের প্রসারে একনিষ্ঠ থাকবার নতুন ক'রে সঙ্কল্প নিচ্ছি আমরা।

GT (SP)-71-BEN

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ত্রিপুরা
ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৮ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

একজন অভিজ্ঞ ইনকামট্যাক্স ও সেলস্‌-ট্যাক্স জানা একাউন্টেণ্ট কাম টাইপিস্ট প্রয়োজন ন্যূনতম বেতনসহ আবেদন করুন। বক্স নং ২৯৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৯৮)

মিল্ক পাউডার পলিথিন প্যাকেট সিলিং ফিলিং-এ অভিজ্ঞ কারিগর/সেলসম্যান প্রয়োজন। বক্স নং ২৯৪২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৮৮)

কলিকাতায় একটি বিশিষ্ট অফসেট প্রেসের জন্য প্রসেস ও মেশিন সেকশনে কিছু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন। ১। প্রসেস ডিপার্টমেণ্ট ইনচার্জ, ২। ক্যামেরাম্যান, ৩। প্লেটমেকার, ৪। রিটাচার, ৫। হেড মেশিনম্যান, ৬। মেশিনম্যান, ৭। ফিডারম্যান। বক্স নং ২৮৮৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৬৭)

বিপত্নীক অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের গৃহ-কর্ম দেখাশুনার জন্য মধ্যম বয়সী ভদ্রমহিলা আবশ্যক। ইংরাজিতে কথাবার্তা বলা বাঞ্ছনীয়। আবেদন করুন। বক্স নং ২৯৫১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৯৭)

কমিশনে পার্ট/ফুল টাইমে কাজের জন্য পারফিউমারির অভিজ্ঞ সেলসম্যান আবশ্যক। বক্স নং ৩০৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯০৩)

প্রাইভেটে অভিজ্ঞা নার্স চাই। হাসি ঘোষ, ২এ, ভোলানাথ পাল লেন, কলি-৬। (সি ৯৯০৮/১)

৮ম শ্রেণীর ছাত্রের জন্য বয়স্ক প্রাইভেট কোচ আবশ্যক। সপ্তাহে চারদিন। বেতন পঞ্চাশ টাকা। সন্ধ্যায় খোঁজ করুন: মিসেস গুহ, ফ্ল্যাট—১১, ব্লক—২, গভর্নমেণ্ট হাউসিং এস্টেট, গোল পার্ক। (সি ৯৭৯৪)

দেশী বিদেশী রান্না জানা লোক এবং ক্যাসিয়ার একাউনটেনট প্রশংসাপত্র সহ চাই। বক্স নং ৩১১৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১)

জুনিয়ার ট্রেণ্ড ও শিক্ষানবিশী নার্স চাই—ডাঃ ডি এন ঘোষ, সঞ্জীবন নার্সিং হোম, ১৩৭বি ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭। ফোন ২৪-৩৯৯১। (সি ২০)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

কাঁকিনাড়ায় একটি নবম শ্রেণীর ছাত্রকে অংক শিখাইতে অভিজ্ঞ গৃহ-শিক্ষক চাই। বেতন উল্লেখপূর্বক লিখুন। বক্স নং ২৮৮৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৬৪)

এজেন্ট-ক্যানভাসার্স

১৩৭৮ সালের বাংলা ক্যালেণ্ডারের এজেন্সির জন্য এজেণ্টগণ লিখুন। ৩০০টি সুন্দরতম ডিজাইনের অ্যালবাম প্রস্তুত। অসওয়াল্ড অফসেট প্রেস ৯৫।১ কাশীপুর রোড, কলিকাতা-২। (সি ৯৫৯৯)

উচ্চ কমিশনে ১৩৭৮ ক্যালেণ্ডার ও সন্দেশের বাক্স অর্ডার সংগ্রহার্থে এজেণ্ট চাই। রিয়েল অপসেট ক্যালেণ্ডার, ৩২৩ রবীন্দ্র সরণি, কলি-৬। ৫৫-১০৪৩। (২৪০৬ এ)

কর্মপ্রার্থী

১৮ বৎসরের অভিজ্ঞ এম-এ (ইং), বি-টি, অঙ্ক, সংস্কৃত ও লজিকে নিপুণ শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী পড়ান। জে মুখার্জী, ৭২এ, চন্দ্র মণ্ডল লেন, কালীঘাট। (বি ও ৪৪৩৩)

পূর্ণ দায়িত্বে (ষষ্ঠ—প্রি-ইউ) ছাত্র-ছাত্রী পড়াইব। প্রবীণ, শিক্ষাব্রতী। চ্যাটার্জী, ৬-এ, সাধু তারাচরণ রোড, কালীঘাট। (বি ও ৪৪৩৪)

১—৩ মাসে বি কম, এম কম, কষ্টিং পরীক্ষার্থীদের ইকনমিকস/ষ্ট্যাটিসটিকস/একাউন্টেন্সীতে সুনিশ্চিত সাফল্য। মিঃ দে, (সন্ধ্যা ৬—৭)। ১৫, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ৯৯৩৯)

বি এসসি (বায়ো), ক্লিনিক্যাল প্যাথ-লজিতে (হিমাটোলজি প্যারাসাইটোলজি) অভিজ্ঞ উপযুক্ত চাকরি চান। এস সরকার, ১১৫/বি বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬। (সি ৩)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

সর্বস্তরের পাত্র পাত্রীর অব্যর্থ সন্ধান সত্বর যোগাযোগ সুফল অনিবার্য অজিতবাবু, ১৬২ বহুবাজার স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ৯৫৬৭)

পাত্র-পাত্রী চাই

পাত্র (২৪) বঙ্গজ বসু কুলীন বি-এস-সি কেন্দ্রীয় সরকারের এসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার (১০০০৲)। ফর্সা, নিজ বাড়ি। সুশিক্ষিত ফর্সা পাত্রী আবশ্যক। জ্যেঠতুত ভগিনী (২১) বি এস-সি, মধ্যমবর্ণা দীর্ঘাঙ্গিণী সুপাত্র আবশ্যক। বক্স নং ৩০৩৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯১১)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য উপার্জনশীল (৭০০৲) পাত্রের (৩২) জন্য সুন্দরী পাত্রী এবং বি-এ পাঠরতা পাত্রীর (২০) জন্য অশাণ্ডিল্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পাত্র আবশ্যক। বক্স নং ৩০০৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৭৯)

মেদিনীপুরের দঃ রাঃ কায়স্থ (বসু), সুশ্রী ফর্সা, বি এস-সি (২৪), চাকুরিয়া পাত্রীর জন্য ডাক্তার/প্রফেসর/বি ই, ইঞ্জিনীয়ার/সি এ/পদস্থ অফিসার পাত্র চাই। ঐ ভ্রাতা ৩২ বি এস-সি ৫০০৲, ফর্সা গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। বক্স নং ৩১৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৫)

পাত্র চাই

বারেন্দ্র কুলীন কাশ্যপ সুন্দরী গৃহ-কর্মনিপুণা ১·৬০ মিঃ (৫´-৩″) বি এ ৩য় বার্ষিক পঠিরতা সঙ্গীতজ্ঞা, কলিকাতার শহরতলীতে বিশিষ্ট ডাক্তারের কন্যার জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সি এ, অধ্যাপক, অফিসার পাত্র (২৯/৩০) চাই। বক্স নং ৩০৯৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯৩৩)

কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কন্যা, কায়স্থ (মিত্র), বি এ পার্ট টু পরিক্ষার্থিনী, ফর্সা, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী নম্রস্বভাব পাত্রীর (২০) জন্য শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যবসায়ী, সি, এ, অফিসার অথবা সমতুল্য পাত্র চাই। বক্স নং ৩০৯২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯৪০)

বৈশ্য সাহা পাত্র চাই। পাত্রী (১৯) ১·৫২ মিঃ প্রিঃ ইউঃ দিবে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী উপার্জনক্ষম শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৩১২১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯)

মোদক পাত্র চাই—পাত্রী (২৭) বি এ অনুত্তীর্ণা সুশ্রী ফর্সা স্বাস্থ্যবতী সরকারী কর্মরতা পিতা দিল্লীর স্থায়ী বাসিন্দা ভ্রাতারা ইন্জিনিয়ার, সি-এ। সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুশিক্ষিত সুউপায়ী অন্যূন গ্র্যাজুয়েট পাত্র চাই। অসবর্ণ চলিবে। বক্স নং ৩০৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯৪১)

সম্ভ্রান্ত সচ্ছল (গুহ), পরিবারের গ্রাজুয়েট, সংগীতজ্ঞা, সুশ্রী, ফর্সা, শিলম সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা পাত্রীর ঘোষ, বসু, ডাক্তার, ইঞ্জিঃ বা সি এ সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৩০৪৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯১৯)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য বি এ ২৫ (১·৬৩ মিঃ), মধ্যমবর্ণা, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী উপযুক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৩০৪৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯১৮)

কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত বনেদী ঘরের প্রকৃত-সুন্দরী, গ্র্যাজুয়েট, বৈদ্য, ধন্বন্তরি পাত্রীর (২৫) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রী পিয়ানো, সেতার, সূচীশিল্প ও রন্ধন ইত্যাদিতে পারদর্শিনী। বক্স নং ৩০৪৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৫৩২)

উপযুক্ত কায়স্থ পাত্র চাই। পাত্রী (২১), ভরদ্বাজ (৫´-২½″) ১·৫৮ মিঃ, বি এ পার্ট ওয়ান, অতীব সুন্দরী, গৌরবর্ণা, লম্বা, তন্বী, স্মার্ট, সর্ব গৃহকর্মনিপুণা মিশনারী কলেজে শিক্ষিতা, পাটনার বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কন্যা, বক্স নং ৩০৫১ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৫৩৪)

উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ারের সুশ্রী, স্লীম, অঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শী বাটিকের কাজ জানা, গৃহকর্মনিপুণা (২০) বৎসর কায়স্থ ভগিনীর জন্য যে কোন জাতের বাঙ্গালী হিন্দু প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৩০৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯২২/২)

পূঃ বঃ কায়স্থ ঘোষ সৌকলীন, সুশ্রী, গৌরবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী, মধ্যম শিক্ষিতা, গৃহকর্মেনিপুণা, সুরুচিসম্পন্না পাত্রীর (১·৫৭ মিঃ, ২৮) জন্য উপযুক্ত সুউপায়ী শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৩০৪৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯১৭)

অভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই

পাত্রী সুশ্রী, এম এ (২৭) শিক্ষিকা, পিতা রিটায়ার্ড ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট, উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বংশ। বক্স নং ৩০৮১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯১৩)

পূঃ বঃ রাঢ়ী শাণ্ডিল্য গোত্র ভগ্নীদ্বয়ের জন্য দুইটি স্থানীয়/প্রবাসী যে কোন বঙ্গের অধ্যাপক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, সি এ, অফিসার পাত্র চাই। জ্যেষ্ঠা (২৮) এম এস-সি, বি টি (শিক্ষিকা), কনিষ্ঠা (২৬) বি এ (বি টি পাঠরতা)। পাত্রপক্ষ/ঘটক লিখুন। বক্স নং ৩১০০ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৯৭৮৭)

পঃ বঃ কাশ্যপ গোত্র স্কুঃ ফাঃ, কালো নয়, সুন্দর মুখশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩০৮৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৬৩১)

সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা শিক্ষিকা (২৮) এইচ এস বেসিক ট্রেনড পাত্রীর জন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৩০৮২ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৬৩০)

যশোহরের (বেন্দা) সম্ভ্রান্ত বংশের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বি এস-সি অনুত্তীর্ণা সূচীশিল্প ও গৃহকর্মেনিপুণা মৌদগল্য বৈদ্য পাত্রীর (৩০) জন্য উপযুক্ত বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৩০৮৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৬৩৩)

পাত্র চাই

বৈদ্য পাত্রী (২৪) গ্র্যাজুয়েট ফর্সা সুন্দরী। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ২৯৮৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮২৭)

সদ্‌গোপ পাত্র চাই ২৮ বৎসরের মধ্যম শিক্ষিতা সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা স্বাস্থ্যবতী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত উপার্জনশীল পাত্র চাই। পাত্রীর নিজস্ব চাষের জমি আছে, যোগাযোগ করুন। বক্স নং ৩০২২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৯৬)

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উপার্জনশীল পাত্র চাই। পাত্রী সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী (১৬)। বক্স নং ৩০৩১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯০৪)

বি-এ পাঠরতা প্রকৃত সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর (২২) সত্বর উচ্চশিক্ষিত সুউপার্জনশীল ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৩০৩৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯০৬)

পাত্রী (২১) বাঃ ব্রাহ্মণ, বাৎস্য। বি-এ (৫´) ১·৫২ মিঃ উঃ শ্যামবর্ণা, লাবণ্যময়ী, সুশ্রী, সুকেশা, শান্তস্বভাব ও গৃহকর্মনিপুণা। রাঢ়ী/বারেন্দ্র উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩০০৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৮০)

প্রকৃত সুন্দরী পরিষ্কার ২৩—১·৫৫ মিঃ কায়স্থ বি-এ, ডাক্তার/ইঞ্জিঃ/অফিসার সমতুল্য পাত্র চাই। বক্স নং ৩০১০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৮৫)

কাশ্যপ গোত্রীয় সুশ্রী পার্ট-টু পরিক্ষার্থিনী ২৪ (পূর্ব নিবাস খুলনা) কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট স্থায়ী চাকুরে ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৩০০৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৮৪)

পূর্ববঙ্গীয় রাঢ়ী, ফর্সা, সুশ্রী বি-এ (অনার্স) ৩২ পাত্রীর জন্য ৩৭।৩৮-এর মধ্যে শিক্ষিত সুউপায়ী অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। মিসেস চক্রবর্তী, ১৬/২এ, ডোভার টেরাস কলিকাতা-১৯ ফোন: ৪৭-৬৩৬২। (সি ৯৬৮৭)

পাত্রী (২১½) পূঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ গ্র্যাজুয়েট একমাত্র কন্যা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা সুগঠনা দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণা দীর্ঘাঙ্গ সুদর্শন স্বাস্থ্যবান সুপ্রতিষ্ঠিত অকাশ্যপ পাত্র চাই। বক্স নং ৩০১৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৮৯)

গন্ধবণিক পাত্র চাই

উপার্জনক্ষম সুদেহী (৩৫/৩৬)। পাত্রী সুশ্রী, সুন্দরী, বি-এ পাঠরতা। বক্স নং ২৯৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮১৩)

কুমিল্লার মৌলিক কায়স্থ ফর্সা চাকুরী-রতা (৩২/৪৪০৲) গ্র্যাজুয়েট পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ২৯৩৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৮৩)

পঃ বঃ মাহিষ্য গৌরবর্ণা সুশ্রী সুগঠনা মধ্যমশিক্ষিতা পাত্রীর (২১) যোগ্য পাত্র চাই। উভয়বঙ্গ চলিবে। বক্স নং ২৯৩২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৮১)

পঃবঙ্গীয়া ভট্টাচার্য সুন্দরী এস-এফ পরীক্ষার্থিনী সঙ্গীতে ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা পাত্রীর (২৬) জন্য উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ২৯২৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৭৭)

পঃ বঃ ব্রাহ্মণ সাবর্ণ বি-এ পারট-টু পরীক্ষার্থিনী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নম্র সুশ্রী পাত্রীর (২১) জন্য পাত্র চাই। বক্স নং ২৯২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৭২)

পূঃ বঃ বৈদ্য (৩০) সুশ্রী এস-এফ অনুত্তীর্ণা, গৃহকর্মে সুনিপুণা পাত্রীর চাকুরে অথবা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ২৯২০ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৯৫৬৮)

খুলনার কায়স্থ, সুশ্রী, ফর্সা স্বাস্থ্য-বতী স্কুল-ফাইনাল অনুত্তীর্ণা, গৃহকর্মে সুনিপুণা সু-কেশা, বয়স—২৬। পাত্রীর জন্য সু-পাত্র চাই। বক্স নং ২৯৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৮৬)

ভরদ্বাজ গোত্রীয়া গৌরাঙ্গী প্রকৃত সুন্দরী ১·৫৭ মিঃ এম-এ পাত্রীর (২৬) জন্য ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্ক অফিসার, ইউনিঃ অধ্যাপক ক্লাস (১) অফিসার পূঃ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সুদর্শন স্বাস্থ্যবান নির্ঝঞ্ঝাট পাত্র (৩০—৩৩) চাই। বক্স নং ২৯৩৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৮৪)

পূর্ববঙ্গীয় যশোহর অধুনা বালীর সন্নিকট কল্যাণ গোত্র বরেন্দ্র শ্রেণী কায়স্থ। উঃ শ্যামবর্ণা, সঙ্গীতজ্ঞা, গৃহকার্যে সুনিপুণা পাত্রীদ্বয়ের উপযুক্ত পাত্রদ্বয় চাই। প্রথমটি কেঃ সঃ ইউ ডি ক্লার্ক (২৪) এবং দ্বিতীয়টি স্কুল-ফাইন্যাল পরিক্ষার্থিনী (২০)। বক্স নং ২৯৫৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮০৩)

Wanted East Bengal Kayastha, highly placed medical or army officer or airforce officer or engineer for accomplished slim fair convent educated graduate bride (19), 5'-4" (1.63 Met.). Box No. 2904, Ananda Bazar, Cal.-1. (C-9775)

Wanted match for two Kayastha girls, 28 and 23. Elder M.A., B.T. teacher, (5'-0"), 1.52 Meter. Younger convent-educated, partly educated Europe; 1.60 Meter, (5'-3"). Appeared M.A. English. Both fair, healthy, slim, lovely appearance. Box No. 3099, Ananda Bazar, Calcutta-1. (C-9942)

যাদব পাত্র চাই

বি-এ (অনার্স) বি-টি পাঠরতা সুশ্রী, ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী (৫´-৪″) ১·৬৩ মিঃ সুগঠনা কন্যার (২২) উপার্জনশীল সুদর্শন পাত্র চাই। বক্স নং ৩০০৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৮২)

পাত্রী ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় (২৫) (৫´-১″) বি-এ, পি-জি (হোম সায়েন্স) সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। সাংসারিক সকল কার্যে সুনিপুণা। গান জানে। বিশেষ শিক্ষিত পরিবার। পিতা কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার। শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ২০৭৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২৪৮)

পাত্র চাই

পাত্রী—পূঃ বঃ, কুলীন ব্রাহ্মণ (২০), ভরদ্বাজ, বি এ (অনার্স), এম এ পাঠরতা, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, দেবগণ, শিক্ষিত পরিবার, কলিকাতায় বাড়ী, পাত্র চাই। বক্স নং ২৮৫৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৬৬)

পাত্রী সদ্গোপ বি এস সি পিওর সায়েন্স (২২) উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ১·৫৭ মিঃ সুশ্রী কর্মিষ্ঠা। শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ২৯৭৫ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১। (সি ৯৮২২)

এম এ, ধন্বন্তরি গোত্রীয় অতি সুশ্রী (২৪ বৎসর) বৈদ্য পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পূঃ বঃ বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ২৯৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮১১)

বৈদ্য পাত্রী (২৩) ফর্সা, সুশ্রী, হোম-সায়েন্সএ পোস্ট গ্রাজুয়েট বৈদেশিক ভাষা ও আইন পাঠরতা, গৃহকর্মে সূচীশিল্পে নিপুণা। ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার সি এ অনুরূপ সুপাত্র চাই। বক্স নং ২৯৪৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৯৩)

সুশ্রী, ফর্সা, বঙ্গজ, গৃহ সূচী গীটারে দক্ষা দশমমান পাত্রীর জন্য ম্যাট্রিক পাশ পাত্র (৩৬-৪০) চাই। বক্স নং ২৯২১ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৯৫৬৯)

সুশ্রী, ফর্সা, বি এস সি (ডি) গৃহকর্ম-নিপুণা, পঃ বঃ দঃ রাঃ, বসু (২৭) জন্য শিক্ষিত, প্রকৃত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ২৮৮১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৭৩)

সাহা বা যে কোন ঘরের পাত্র চাই। বম্বে প্রবাসী, এম-এ, চাকুরীরতা, উত্তম শ্যামবর্ণা পাত্রীর (২২) জন্য স্বাস্থ্যবান, উপার্জনশীল পাত্র চাই। বোম্বেতে চাকুরিজীবী হলে ভাল। বক্স নং ২৮৮৩, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১।

সুবর্ণবণিক পাত্রী (১৮) স্কুল ফাইনাল পাশ, সুশ্রী, গৌরবর্ণা ও দীর্ঘাঙ্গী। উপার্জনশীল সম্ভ্রান্তবংশীয় সুপাত্র আবশ্যক। বক্স নং ২৮৫৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৭০)

সুশ্রী, মধ্যমশিক্ষিতা (৩০) পাত্রীর জন্য পূর্ববঙ্গীয় বৈশ্য সাহা পাত্র চাই। বৈশাখেই বিবাহ। বক্স নং ২৮৪৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৬০)

কাশ্যপ ব্রাহ্মণ পরমাসুন্দরী অধ্যাপিকা (২৯), ঐ ভগ্নী এম এ পরীক্ষার্থিনী (২৭)। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ২৪৭৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৪৫৯)

প্রবাসী ডাক্তারের (মুখার্জি) কন্যা। ফর্সা, সুশ্রী, এম এ পাশ, রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞা ২৬ বৎসর পাত্রীর জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ২৮৯০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৬০০)

পাত্রী (৫´) ১·৫২ মিঃ (২১) বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, হাঃ সেঃ পাশ, সঙ্গীতজ্ঞা গৃহকর্মনিপুণা, ফরসা ও সুন্দরী। বারেন্দ্র অথবা রাঢ়ী পাত্র চাই। বক্স নং ২৮৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৭০)

পূর্ববঙ্গীয় রাঢ়ী ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ, M.A পরীক্ষা দিয়াছে, সুশ্রী, ফর্সা, ২৩ পাত্রী ১·৬০ মিঃ (৫´-৩″)। ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার সি এ বা অনুরূপ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ২৯০৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৮১)

ময়মনসিংহের সঃ কায়স্থ B A Hon medalist M A (Phil) Ist class medalist Re. Scholor, ফরসা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী কন্যার (২৪/১·৫৭ মিঃ) উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ২৯১৪ আনন্দবাজার, কলি-১।

ফর্সা সুপুরুষ অন্তত ১·৭০-৭৩ মিঃ (৫´—৭/৮″) সুউপায়ী। পাত্রী অতি সুন্দরী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ১·৬০ মিঃ (৫´—৩″), গাঙ্গুলী, ২১ বি-এ গানজানা। বক্স নং ২৯৯৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৪৩৬)

তিলি পাত্র চাই

পাত্রী (২৩) বি-এ (৫´—২″) ১·৫৭ মিঃ মাঝারী গড়নের সুশ্রী ও সুন্দরী। সম্ভ্রান্তবংশীয় শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ২৯৬১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮০৬)

মালাকার পাত্র চাই

নিখুঁত পরমা-সুন্দরী সঙ্গীতে উত্তীর্ণা বি এস-সি পার্ট-টু পরিক্ষার্থিনীর (২০) জন্য দাবিহীন সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ২৮৮৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৬৫)

তিলি পাত্র চাই

সুশ্রী মধ্যমবর্ণা স্বাস্থ্যবতী বি-এ—১, পাত্রীর (২৫) উপযুক্ত পাত্র চাই। অনু স্টোর্স, ২ সেণ্ট্রাল রোড, যাদবপুর, কলি-৩২। (সি ৯৭৭৭)

বি-এ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা (২০) তিলি (স্কুলের শিক্ষিকা) পাত্রীর জন্য শিক্ষিত চাকুরিরত তিলি/অসবর্ণ পাত্র চাই। বক্স নং ২৯৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮০৫)

অসবর্ণ পাত্র চাই

পশ্চিমবঙ্গীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী ফরসা এস-এফ মান স্বাস্থ্যবতী সুগায়িকা পাত্রীর ২১ বঃ জন্য উপার্জনশীল উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। পাত্রী বউ ভাতের দিন হইতে ডাইভোর্সি। বক্স নং ২৮৯৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৭২)

কায়স্থ পাত্র চাই

পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জিলা অধুনা পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও সম্বংশের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষিকা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর (বয়স ৩৩, উচ্চতা ৪ ফুট ১১ ইঞ্চি) ১·৫০ মিঃ জন্য শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ২৮৪১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৬৬)

পাত্রী (২৯) ফর্সা, সুশ্রী, ঢাকার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ এম-এ, বি-টি শিক্ষিকা (১·৫১ মিঃ)। বক্স নং ২৯৯১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮২৯)

পূঃ বঃ বসু এম-এ সুশ্রী মধ্যমবর্ণা (৩০) দীর্ঘাঙ্গী (৫´—৪″) ১·৬৩ মিঃ অফিসার তনয়ার জন্য সুপাত্র চাই। বক্স নং ২৯৮৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮২৫)

পঃ বঃ তিলি (২২) সুন্দরী শিলম সঃ চাকুরে পাত্রীর সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ২৯২৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৭৬)

পাত্র চাই

পাত্রী বৈদ্য, ৩৫, সুশ্রী, সুগায়িকা, গৃহকর্মে অতীব নিপুণা। কলিকাতাস্থ স্কুলে শিক্ষিকা। কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ৩৮/৩৯ বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৩১৩৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি১৯)

ব্রাহ্মণ কাশ্যপ (২২), ৫´-৩″ (১·৬৩ মিঃ) ফর্সা পাতলা গড়ন এম এ পাত্রীর প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। বক্স নং ৩১১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৯৪)

রূপবতী গ্রাজুয়েট উচ্চবংশীয়া (৫´-৪″) ১·৬৩ মিঃ পাত্রীর (২২) জন্য শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত সদ্গোপ (পঃ বঃ) পাত্র চাই। বক্স নং ৩১০৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৯৬)

পঃ বঙ্গীয় সাহা পাত্র চাই। কেন্দ্রীয় কর্মচারী (গেজেটেড) দিল্লী প্রবাসী পিতার বি এ পাঠরতা, সুশ্রী (স্লিম), ফর্সা, গৃহকর্মেনিপুণা কন্যার (২০) জন্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত পত্র চাই। বক্স নং ৩০৬১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯২৩)

পাত্রী চাই

সদ্‌গোপ পাত্রী চাই—পাত্র শহরে বাড়ী দুর্গাপুর কেঃ সঃ এল ই ই, ইঞ্জিনীয়ার (৬০০৲) পাত্রী সুন্দরী ফর্সা এস এফ বাঞ্ছনীয়। জন্ম তারিখসহ লিখুন। বক্স নং ৩১১৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬)

ব্রাহ্মণ অফিসার (১০০০ টাকার উপর) পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী (৩৫/৩৮) চাই। পাত্রী নিজেও লিখিতে পারেন। বক্স নং ৩১০৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৯২)

পাত্র পঃ বঃ দঃ রাঃ সম্ভ্রান্তবংশীয় (দত্ত), সুদর্শন ফর্সা (৫´-৯½″) ১·৭৬ মিঃ, কায়স্থ গ্র্যাজুয়েট (৩৪)। কেন্দ্রীয় সরকারে অফিসার (৭০০৲), নিজ বাটী, দাবী নাই। শিক্ষিতা প্রকৃত সুন্দরী ফর্সা পাত্রী চাই। বক্স নং ৩১০৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৯১)

গন্ধবণিক পাত্রী চাই

শাণ্ডিল্য ২৯ অধ্যাপক পি-এইচ-ডি পাত্রের জন্য সুশ্রী, গৃহকর্মে রুচিশীলা, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফটোসহ লিখুন। C/O. Shri Bidyadhar Ghatuary, Excise Office, P. O. Dhanbad, Bihar. (সি/এম ৩১৪০)

বৈশ্য সাহা পাত্রী চাই—সম্ভ্রান্ত বংশীয় উপার্জনশীল (৫০০৲) গ্রাজুয়েট পাত্র (২৬) লিখুন। বক্স নং ৩১৩৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

বৈদ্য কাশ্যপ ইঞ্জিনিয়ার (১২০০৲) ৬´ (১·৮৩ মিঃ) সুদর্শন পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী গ্রাজুয়েট ২২/২৩ বৎসর পাত্রী চাই। বক্স নং ৩১১২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৯৯)

Ambitious engineer (Teli 24) desires to marry graduate daughter of industrialist wealthy personage. Write with photo, Uma. 26, Chaklane Uttarpara, Hooghly. C-9793

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মাসিক ১০০০৲। সুন্দরী, শিক্ষিতা মাহিষ্য পাত্রী চাই। বক্স নং ৩১৩৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৩)

পাত্র সুদর্শন, লাইসেনসিয়েট মেকানি-ক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, কেঃ সরকারে সুপারভাইজর ৬০০৲, বালীগঞ্জে নিজ বাড়ী। পাত্রী চাই—প্রকৃত ফর্সা ও সুশ্রী, শিক্ষিতা, দীর্ঘাঙ্গী, অনধিক ২৪, সম্ভ্রান্ত বঙ্গজ কায়স্থ। বক্স নং ৩০৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

পাত্র এম এস-সি (৩৩), (বিক্রমপুর), সিনিয়র লেকচারার (১,২০০৲)। সুন্দরী উচ্চশিক্ষিতা অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। রাশিচক্রসহ লিখুন। বক্স নং ৩০৫০, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৫৩৩)

পাত্র কায়স্থ (৩২) সরকারি সংস্থায় (কলিকাতা) উচ্চপদে কর্মরত ইঞ্জিনীয়ার (১৫০০৲) কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারের প্রকৃত সুন্দরী মেধাবী ২৬ অনূর্ধ্ব বাঙ্গালী হিন্দু পাত্রী চাই। পাত্রীই একমাত্র বিবেচ্য। বক্স নং ৩০৫৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯২২/১)

পাত্র (৩৮।৩৯) সম্ভ্রান্ত বঙ্গজ কায়স্থ ইনজীনিয়ার, বৃটিশ ফার্মে অফিসার, মাসিক আয় ৩৫০০ টাকা। সুশ্রী, ফর্সা, শিক্ষিতা দির্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। বক্স নং ৩০৫৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯২১)

ঢাকার বসু (৩০) ৫´-৭½″ (১·৭২ মিঃ) কেঃ সঃ ইঞ্জিনীয়ার (৫৭৫৲) উপযুক্ত পাত্রীর ঠিকুজি, ফটোসহ লিখুন। মিসেস ভদ্র, ৩নং কাশীনাথ দত্ত রোড, কলি-৩৬। (সি ৮)

পাত্র বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ (২৯) ডাক্তার, এম এস দিল্লিতে কার্যরত সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৌরবর্ণা প্রকৃত সুন্দরী গ্রাজুয়েট পাত্রী (২১—২৩) চাই। বক্স নং ৩১২৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১১)

পাত্রী চাই। দাবী নাই। পাত্র—সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন পরিবারের উচ্চাভিলাষী বৈদ্য ৩০, ৫´-৭″ ১·৭২ মিঃ সুশ্রী বি এস-সি স্বাস্থ্যবান খেলোয়াড় এ এম আই ই (ইণ্ডিয়া) (সেকসন-এ) পরীক্ষায় অবতীর্ণ। ইঞ্জিঃ ফ্যাক্টরী চাকুরীতে এবং শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ। বড় ভ্রাতা স্পেশালিস্ট ডাক্তার। বক্স নং ৩০৮৯, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৯৯৩৭)

বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৯, কানপুরে বিদেশী প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মরত (৮৫০) ইঞ্জিনীয়ারের জন্য প্রকৃত সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১৫, জি টি রোড, পোঃ বালী, হাওড়া। (বি ও ৪০৪৫)

পঃ বঃ মেঃ ইঞ্জি-এ ট্রেণ্ড ও ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী দঃ কলিঃ একাধিক নিজবাড়ী চ্যাটার্জি পাত্রের (৩১) জন্য সুন্দরী, গৌরবর্ণা অন্যূন হাঃ সেঃ পাশ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। বক্স নং ৩০৮৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪০৪৬)

পাত্রী চাই

পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ (কাশ্যপ) ইঞ্জি-নিয়ার (১২০০৲) (৩১½) পাত্রের জন্য শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। কোন দাবী নাই। বক্স নং ২৯৬৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮১২)

পরমা/প্রকৃত সুন্দরী, উত্তমফর্সা, সঃ কায়স্থ/কুলীন ঘরের গৃহকর্মনিপুণা সুপাত্রী (২৪-৩০) চাই। দাবী নেই। পাত্র—সি-এ (পূঃ বঃ)। বৈশাখেই বিবাহ বক্স নং ২৯৪৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৯৫)

পূর্ববঙ্গীয় শ্রীহট্ট সম্ভ্রান্ত কায়স্থ (৩৪) নন গ্রাজুয়েট, জীবনবীমার কর্মচারী (১০০০৲) পাত্রের জন্য সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী এবং গৃহকর্মে নিপুণা সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রী চাই। বক্স নং ২৯৫০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

বিত্তশালিনী/কলিকাতায় সম্পত্তির অধি-কারিণী ১৮।১৯, ফর্সা, স্লিম, সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। পাত্র ২৩।২৪ (৫´-৩″) ১·৬০ মিঃ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। অসবর্ণে আপত্তি নাই। বক্স নং ২৯১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৮৬)

পাত্র দত্ত (৩২) গ্রাজুয়েট কেঃ সঃ চাকুরে এস এ এস পাস। পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ ফর্সা, সুশ্রী, দীর্ঘাঙ্গী, সম্ভ্রান্তবংশীয়া গৃহকর্মনিপুণা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ২৮৫১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৬৫)

পাত্র ম্যাট্রিক (কায়স্থ), কেঃ সঃ এল ডি (৩০)। চাকুরীয়া পাত্রী চাই। বক্স নং ২৮৮৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৬৮)

চট্টগ্রামের কায়স্থ গ্র্যাজুয়েট ফর্সা ব্যব-সায়ী পাত্রের (৩২) শিক্ষিতা সুন্দরী অন্তত (৫´) ১·৫২ মিঃ। পাত্রীই বিবেচ্য। বক্স নং ২৯০২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৭১)

পঃ বঃ মাহিষ্য পাত্র (২৮) ফরেস্ট অফিসার (ক্লাস-১) গেঃ সুন্দরী, আধুনিকা, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। চিত্তরঞ্জন দাশ। ২৪বি, জগন্নাথ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৪২। (সি ৯৭৭৩)

পঃ বঃ মুখার্জী (৩৬) ভরদ্বাজ পাঞ্চেৎ-ছাইডেলএ সুপ্রতিষ্ঠ (৬০০৲) জন্য সুশ্রী, গৌরবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী '২৫/২৬) এস এফ/পি-উ পাত্রী চাই। বৈশাখেই বিবাহ, রাশিচক্রসহ লিখুন। বি মুখার্জী, C/o ডি জি সেনগুপ্ত, ডি ভি সি, পোঃ পাঞ্চেৎড্যাম (ধানবাদ)। (সি ৯৫৮০)

পূঃ বঃ কায়স্থ সুদর্শন ২৯ এম-কম পাশ 'ল' পড়ছে স্টেট ব্যাঙ্কে স্থায়ী চাকরী ৫৮০৲ পরমাসুন্দরী কমপক্ষে এইচ-এস পাশ পাত্রী চাই। পাত্রীই প্রধান বিবেচ্য। বক্স নং ২৯৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮১০)

পূঃ বঙ্গের চার ঘরের ফর্সা সুন্দরী শিক্ষিতা (১·৬০ মিঃ) অনধিক ২৪/২৫ বৎসরের কায়স্থ পাত্রী চাই। পাত্র বিঃ ইঃ; বেতন ১০০০৲ টাকা। বক্স নং ২৯৬৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮০৯)

বৈদ্য (২৯) বি এস-সি ইঞ্জিনীয়ার (এম আই ই) কেঃ সরকারে সুপ্রতিষ্ঠিত (৫২৫৲) পূঃ বঃ কলিকাতার বাড়ী পাত্রীর ঠিকুজিসহ লিখুন। বক্স নং ২৯৭০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮১৬)

হাঃ সেঃ পাশ, চাকুরীরত, সম্পত্তির মালিক (২৮), সুদর্শন, ভরদ্বাজ, ব্রাহ্মণ পাত্রের পঃ বঃ সুদর্শনা পাত্রী চাই। বক্স নং ২৯৫৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮০১)

চট্টগ্রামের কায়স্থ ৩২ বিখ্যাত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বি-কম ৪৫০৲ চাকুরীয়া পাত্রী চাই। বক্স নং ২৯৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬০০)

নাপিত পাত্রী চাই

পাত্র (২৮) বি-এ সঃ চাকুরী নিজস্ব বাড়ী। বক্স নং ২৯৭২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮১৮)

পঃ বঃ মুখার্জী বি-এ ৩৭ কলিকাতায় নিজবাটী (৩০০৲) স্থায়ী সঃ চাঃ (৩৬০৲) গ্র্যাজুয়েট গৌরবর্ণা ২৪-২৮ পাত্রী চাই। বক্স নং ৩০০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৪৩৯)

কুম্ভকার সুশ্রী মধ্যম শিক্ষিতা গরীব মধ্যবিত্ত। পাত্র ৩০ মাসিক ৬০০৲। বক্স নং ৩০০৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮২৪)

ফর্সা প্রকৃত সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী (২০-২৩) কলিকাতায় ব্যাঙ্কে অনার্স শিক্ষিকা সঃ চাকুরে চাই। দাবিহীন, নির্ঝঞ্ঝাট কায়স্থ পাত্র সঃ চাকুরে (৪৭০৲) নিজেদের বাড়ী ল ফাঃ পরীক্ষার্থী। বক্স নং ২৯৮৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৩৫১)

সম্ভ্রান্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাৎস্য উচ্চ-পদস্থ অফিসারের এম এস-সি ফাঃ ক্লাস (২৭) ক্লাঃ ওয়ান গেঃ বালিগঞ্জে নিজবাড়ী সুদর্শন পুত্রের প্রকৃত সুন্দরী সঙ্গীতজ্ঞা উচ্চশিক্ষিতা বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ২৯৯২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৭৮)

চট্টগ্রামের সম্ভ্রান্ত বৈদ্য ব্যাঙ্ক কর্মচারী দাবীহীন পাত্রের (৩৪) ফর্সা সুন্দরী শিক্ষিতা বৈদ্য পাত্রী চাই। বক্স নং ২৯৮৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮২৬)

বৈশ্য সাহা (৩০) ডিপ্লোমা ইঞ্জিঃ ৬০০৲ বিশিষ্ট বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কমপক্ষে এস-এফ সুন্দরী ও সুশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ২৯৫৮ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৯৮০৪)

বে-সরকারী অফিসে উত্তম চাকুরী সম্পন্ন বয়স্ক অবস্থাবান কায়স্থ (মিত্র) পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। পাত্রীর বয়স ৩৫-এর ঊর্ধ্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়। উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। বক্স ২৯৪৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৯১)

তিলি/অসবর্ণ পাত্রী চাই

সুদর্শন (৩০) লাইসেন্‌সিয়েট ইঞ্জিনিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসারের (৯০০৲) জন্য শিক্ষিতা ফর্সা সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা পাত্রী চাই। বক্স নং ২৯২৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৭৫)

পাত্রী চাই

ব্রাহ্মণ (২৫) গ্র্যাজুয়েট বাটা কোং সেল-ডিপার্টমেন্টে স্থায়ী চাকুরে (৩০০৲) একমাত্র পুত্রের জন্য বি-এ পাশ বা পাঠরতা ফর্সা সুন্দরী পূঃ বঃ (ত্রিপুরা) (১৯/২০) অভরদ্বাজ পাত্রী চাই। বক্স নং ৩০৪০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯১২)

বৈদ্য পাত্র বি-ই সিভিল ইঞ্জিনীয়ার কেঃ সঃ কর্মরত বয়স ২৮।২৯ কাশ্যপ গোত্র নিজস্ব বাড়ী কর্মরতা সুন্দরী শিক্ষায়ত্রী পাত্রী চাই বয়স ২৩।২৪ মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৩০২৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯০১)

পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ মিত্র গ্র্যাজুয়েট (৩৫) সরকারী কর্মচারী। চাকদহ শহরে নিজস্ব বাটী ও জমি আছে। স্বাস্থ্যবান পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ৩০২৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭০০)

তিলি মেরিন ইঞ্জিনীয়ার (১৪০০৲) পাত্রের (২৯) জন্য শিক্ষিতা, গৌরবর্ণা ও প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। বিবাহ বৈশাখে। বক্স নং ৩০২৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৯৯)

বৈদ্য পাত্র পূর্ববঙ্গ (৩১) বৃটিশ কোম্পানীতে স্টেনোগ্রাফার (৬৫০৲) বি-কম। বৈদ্য/কায়স্থ সুশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ৩০২৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৭১৪)

পাত্র গ্র্যাজুয়েট পাটনায় চাকুরীরত, (বেতন ৮ শত টাকা) সুপুরুষ, পঃ বঃ মিত্র হাওড়ায় বাড়ি। ৩১/৩২ সশ্রী, গৌরবর্ণা পাত্রী চাই। বিস্তারিত লিখুন। বক্স নং ৩০৩২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯০৫)

মুখার্জি নন-ম্যাট্রিক বনেদী বংশ সম্পত্তি বাড়ী দাবীহীন পাত্রের জন্য প্রকৃত পরমাসুন্দরী ২০/২৫ পাত্রী চাই। পরমাসুন্দরীই একমাত্র বিবেচ্য। বক্স নং ৩০৩৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯০৭)

মাহিষ্য ফর্সা সুদর্শন গ্র্যাজুয়েট আধা-সরকারী চাকুরে (৪৫০৲) পাত্রের জন্য প্রকৃত ফর্সা স্বাস্থ্যবতী পাত্রী প্রয়োজন। বক্স নং ৩০১১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৮৬)

পশ্চিমবঙ্গীয় সম্ভ্রান্ত দঃ রাঃ মধ্যম শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান কর্মরত কায়স্থ পাত্রের (২৯ বঃ) জন্য সুশ্রী ফর্সা এস এফ বা এইচ এস পাশ পঃ বঃ কায়স্থ পাত্রী চাই। বক্স নং ৩০১৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৮৮)

সদ্‌গোপ পাত্রী চাই

পাত্র (৩২) এম-কম কষ্ট অ্যাকাউনট্যাণ্ট। বিখ্যাত কেন্দ্রীয় সরকারী কোম্পানীর অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। মাহিনা ৬৭০৲। কলিকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্র্যাজুয়েট প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ২৯৯৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৪৩৭)

পাত্র পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ জুট টেকনোলজিস্ট (২৯) উপযুক্ত পাত্রী চাই। বক্স নং ২৯২৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৭৮)

গরীব সুশ্রী সম্ভ্রান্ত পাত্রী চাই। পাত্র মাহিষ্য বয়স্ক সঃ চাঃ নিজবাড়ী। বক্স নং ২৯৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৭৯)

কেঃ সঃ স্থায়ী স্নাতক চাকুরে (৪২৫৲/৩০) আঃ নিঃ কুমিল্লা, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার, যে কোন বঙ্গের অ-ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ শিক্ষিত পাত্রী চাই। বক্স নং ২৯৪১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৮৭)

ফর্সা, সংগীতজ্ঞা পাত্রী চাই—পাত্র ৩০, (৫´-৩″), ১·৬০ মিঃ, কায়স্থ, রেলের এস্টিমেটর ৩২৫৲। বক্স নং ৩০৪৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯২০)

অভিজাত পঃ বঃ চ্যাটার্জী ২৪ ১·৬৪ মিঃ বি-কম ঔষধ শিল্পপতি সি আই টি রোডে চারতলা বাড়ি গাড়ি মাসিক আয় ৬০০০৲ জন্য ১৮ বা কমে প্রকৃত সুন্দরী গৌরাঙ্গী স্লিম ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। কলিকাতা জি পি ও—২১৫৭। (সি ৪৫৭৯)

পঃ বঃ সম্ভ্রান্ত মুখার্জী/চ্যাটার্জী সশ্রী বি এ পাশ/পাঠরতা। পাত্র (৩২) বি এ ব্যাঙ্কে কর্মরত বেতন ৭০০৲। বক্স নং ৩০৬৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯৩০)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

সাঙ্কিং সরকার আর্কিটেক্‌টস আধুনিক বাড়ীর ডিজাইন ও প্ল্যানের জন্য। সংযুক্ত শিবপ্রসাদ বসু অ্যাণ্ড কোং। কিস্তিতে বাড়ী নির্মাণ পরিকল্পনা। তৈরী মূল্যের ৩০% অগ্রিম আরও ৩০% ৬০ দিনের মধ্যে। বাকিটা ৬০টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ্য। ৭৩বি, আমহার্স্ট রো, কলি-৯, ৩৫-১৬৭৩/২২৫০। (২৪৫৪ এ)

সোদপুরে এইচ বি টাউনে, ১নং ব্লকে পাঁচিল ঘেরা, বাগান, ইন্দারা সহ ৫॥ কাঠা উঁচু প্লট। ২৯০০৲ কাঠা। ৪০।১।২, কাঁকুলিয়া রোড, কলি-১৯। (ফোঃ ৪৬-৪৭১০)। (সি ৯৫৪৯)

দমদম জংশনের নিকটবর্তী জপুর রোডে ৩॥ কাঠা জমির উপর নবনির্মিত ছয় কামরার দ্বিতল বাড়ী ৩৫০০০৲। বক্স নং ২৮৫০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৬৩)

বাঙ্গুর এভেনিউতে ৪ কাঃ ২ ছঃ দঃ-পঃ কোণের জমি দক্ষিণে ভি আই পি রোড ও ৭৪ ফিট ফ্রন্টের দাম ৩০,০০০৲। বক্স নং ২৯৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮১৫)

আগরপাড়া স্টেশনের ধারে দুই বিঘা উচ্চ জমি বিক্রয় আছে। বক্স নং ২৯৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৮১৭)

যাদবপুর রিজেণ্ট স্টেট সংলগ্ন কলোনীতে ছয় কাঠা জমির উপর উত্তম পজিশনে ইলেকট্রিক ট্যাপ ওয়াটার সেনেটারী পায়খানাসহ নতুন দোতলা বাড়ী বিক্রয় দাম সত্তর হাজার সাক্ষাৎ যে কোনদিন সকাল ৮টা অথবা রবিবার যে কোন সময়। চক্রবর্তী, এফ/৫২, বাপুজীনগর লায়েলকার পুকুরের পূর্ব উত্তর। (সি ৯৮১৯)

বেলুড় ও বালী এলাকায় বাড়ী কিনিতে চাই। বিশদ বিবরণ সহ লিখুন। গোপালচন্দ্র দে, ১৮নং কৃষ্ণমোহন মিত্র লেন, সালিখা, হাওড়া। (সি ৯৫৯৬)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

নিউ বালীগঞ্জে কর্পোঃ মধ্যে ৪½ কাঃ জমি ৭ দিনে বিক্রয়। ১৭৫০৲ কাঃ। পি ঘোষ, পি-৫৯৭, কেয়াতলা রোড, কলি-২৯। (বি ও ৪৪৩৮)

বেহালার সখের বাজারে মেন রাস্তার উপর ১২ কামরা ৬ বাথরুম গ্যারাজ ইলেকট্রিক পাম্প টিউবওয়েল মিউনিসিপ্যাল ট্যাপওয়াটার যুক্ত দক্ষিণমুখী নূতন তিনতলা বাড়ী ধর্মতলার সহিত যুক্ত ৫টি বাসরুটের উপর অবস্থিত—৭৫০০০৲ মূল্যে বিক্রয় হইবে। খালি অবস্থায় আছে। বক্স নং ২৯৮৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৩৫৪)

গার্ডেন রীচের মুদিয়ালী রোডে ২॥৴ জমিতে ৩ পাকা ও ২ টালি ঘর ২৩০০০৲ বিক্রয়। বক্স নং ৩০২৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৭১৭)

দঃ পূঃ কলিকাতায় ছোট জমি/বাড়ি কিনিতে চাই। এস ভৌমিক, ৬সি, রাইফেল রোড, কলিকাতা-১৯। (সি ৯৯২৬)

সোদপুর স্টেশন হইতে ২৫ মিনিটের মধ্যে লাইট ও দুইটি ১২ ফুট প্রস্থ রাস্তাযুক্ত প্রচুর নারিকেল, সুপারি, আম গাছ ও সানবাঁধান সিঁড়ি নির্মিত পুকুর সমেত দুই বিঘা কাঁটাতার ঘেরা বসত জমি ১৫০০০৲ বিক্রয় আছে। বক্স নং ৩০৭২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৯৩২)

লিজ বা ক্রয়:—শেওড়াফুলি এবং ব্যাণ্ডেলের মধ্যে স্টেশন ও জি টি রোডের নিকট কারখানার জন্য প্রায় দুই বিঘা জমি। যোগাযোগ করুন:—মহাবীর মিলিং ইণ্ডাস্ট্রি, পোঃ অঃ শাহাপুর, কলিকাতা-৩৮। ফোন ৪৫-১৪৩৮। (সি ৯৬৮১)

বাড়ী ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

উল্টাডাঙ্গা এলাকায় তিনতলায় একখানা ও একতলায় দুইখানা ঘর ভাড়া। ৪২ হরিশ নিয়োগী রোড, কলি-৪। (সি ৯৯০৮/২)

বালীগঞ্জ লেকের পাশে বড় ঘর, রান্নাঘর, পৃথক মিটার, ৭৫৲। ১৬২।এ।৫৯ লেক গার্ডেন্স, ব্যাঙ্কের সামনে। (সি ৯৯২৮)

একতলা স্বয়ংসম্পূর্ণ দু-কামরা ফ্ল্যাট। সর্বদা জল। বাস, বাজার দু-মিনিট। নন্দী, ১২৭ বনমালী নস্কর রোড, বেহালা। (সি ৯৭৩০)

যাদবপুর অল সেপারেট দ্বিতলে ২-খানি ঘর ১৭০৲, ২৪ ঘণ্টা জল, ৮বি বাস গুমটি হইতে ৪ মিঃ। ১৬নং ইস্ট রোড, কলিকাতা-৩২। (বি ও ৪০৪৭)

দমদমায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়ী ভাড়া ৫৬-২৪৪০ টেলিফোন, গ্যারেজ, ঘর ৩ খানা, বড় হলঘর, ড্রয়িং রুম, সর্বসুবিধা। বক্স নং ৩০৫২, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৫৩৫)

বেহালা বীরেন রায় রোডে ইলেকট্রিকযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ দুখানা শয়নঘর ভাড়া ৫০৲, মাখনলাল, ৭৮/এ, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬। (সি ৯৯১৫)

পেয়িং গেস্ট

হাওড়া/মঃ/দঃ কলিঃ পেঃ গেস্ট থাকিব। বক্স নং ২৯৮৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৩৫৫)

মহিলা/ছাত্রী বোর্ডার চাই। বালীগঞ্জ স্টেশনের পাশে। মাসিক ১০০৲। এম-সি-সি। ১১৫, একডালিয়া রোড (দোতলা), কলি-১৯। (সি ৯৬৯২)

অফিস গুদাম দোকান

চাই:—ভবানীপুর পুলিস থানা অধীন একটি রেশনিং অফিস খুলিবার জন্য অন্ততঃ ১২০০ স্কোয়ার ফুট স্থান সমন্বিত একটি বিল্ডিং অথবা বিল্ডিং-এর স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ। সকল ট্যাক্স এবং সাধারণ মেরামতী খরচসহ মাসিক ভাড়া উল্লেখে ইচ্ছুক মালিকগণ লিখুন:—অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (হেড কোয়ার্টারস), ডাইরেক্টরেট অফ রেশনিং, ডিপার্টমেণ্ট অফ ফুড অ্যাণ্ড সাপ্লাইজ, ১১/এ, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬।
৯৬৯(৩)আইপিআর/এ/৭১ (৩০৪০)

বিদেশ যাত্রা

কাটোয়া নিবাসী 'সতীরঞ্জন ঘটক

মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ও স্বাধীনতা সেবক 'মহিমারঞ্জন ঘটকের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান রাসবিহারী ঘটক (বি ই ই) উচ্চ ইনজিনীয়ারিং শিক্ষার্থে ১২-৩-৭১ তারিখে নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। আমরা তাহার সাফল্য কামনা করি। (সি ২)

জ্যোতিষ ও ভাগ্য গণনা

ওঁ কামাখ্যামাতা আশ্রম
নাগাসন্ন্যাসী প্রদত্ত অমূল্য রত্ন দান

বিশ্বাস হারিয়েছেন? মানসিক ও সংসারের অশান্তি? চাকুরীস্থলে ও ব্যবসায়ে শত্রুবৃদ্ধি? সব সমাধানের জন্য সাক্ষাৎ করুন। বেতাল সিদ্ধ-তান্ত্রিকাচার্য পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ, ১বি, টেগোর ক্যাশল স্ট্রীট, কলি-৬। ভক্তবৃন্দ। (সি ৯৬৯৪)

ব্যবসা-বাণিজ্য

অভিজ্ঞ উকিল ও চার্টার্ড একাউণ্টেণ্টের পরিচালনায় ইনকাম সেলস ট্যাক্সের পরামর্শ দেওয়া এবং বার্ষিক চুক্তিতে কোম্পানী অথবা ফারমের হিসাব প্রস্তুত করা হয়। বিজনেস এণ্ড ট্যাক্স সার্ভিস, ৫৫/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। (৩৪-২৩০৯)। (বি ও ৩৫০)

হারানো-প্রাপ্ত-নিরুদ্দেশ

গত ২৭-১-৭১-এ ট্যাক্সিতে আমার হারিয়ে যাওয়া 'অ্যাটাচিটি অথবা শুধু মাত্র ভিতরের চিঠিগুলি ভি পি মারফত দয়া করে পাঠিয়ে দিলে বাধিত হইব। রমা রায়, ১৪-এ, লেক টেম্পল রোড, কলিকাতা-২৯। (সি ৯৭৮৮)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি

বাবলু, কোথায় আছিস ফিরে আয়। মা খুবই অসুস্থ। দেরী হলে দেখা নাও হতে পারে—'বাবা'। (সি ৯৭৯৭)

তীর্থ ও প্রমোদ-ভ্রমণ

কুণ্ডু স্পেশ্যালে

আরামে, আনন্দে ও নিরাপদে ভ্রমণ করুন। (১) কামাখ্যাধাম, শিলং ও দার্জিলিং—৩/৪, (২) কাঠমাণ্ডু (নেপাল) ট্রেন/বাস/বিমানযোগে—১০/৪, (৩) শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ—১/৫, (৪) যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী—৬/৫, বুকিং চলিতেছে। ৪০/১, স্ট্যাণ্ড রোড, কলি-১। ফোন: ২২-৭২৪৭ (৩০২৯এ)

বাস ভাড়া—পিকনিক, বিবাহ এবং ভ্রমণের জন্য। ফোন নং ৪৭-৬৭৭৩। (বিও ৪৩৪৮)

ব্যানার্জী স্পেশ্যাল

১। শ্রীশ্রীপশুপতিনাথ ধাম ১৭৫—১১-৪-৭১। ট্যুরিস্ট কোচে—২। শ্রীশ্রীকেদারবদ্রী, ৩। যমুনোত্রী গাঙ্গোত্রী—১৮-৫-৭১। যোগাযোগ — নীলমণি হালদার এণ্ড কোং, ১১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-১৩ ফোন: ২৩-৩৮৮৯১। (সি ৯৯১৪)

বন্দুক ও আগ্নেয় অস্ত্র

বন্দুক, রিভলবার, পিস্তল, রাইফেল ক্রয়/বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। এ সি কুণ্ডু এণ্ড কোং, গান মেকার্স, ১৭০, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩। ২৩-৫৬১৩)। (সি ৯৬০৮)

মোটরকার-লরী

৩৪-বি রুটের টি এম বি (৬২) মডেলের বাস চালু অবস্থায় বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। বক্স নং ৩০১৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৯৩)

ঔষধ ও চিকিৎসক

জটিল স্ত্রী ও যৌনব্যাধি, হাঁপানি, অর্শ, টিউমার (Tumour) ও মানসিক ব্যাধির জন্য চিকিৎসা বিশারদের পরামর্শ লউন। ফোন: ২৪-৩৯৩৪। (সি ৯৯০২)

কোষবৃদ্ধি ব্যথাহীন আরোগ্য রোগীরা ৪৫ বৎসর পরেও ভাল। কে এদলজী, ২৭৫ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা। (সি ৯৫৭০)

ছাপাখানা

মালিকের অনুপস্থিতির জন্য চালু জব প্রেস বিক্রয়। দুটি ট্রেডল, প্রচুর টাইপ ও যাবতীয় সরঞ্জাম: ৩৫-০৮৩৩। (সি ৯৭৯৫)

সঙ্গীত-কলা

বাড়ি গিয়া ২০, **সহজ পদ্ধতিতে গীটার** শিখাই। বক্স নং ৩০১৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৯১)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

দলিল লিখন ও রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ২য় সং, ১২·৫০, অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯। (১৯০৬ এ)

রেডিও-গ্রামোফোন

সস্তায় অল্প ব্যবহৃত এ সি রেডিওগ্রাম, টেপরেকর্ডার প্লেয়ার, ব্যাটারী রেডিওগ্রাম খুব ছোট। টেলিরেডিও, নিউ মার্কেট, ফুলপট্টি। (সি ৯৯৩১)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ
২৪৪, আচার্য জে সি বসু রোড,
কলি-২০

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি
সংশোধনী

কালকাতা-স্থিত ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ-এ এম ডি, এম এস, এম এস (ও অ্যাণ্ড জি) এবং ডি ফিল কোর্সে ভর্তির জন্য ইতঃপূর্বে এই কলামে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। দরখাস্ত দাখিলের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহাদের এম বি বি এস পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে ন্যূনপক্ষে ৫৬% নম্বর পাইয়াছেন, তাঁহারাও দরখাস্ত করিতে পারেন।

৯৬৭(৪)আইপিআর/এ/৭১ (৩০৭৮)

কালনা কলেজ

পোঃ কালনা (বর্ধমান)

১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষের বি-টি শিক্ষাক্রমে ভর্তি হইতে ইচ্ছুক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রার্থিগণের নিকট হইতে ভর্তির জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

আবেদন পত্র ও প্রস্পেকটাসের জন্য "অধ্যক্ষ কালনা কলেজ" এই নামে পঞ্চাশ পয়সার পোষ্ট্যাল অর্ডার এবং প্রার্থীর নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লিখিত একটি কুড়ি পয়সার ও অপর একটি পঁয়ত্রিশ পয়সার ডাকটিকিট যুক্ত খাম পাঠাইতে হইবে। কলেজ-অফিসে কাজের দিনে পঞ্চাশ পয়সার বিনিময়ে আবেদন পত্র ও প্রস্পেকটাস পাওয়া যাইতে পারে। আবেদন পত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ২২শে মার্চ, ১৯৭১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে।

অধ্যক্ষ কালনা কলেজ
(২৯৩৭)

ডাকযোগে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ M.D.H ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনামূল্যে প্রস্পেক্টাসের জন্য লিখুনঃ প্রিমিয়ার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, ১৮৪ সেক্টর, ১৯এ চণ্ডীগড়—ভারতের বৃহত্তম কলেজ। (২৪৫৯)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

গার্লস কলেজ, হাওড়া

বি এড ক্লাস ১৯৭১-৭২

বি এড ক্লাসে (১৯৭১-৭২) ভর্তির জন্য ৩১শে মার্চ ১৯৭১ তারিখের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। কলেজ অফিসে ৫ (পাঁচ) টাকা ফি জমা দিলে ভর্তির ফরম ও প্রসপেক্টাস পাওয়া যাইবে। —অধ্যক্ষ। (সি ৯৫০৪)

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান

অকজিলিয়ারী নার্সিং ও মিড্‌ওয়াইফারী শিক্ষার জন্য ১৭ হইতে ২৫ বৎসর বয়স্কা অন্তত অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণা অবিবাহিতা মেয়েদের নিকট হইতে আগামী ১০ই এপ্রিলের মধ্যে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাইতেছে। ফর্মের মূল্য ৫০ পয়সা। ফর্ম প্রতিষ্ঠানের অফিসে অথবা ঠিকানা সহ ৭০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইলে ডাকে ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, ৯৯, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৬। (২৪৪২)

ইংরাজী কথোপকথন শিক্ষার উত্তম ব্যবস্থা, ইংরাজ শিক্ষয়িত্রীর পরিচালনায় ওয়াই এম সি এ ওয়েলিংটন ব্রাঞ্চে, ৪২, এস এন ব্যানার্জী, কলিকাতা-১৪। (লোটাস সিনেমার প্রায় উল্টোদিকে), ভদ্রমহিলা - ভদ্রলোকদিগের জন্য ভর্তি চলিতেছে। (৩০৫৭)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ব্যুরো অব এডুকেশনাল অ্যাণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ

কেরিয়ার মাস্টার্স সার্টিফিকেট কোর্স (ফুল-টাইম), ১৯৭১

১৯৭১ সালের কেরিয়ার মাস্টার্স সার্টিফিকেট কোর্সে (ফুল-টাইম) ভর্তির জন্য ২৫/৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৯ ঠিকানা-স্থিত ব্যুরো অব এডুকেশনাল অ্যাণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ হইতে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী:—** প্রার্থীকে অবশ্যই কলিকাতার বাহিরের ও ইহার সন্নিহিত অঞ্চলের কোন হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে চাকরিরত, অন্তত দুই বৎসরের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন, ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষক হইতে হইবে।

ইঁহাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে:—(১) অধিকতর সংখ্যক স্ট্রীম (মঞ্জুরীকৃত) আছে এবং স্টাফে কোন কেরিয়ার-মাস্টার নাই—এইরূপ স্কুলসমূহের প্রার্থিগণ, (২) স্কুলে অতিরিক্ত কোন কাজের ভার দেওয়া হয় নাই—এইরূপ প্রার্থিগণ, (৩) অতিরিক্ত কোন কাজের জন্য কোনরূপ অ্যালাউন্স পান না—এইরূপ প্রার্থিগণ। কোন স্কুলই এক বৎসরে একাধিক দরখাস্ত পাঠাইতে পারিবে না। দরখাস্ত ব্যুরোর প্রিন্সিপ্যালের নিকট ১৫ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে পৌঁছা চাই। দরখাস্তের ফরম নিজে আসিলে অথবা নিজ নাম-ঠিকানা-লেখা ডাকটিকিট (২০ পঃ) লাগানো খাম পাঠাইলে ৮ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া যাইবে।
৯৭১(৪)আইপিআর/এ/৭১ (৩০৭৯)

নীলাম

সেল নোটিস

নিম্নস্বাক্ষরকারী ১নং কে এস রায় রোড, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস (১১শ তল), কলিকাতা ঠিকানাস্থিত তাঁহার অফিসে ৬ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টায় কিছু কম-বেশী ১·৪৫ একর জমি সমন্বিত, তাহার উপর অবস্থিত একতলা বাংলো সহ মুঙ্গেরের জেলার অন্তর্গত শিমুলতলাস্থিত খালি অবস্থায় পড়িয়া থাকা এবং "রীডস বাংলো" নামে পরিচিত প্রেমিসেস সংরক্ষিত মূল্য সাপেক্ষে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিবেন।

পূর্ণ বিবরণ ও বিক্রয়ের শর্তাবলীর জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত করুন।

এ কে দত্ত
অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল,
পশ্চিমবঙ্গ
১, কিরণশঙ্কর রায় রোড (১১শ তল),
নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস,
কলিকাতা-১ (২৭০৬)

কলিকাতা করপোরেশন

কলিকাতা করপোরেশন

বিষয় : নিয়োগ

মাসিক ১৭৫, টাকা নির্দিষ্ট ভাতায় কর্পোরেশন চেস্ট ক্লিনিকস-এর প্যাথোলজিস্ট-এর পদের জন্য নিম্নোক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয় নাগরিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। আবশ্যক যোগ্যতা:

(১) এম বি বি এস। থুথু, মল, মূত্র ও রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন প্রার্থীদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(২) বয়স সাধারণত ৩৫ বৎসরের বেশী নহে। সুযোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য।

নাম, ঠিকানা, নাগরিকত্ব, বয়স, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি উল্লেখে দরখাস্ত হেলথ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন, ৫, এস এন ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৩-এর বরাবর পাঠাইতে হইবে এবং ৩১-৩-৭১ তারিখ মধ্যে যে কোন কাজের দিন প্রচলিত কাজের সময় তাঁহার অফিসে দাখিল করিতে হইবে।

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
১৩-৩-৭১
(৩১৪১)

নোটিস

আলিপুর ৪র্থ সাবজজ আদালতের ১৮।৬৮নং দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়ভুক্ত ভবানীপুরের কেদার বসু লেনস্থিত ৩।১।১নং প্রেমিসেস আদালতের নির্দেশক্রমে বিক্রয় হইবে।

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—**জীবনকৃষ্ণ ঘোষ**, উকিল কমিশনার, ১৯নং নীলগোপাল মিত্র লেন, ভবানীপুর, কলি-২৫। (সি ৪)

চিত্রচয়নিকা ।। ১১

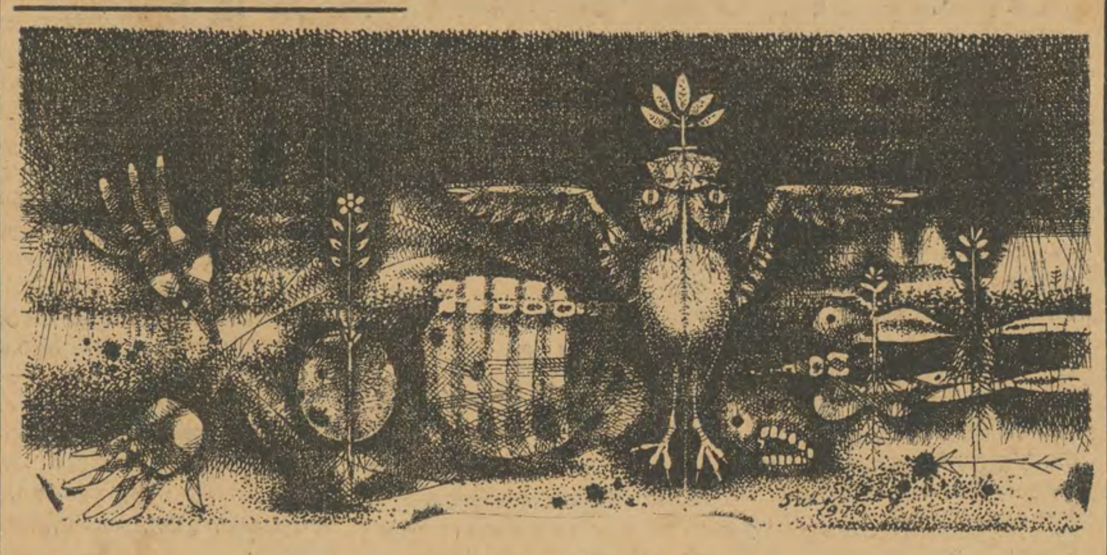

কলকাতা '৭১ ॥ শিল্পী সুহাস রায়

নোটিশ

পার্টিশন অ্যাণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

১৯৬৭ সালের ১৩২০নং মোকদ্দমা
কলিকাতা হাইকোর্ট
সাধারণ আদিম দেওয়ানী অধিক্ষেত্র
মিসেস র‍্যাচেল কোহেন
—বনাম—
মিসেস হান্না সোলোমন দিং

সেল নোটিস

১৯৭০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখের ডিক্রী অনুসারে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ শনিবার বেলা ১১-৩০টার সময় কলিকাতার ১০নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে (তৃতীয় তল —বাম দিকের ব্লক) সলিসিটর শ্রী এ সি বসুর অফিসে উপরোক্ত মোকদ্দমার বাঁটোয়ারা কমিশনার কর্তৃক নিম্নলিখিত সম্পত্তি নিশ্চিত বিক্রয় হইবে:

১নং লট—কিছু কম-বেশী তিন কাঠা চৌদ্দ ছটাক একত্রিশ বর্গফুট বা ২৪০ বর্গমিটার পরিমিত জমি সম্বলিত শহর কলিকাতার দক্ষিণ ডিভিশনে ৪/২ নং কলিন লেন প্রেমিসেসস্থিত এক খণ্ড বা একৰিত্তা জমি সহ তিনতলা ইস্টক নির্মিত ভদ্রাসন উত্তরাধিকারস্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও প্রেমিসেসের সমগ্র।

যে কোন দিন অফিসের কার্যকালে কলিকাতার ১০নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে সলিসিটর শ্রী এ সি বসুর অফিসে বিবরণাদি দেখা যাইবে।

স্বাঃ **এম এ লতিফ,**
বাঁটোয়ারা কমিশনার
(২৮৯১)

টেণ্ডার

ফরাক্কা ব্যারাজ প্রজেক্ট

ফরাক্কা ব্যারাজ প্রজেক্ট সম্পর্কে হেড রেগুলেটরের গোড়ায় আর ডি ০·৩৪৩ হইতে ২·২০ আর ডি পর্যন্ত ফিডার কেনালের দক্ষিণ ও বাম তীরে স্লোপ এবং বেড খননের মাটি কাজের জন্য প্রকৃত এবং নির্ভরযোগ্য ঠিকাদারদের নিকট হইতে ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ব্যাক ওয়াটার সার্ভে ডিভিসন, ফরাক্কা ব্যারাজ প্রজেক্ট পোঃ অঃ ফরাক্কা ব্যারাজ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৩০শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয়-বরাদ্দ ১,৪৮,৪৫৭, টাকা। বায়নার পরিমাণ ৩,৭১২, টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ—২½ মাস। ঐ দিনই বেলা ৩-৩০টায় টেণ্ডার খোলা হইবে। এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ব্যাক ওয়াটার সার্ভে ডিভিসন, ফরাক্কা ব্যারাজ প্রজেক্টের অফিসে কাজের দিনে অফিস চলার কালে বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস এবং কাগজপত্র দেখা যাইবে।

আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের হালসময়ের শংসাপত্র দেখাইয়া প্রতিটি বাবদ ১০, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিলে ২৮শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন অফিস চলার কালে ব্যাক ওয়াটার সার্ভে ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে টেণ্ডার ফরম এবং স্পেসিফিকেশন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণী পাওয়া যাইবে।
(২৮৫৬)

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন

নিম্নোক্ত কাজের জন্য এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার (সি) বোকারো ডিভিসন সার্কেল ২, পোঃ অঃ বোকারো থার্মাল জেলা হাজারিবাগ কর্তৃক অভিজ্ঞ, নির্ভরযোগ্য ও আর্থিক সংগতিসম্পন্ন ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডিভিসি পক্ষে ডিভিসি ফরম নং টি/৩-তে প্রত্যেক কাজের জন্য পৃথক পৃথকভাবে এতদ্দ্বারা সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

ডিভিসি-র বোকারোতে ১/১৬″× ১½″ এম এস ফ্লাট বিডিং দ্বারা (বিডের প্রতি রানিং ফুটে অন্তত একটি আয়রন স্ক্রু দ্বারা ফ্রেমের সঙ্গে আঁটা সম্পূর্ণ) বিভিন্ন টাইপের আবাসিক কোয়ার্টার্সের জানলা/দরজায় জি আই ওয়েল্ডেড ১০ গেজ অয়ার মেশ ৪″×৪″-এর ব্যবস্থা ও লাগানো।

অনুমিত ব্যয় ৬০,৩৯৬, টাকা।

টেণ্ডারপত্র উপরোক্ত অফিসার কর্তৃক ২৩-৩-৭১ তারিখ বিকাল ৪টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উহার অব্যবহিত পরে ইচ্ছুক ঠিকাদার বা তাঁহাদের অনুমোদিত এজেন্টদের উপস্থিতিতে খোলা হইবে। বায়না হিসাবে ৬০৪, টাকা টেণ্ডারপত্রে উল্লেখিত যে-কোন পদ্ধতিতে জমা দিতে হইবে। প্রত্যেক টেণ্ডারপত্রের মূল্য ১০, টাকা (অফেরতযোগ্য)। টেণ্ডার খোলার তারিখে টেণ্ডারপত্র বিক্রয় করা হইবে না এবং টেণ্ডারপত্রের মূল্য বাবদ মনিঅর্ডার গ্রাহ্য হইবে না। (৩০৭৫ এ)

টেণ্ডার নোটিস

খাদি বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ

নির্বাহী আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ খাদি বোর্ড, পি-৮ হাইড লেন, কলিকাতা-১২, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে ১৯৭১-৭২ সালের নিম্নোক্ত কার্যের

টেণ্ডার

জন্য ২৯শে মার্চ '৭১ তারিখের মধ্যে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। (১) প্যাকিং দ্রব্য সমূহ, (২) সিল্ক ও সূতি খাদি কাপড়ের উপর রং করা ও বিভিন্ন ছাপার কাজ, (৩) টেলারিং কাজ। বিস্তারিত বিবরণ ও নির্দিষ্ট ফর্মের জন্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

টেণ্ডার

অর্ডার বণ্টিত হইতে পারে। যে কোন টেণ্ডার অংশত পুরাপুরি ভাবে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নহে। পর্ষদের অফিসে ১০০, টাকা (ফেরৎযোগ্য) জমা দেওয়ার রসিদ প্রতিটি টেণ্ডারের জন্য টেণ্ডারের সহিত জমা দিতে হইবে।
(২৮১৫)

টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি

No. 21&61|Sup(M)|70-71 Dated 10.3.71

চীফ কম্যাণ্ড্যাণ্ট, মানা গ্রুপ অফ ট্রানজিট সেণ্টারস মানা ক্যাম্প, রায়পুর, মধ্যপ্রদেশ কর্তৃক নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে মোহরাঙ্কিত টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

সামগ্রীসমূহের বিবরণী ও মোটামুটি সরবরাহের পরিমাণ:

হ্যারিকেন লণ্ঠন চিমনি ও পলিতা সমেত সম্পূর্ণ	স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ উত্তম কোয়ালিটি	২০,০০০টি

টেণ্ডারদাতাগণকে ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ বেলা তিনটার মধ্যে চীফ কমাণ্ড্যাণ্ট-এর অফিসের সাপ্লাই সেকশনে সীলকরা টেণ্ডার বাক্সে টেণ্ডার জমা করিতে হইবে এবং উক্ত দিবসেই বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় এক বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক চীফ কমাণ্ড্যাণ্টের কক্ষে সকল টেণ্ডারদাতাগণের সমক্ষে টেণ্ডার খোলা হইবে।

সর্তাবলী

১। সরবরাহ সামগ্রীর দরের মধ্যে সমস্ত প্রকার কর এবং ডেলিভারীর খরচ ইত্যাদি যোগ করিয়া মাল ট্রাক যোগে পাঠাইলে কেন্দ্রীয় গুদামঘর মানা ক্যাম্পে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। রেলযোগে মাল পাঠানো হইলে রায়পুর রেলওয়ে স্টেশনে (দঃ পূঃ রেলওয়ে) বুক করিতে হইবে। বিক্রয়কর হইতে অব্যাহতির জন্য এই অফিস হইতে 'ডি' ফরম দেওয়া হইবে।

২। টেণ্ডারদাতাগণকে টেণ্ডার জমা দেওয়ার সঙ্গে সামগ্রীর নমুনা (ফেরতযোগ্য নহে) অবশ্যই সিনিয়র এসিস্ট্যাণ্ট কমাণ্ড্যাণ্ট (সাপ্লাই)-এর নিকট জমা করিতে হইবে।

৩। টেণ্ডারদাতাগণকে টেণ্ডার জমা দেওয়ার সঙ্গে আয়কর পরিশোধ সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

৪। টেণ্ডারের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তদবির-তদারক নিষিদ্ধ। টেণ্ডারদাতা তদবির-তদারকের আশ্রয় গ্রহণ করিলে টেণ্ডার বাতিল করা হইবে।

৫। টেণ্ডার গ্রহণ করা এক বিভাগীয় কমিটির উপর নির্ভরশীল। উক্ত কমিটি নিম্নতম দরের টেণ্ডার গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে না এবং যে কোনও অথবা সমস্ত টেণ্ডার কোনও কারণ না দর্শাইয়া বাতিল করিবার ক্ষমতার অধিকারী। টেণ্ডারের প্রয়োজনীয় সর্তাবলীর যে কোনও একটি পূরণ করা না হইলে ঐ সমস্ত টেণ্ডার বাতিল করা হইবে।

৬। টেণ্ডারদাতাগণকে বায়না হিসাবে (Earnest money) ৪,০০০, চার হাজার টাকা নগদ কিংবা চীফ কমাণ্ড্যাণ্টের পক্ষে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, রায়পুর শাখার উপর ডিম্যাণ্ড ড্রাফট দ্বারা টেণ্ডার দাখিল করার সময় জমা প্রদান করিতে হইবে। বায়নার টাকা ব্যতীত কোনও টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে না। বিভাগীয় কমিটির সিদ্ধান্তের পরে অসফল টেণ্ডারদাতাগণের দাবীক্রমে বায়নার টাকা বিনা সুদে সাত দিনের মধ্যে ফেরৎ দেওয়া হইবে। সফল টেণ্ডারদাতার বায়নার টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট টাকার সহিত হিসাবে সামিল করা হইবে।

৭। সফল টেণ্ডারদাতাগণের ভারত সরকারের অনুমোদিত ফরম অনুযায়ী সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে প্রদেয় সরবরাহ সামগ্রীর মোট মূল্যের ৫% শতাংশ জমা করিতে হইবে।

৮। সফল টেণ্ডারদাতাগণের সাপ্লাই অর্ডার দেওয়ার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে সামগ্রী সরবরাহের জন্য এক অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে।

৯। নিকৃষ্ট ধরনের লণ্ঠনের টেণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করা হইবে।

১০। সম্পূর্ণ সামগ্রী সরবরাহের পর বিল জমা দেওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে বিলের টাকা মিটাইয়া দেওয়া হইবে। কোন অবস্থাতেই কোনও রকম আংশিক বিলের টাকা মিটানো হইবে না। (৩১১১/১)

টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি

No. 21&12&Sup(M)|70-71 Dated 10.3.71

চীফ কম্যাণ্ড্যাণ্ট, মানা গ্রুপ অফ ট্রানজিট সেণ্টারস মানা ক্যাম্প, রায়পুর, মধ্যপ্রদেশ কর্তৃক নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে মোহরাঙ্কিত টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

সামগ্রীসমূহের বিবরণী ও মোটামুটি সরবরাহের পরিমাণ:

মোটা রঙিন শাড়ী ২″ হইতে ৩″ চওড়া পাড় হ্যাণ্ডলুম অথবা মিলের প্রস্তুত	৪·৬০ মিঃ×১·১৫ মিঃ (৫ গজ×৪৫ ইঃ) ৩০ হইতে ৪০নং সুতা	২৮,৫০০ খানা (আটাশ হাজার পাঁচশতখানা)

টেণ্ডারদাতাগণকে ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ বেলা তিনটার মধ্যে চীফ কমাণ্ড্যাণ্ট-এর অফিসের সাপ্লাই সেকশনে সীলকরা টেণ্ডার বাক্সে টেণ্ডার জমা করিতে হইবে এবং উক্ত দিবসেই বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় এক বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক চীফ কমাণ্ড্যাণ্টের কক্ষে সকল টেণ্ডারদাতাগণের সমক্ষে টেণ্ডার খোলা হইবে।

সর্তাবলী

১। সরবরাহ সামগ্রীর দরের মধ্যে সমস্ত প্রকার কর এবং ডেলিভারীর খরচ ইত্যাদি যোগ করিয়া মাল ট্রাক যোগে পাঠাইলে কেন্দ্রীয় গুদামঘর মানা ক্যাম্পে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। রেলযোগে মাল পাঠানো হইলে রায়পুর রেলওয়ে স্টেশনে (দঃ পূঃ রেলওয়ে) বুক করিতে হইবে। বিক্রয়কর হইতে অব্যাহতির জন্য অত্র অফিস হইতে 'ডি' ফরম প্রদান করা হইবে।

২। টেণ্ডারদাতাগণকে টেণ্ডার জমা দেওয়ার সঙ্গে সামগ্রীর নমুনা (ফেরতযোগ্য নহে) অবশ্যই সিনিয়র এসিস্ট্যাণ্ট কমাণ্ড্যাণ্ট (সাপ্লাই)-এর নিকট জমা করিতে হইবে।

৩। টেণ্ডারদাতাগণকে টেণ্ডার জমা দেওয়ার সঙ্গে আয়কর পরিশোধ সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

৪। টেণ্ডারের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তদবির বা তদারক নিষিদ্ধ। টেণ্ডারদাতা কোনও প্রকার তদবির-তদারকের আশ্রয় গ্রহণ করিলে টেণ্ডার বাতিল করা হইবে।

৫। টেণ্ডার গ্রহণ করা এক বিভাগীয় কমিটির উপর নির্ভরশীল। উক্ত কমিটি নিম্নতম দরের টেণ্ডার গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে না এবং যে কোনও অথবা সমস্ত টেণ্ডার কোনও কারণ না দর্শাইয়া বাতিল করিবার অধিকারী।

৬। যে সমস্ত টেণ্ডারে প্রয়োজনীয় সর্তাবলীর যে কোনও একটি পূরণ করা না হইবে ঐ সমস্ত টেণ্ডার বাতিল করা হইবে।

৭। টেণ্ডারদাতাগণকে বায়না হিসাবে (Earnest money) ৫,৭০০, (পাঁচ হাজার সাত শত) টাকা নগদ কিংবা চীফ কম্যাণ্ড্যাণ্ট-এর পক্ষে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, রায়পুর শাখার উপর ডিম্যাণ্ড ড্রাফট দ্বারা টেণ্ডার দাখিল করার সময় জমা প্রদান করিতে হইবে। বায়নার টাকা ব্যতীত কোনও টেণ্ডারই গ্রহণ করা হইবে না। বিভাগীয় কমিটির সিদ্ধান্তের পরে অসফল টেণ্ডারদাতাগণের দাবীক্রমে বায়নার টাকা বিনা সুদে ৭ দিনের মধ্যে ফেরতযোগ্য। সফল টেণ্ডারদাতার বায়নার টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট টাকার সহিত হিসাবে সামিল করা হইবে।

৮। সফল টেণ্ডারদাতাগণের ভারত সরকারের অনুমোদিত ফরম অনুযায়ী সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে প্রদেয় সরবরাহ সামগ্রীর মোট মূল্যের ৫% শতাংশ জমা করিতে হইবে।

৯। সফল টেণ্ডারদাতাগণের সাপ্লাই অর্ডার দেওয়ার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে সামগ্রী সরবরাহের জন্য এক অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে।

১০। সামগ্রী সরবরাহের পর বিল জমা দেওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে বিলের টাকা মিটাইয়া দেওয়া হইবে। কোনও অবস্থাতেই কোন প্রকার আংশিক বিলের টাকা পেমেণ্ট করা হইবে না। (৩১১১/২)

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভায়ও একই চিত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রার্থী দ্বৈপায়ন সেনকে পরাজিত করে সি পি এম প্রার্থী সরোজ মুখারজি নির্বাচিত হয়েছেন। দারজিলিংএ নির্দল প্রার্থী ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু পরাজিত হয়েছেন, নির্বাচিত হয়েছেন সি পি এম নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণ। গত ১৯৪৬ সালে আইন পরিষদে যে দুজন কমিউনিস্ট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করতে পারেননি।

বালুরঘাট কেন্দ্রে নির্বাচিত হয়েছেন নব কংগ্রেসের রসিকলাল বর্মণ।

কোচবিহার থেকে নির্বাচিত হয়েছেন নব কংগ্রেসের শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরী। শ্রীদাসচৌধুরী গত লোকসভায় ছিলেন ফরওয়ারড ব্লকের এম-পি। সম্প্রতি তিনি নব কংগ্রেসে যোগ দেন।

কলকাতায় শ্রীঅশোক সেন (নব কং) এগিয়ে আছেন ৫০ হাজার ভোটে। অন্য কেন্দ্রে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুনসিও (নব কং) চার হাজার ভোটে এগিয়ে আছেন।

ব্যারাকপুর কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী মহঃ ইসমাইল সি পি আই-এর শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর চেয়ে ১৬ হাজার ভোটে এগিয়ে থাকেন। বারাসতে এগিয়ে থাকেন সি পি আই-এর ডাঃ রণেন সেন। তমলুক কেন্দ্রে সি পি আই প্রার্থী অরুণা আসফ আলি বাংলা কংগ্রেসের সতীশ সামন্তের চেয়ে ১৪ হাজার ভোটে এগিয়ে আছেন। গণনা এখনও বাকি।

বোলপুর ও বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে এগিয়ে আছেন সি পি এমের ডঃ শরদীশ রায় ও শ্রীগদাধর সাহা।

উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রেও এগিয়ে আছেন সি পি এমের শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ৪০ হাজার ভোটে।

বহরমপুর: মোট ভোট ৫,৪৮,৮৩৮
প্রদত্ত—৩,১২,৩০২
বাতিল—১৬০৫৭
ত্রিদিব চৌধুরী (আর এস পি)—৭৫৩১৬ নির্বাচিত
রেজাউল করিম (নব কং) ৬৪,৫৫৬
খোন্দকার নজরুল হক (মুঃ লীগ) ৫৮২৬২
সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য (সি পি এম) ৪৫,৯৭৭
খোদা বক্স (নি) ৩০,৭৫২
(কার দখলে ছিল : ত্রিদিব চৌধুরী—আর এস পি)

বর্ধমান: মোট ভোট ৫,৭৭,৫১২
প্রদত্ত—৩,৭২,০৪০

সিদ্ধার্থশংকর রায়

বাতিল—১২,৯৭৯
সোমনাথ চ্যাটার্জি (সি পি এম) ২,০৩,৬৪৫ নির্বাচিত
ভোলানাথ সেন (নব কং) ১,৩৯,৫৬৫
দাশরথী তা (আদি কং) ১৫,৮৫৫
(কার দখলে ছিল : এন সি চ্যাটার্জি—সি পি এম)

দারজিলিং: মোট ভোট ৪,৯৪,৫০৪
প্রদত্ত—২,৬৮,৯৩১
বাতিল—১৪,৬১৮
রতনলাল ব্রাহ্মণ (সি পি এম) ৮৪,৪০৮ নির্বাচিত
ডাঃ জি এস গুরুং (গোরখা লীগ) ৭২,১০১
ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু (নির্দল) ৬৬,০৩৫
ঠাকুর প্রসাদ (নি) ১৬,৯৪৬
অমলকুমার ভট্টাচার্য (পি এস পি) ১৪,৭৯৩

মুর্শিদাবাদ: মোট ভোট ৪,৯৮,৫৮২
প্রদত্ত—২,৮৭,৯৯৯
বাতিল—১৫,৩৯৪
আবুতালেব চৌধুরী (মুঃ লীগ) ৯৩,৭১৬ নির্বাচিত
সৈয়দ বদরুদ্দোজা (এফ এম ও এম—ইউ এল এফ) ৭৩,৩৩৪
সৈয়দ কাজেম আলি মিরজা (নব কং সমর্থিত) ৪৫,৩০৭
কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায় (জঃ সঃ) ৪৩,৬৪১
শৈলেন অধিকারী (এস এস পি) ১৬,৬০৭
(কার দখলে ছিল : সৈয়দ বদরুদ্দোজা)

রায়গঞ্জ
সিদ্ধার্থশংকর রায় (নব কং) ১,৪৭,৩৬০
সুবোধ সেন (সি পি এম) ৮৩,৩৫৩
নির্মল বসু (ফঃ বঃ) ৩৪,৯৫৬
সলিমুদ্দিন (পি এস পি) ১২,৭৪৬
মুজাফ্‌ফর হোসেন (আদি কং) ১৮,৯৬২
[কার দখলে ছিল : চপলাকান্ত ভট্টাচার্য (কং)]

কাটোয়া: মোট ভোট ৫,৩০,৭৫২
প্রদত্ত ভোট—৩,৬৯,৭৩৭
বাতিল—১২,৯৯৬
সরোজ মুখারজি (সি পি এম) ২,১০,৪২২ নির্বাচিত
দ্বৈপায়ন সেন (নব কং) ১,৪১,৯৩৫
ভক্তচন্দ্র রায় (আদি কং) ১৭,৩৮০
[কার দখলে ছিল : দ্বৈপায়ন সেন (কং)]

আরামবাগ
মনোরঞ্জন হাজরা (সি পি এম) ১,৩৭,৮৪২ নির্বাচিত
প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (আদি কং) ৫৮,৯২৮
শান্তিমোহন রায় (নব কং) ১,১৫,৬২২
শশাঙ্ক বসু (ফঃ বঃ) ২৫,১৪৪
[কার দখলে ছিল : অমিয়নাথ বসু (ফঃ বঃ)]

বালুরঘাট
রসেন্দ্র বর্মণ (নব কং) ১,৫৯,৮৯৬ নির্বাচিত
পলাশ বর্মণ (আর এস পি) ৫৪,৬১২
যতীন্দ্রনাথ প্রামাণিক (আদি কং) ১১,৭৮৪
পীযূষকান্তি দাস (সি পি এম) ৭৪,৬১৮
জীবনকৃষ্ণ বিশ্বাস (সি পি আই) ৩৫,১৪০
[কার দখলে ছিল : যতীন্দ্রনাথ প্রামাণিক (কং)]

জঙ্গীপুর—মোট ভোট ৫,৫৬,৯২৩
প্রদত্ত—৩,১৭,৩১৯
বাতিল—১৬,৭৩৫

ত্রিদিব চৌধুরী

লুৎফল হক (নব কং) ১,০৪,১৭০
বরুণ রায় (আর এস পি) ৫৪,৮১৪
জয়নাল আবেদিন (সি পি এম) ৫৩,০২৬
এ খাজিকুল আলম (মুঃ লীগ) ৪৪,২১১
সুকোমল দাশগুপ্ত (এস ইউ সি) ২৮,৩৮৪
টি এ নুরন্নবি (আদি কং) ৯,৪০৩
কৃষ্ণকুপাল সাতিয়ার (নি) ৪,০২৩
এম এ হাসান আলহাজ (নি) ২,৫৫৩
[লুৎফল হক (নব কং)]

এছাড়া নির্বাচিত:
পুরুলিয়া—দেবেন্দ্র মাহাতো—নব কং
কোচবিহার (তপঃ)—বিনয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরী—নব কং

তুফান একসপ্রেস লাইনচ্যুত : ১০ জন আহত

স্টাফ রিপোর্টার

শনিবার অপরাহ্ণ ২টা ৪০ মিনিটে হাওড়া থেকে ২৯৫ কিলোমিটার দূরে পূর্ব রেলের মধুপুর স্টেশনের কাছে দিল্লি-হাওড়া তুফান (ডাউন) একসপ্রেসের সাতটি বগি লাইনচ্যুত হলে দশজন যাত্রী আহত হন।

তাঁদের মধ্যে পাঁচজনকে প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। আর গুরুতর আহত নিম্নোক্ত পাঁচ জনকে প্রথমে মধুপুর হাসপাতালে এবং পরে আসানসোল রেল হাসপাতালে পাঠানো হয়:—শ্রীজলিল (২৮)—তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট; রেলের ২ জন কর্মী শ্রীআবদুল মোতিন এবং শ্রীপালোয়ান; সুসির মা (৪৫); এবং আলাউদ্দিন (২২)। শেষোক্ত দুজনের কাছে রেল টিকিট পাওয়া যায়নি বলে রেলসূত্রে জানানো হয়।

এই দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি; তবে পয়েনটস-এর গোলমাল এর মূলে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এর পর ডাউন মেন লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। দুর্ঘটনায় পতিত ট্রেনের যাত্রীদের সমস্তিপুর-শিয়ালদা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা হয়।

বুরহানপুরের (ভূপাল) অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক

ভূপাল, ১৩ মারচ—আজ সন্ধ্যায় এখানে পাওয়া সরকারী প্রতিবেদনে প্রকাশ, বুরহানপুর শহরের অবস্থা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। হোলী উপলক্ষে এখানেই গতকাল হাঙ্গামা বেধেছিল।

গতকাল বেলা ২টায় ১৮ ঘণ্টার কারফ্যু জারি হওয়ার পর আর কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবু সতর্কতার জন্য আগামীকাল সকাল ৮টা পর্যন্ত কারফ্যু মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। —পি, টি আই

আদি কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির ঘরোয়া বৈঠক

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৩ মারচ—অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ফল এবং বিশেষ করে আদি কংগ্রেসের বিরাট বিপর্যয় নিয়ে আজ এখানে আদি কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির ঘরোয়া বৈঠক আলোচনা করা হয়।

কয়েকজন সদস্য নাকি অভিযোগ করেন, নির্বাচনে নব কংগ্রেসের এই বিরাট দায় অর্থের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে।

আগামীকাল আবার ঘরোয়া বৈঠকে এই আলোচনা চলবে।

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেন, ওয়ারকিং কমিটি আগামীকাল সন্ধ্যায় নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে আলোচনা করবেন। তিনি জানান, দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে ওই সময় আলোচনা করা হবে।

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ছাড়া আজকের ঘরোয়া বৈঠকে শ্রীদেশাই, শ্রীঅশোক মেটা, শ্রীরাজেশ শর্মা, শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ, মতী সারদা মুখারজি, শ্রীনারেক নিম্বলকর, শ্রীরাম সহায়, ডঃ অলভা, শ্রীসাদিক আলি, শ্রী এস ডি মিশ্র ও শ্রীরবীন্দ্র বর্মা।

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা আজ সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন যে, আদি কংগ্রেস একটি সর্বভারতীয় দল হিসাবেই কাজ চালিয়ে যাবে।

তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বলেন, বিরাট বিপর্যয়ের জন্য দল ভেঙে দেওয়ার কোন কথাই ওঠে না। তিনি বলেন, তাঁর দল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস হিসাবেই চলবে এবং এর সদর দফতর হবে দিল্লির ৭, জনতর মনতর রোডে।

সাংবাদিকদের প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গে কয়েকজন আদি কংগ্রেস নেতা নাকি বলেছেন, আদি কংগ্রেসের সম্পত্তি এখন নব কংগ্রেসের হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

—এই ধরনের ব্যাপার সম্ভব নয়।

তাঁর দলের কোন নেতা এই বিলের কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন না।

ইন্দিরা জাল

আজকের আদি কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির ঘরোয়া বৈঠকে ইন্দিরা-জাল বলে একটি নতুন শব্দ সৃষ্টি করা হয়।

বিশেষ করে দলের সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার রাজ্য মহীশূরে নব কংগ্রেসের বিরাট জয়ের কোন রকম কারণ খুঁজে না পেয়ে একজন সদস্য ইন্দ্রজাল (ম্যাজিক) শব্দটি একটু পরিবর্তন ঘটিয়ে বলেন ইন্দিরা-জালই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

বাসা বদল

এতদিন আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ৬, জনপথে ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি মহীশূর ভবনে উঠে যাচ্ছেন। সেখানে তিনি দিন পনের থাকবেন বলে ভাবছেন।

৬নং জনপথের বাড়িটি বাতিল লোকসভার সদস্য ও তাঁর জামাই শ্রীরাজশেখরনের নামে বরাদ্দ। ইনি এবার হেরেছেন। সুতরাং ১৫ মারচের মধ্যে বাড়িটি ওঁর ছেড়ে দেওয়ার কথা।

ন্যাশনাল ট্যানারী
এবার
নিজ কারখানায় প্রস্তুত
হরেক রকম জুতা
বাজারে ছাড়ছেন!
উৎকৃষ্ট চামড়া দিয়ে আধুনিকতম যন্ত্রে তৈরী এই জুতাগুলি যে বাজারের সেরা তা সকলেই বুঝবেন।
যাঁরা ডিষ্টিবিউটর, ডীলার বা স্টকিস্ট হতে ইচ্ছুক
তাঁরা সত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন
দি ন্যাশনাল ট্যানারী কোং লিঃ
ফুটওয়ার ডিভিশন
১, মিডলটন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
FNTF.IB 71

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৩৭৭

দিনের বাণী

তাঁকে চিন্তা করলে অচৈতন্য! যে চৈতন্যে জড় পর্যন্ত চেতন হয়েছে, হাত-পা শরীর নড়ছে! বলে শরীর নড়ছে, কিন্তু তিনি নড়ছেন জানে না! বলে জলে হাত পুড়ে গেল। জলে কিছু পোড়ে না। জলের ভিতর যে উত্তাপ, জলের ভিতর যে অগ্নি তাতেই হাত পুড়ে গেল!

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

পঞ্চাশে পদার্পণ

‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ পঞ্চাশে পদার্পণ করিল। পাঁচ দশক আগে এমনই এক আন্দোলিত ফাল্গুনের দিনে তাহার আবির্ভাব। জাতি তখন শৃঙ্খলিত, পরপদানত। দিকে দিকে শিকল-ছেঁড়ার গান। উদ্বেলিত আকাশ বাতাস। জাতীয় জীবনের সেই বিস্ময়কর বসন্তেরই স্মারক এই পত্র। জন্ম হইতেই সে সংগ্রামী, জাগ্রত জাতির সহযোদ্ধা। এ জন্য নানাভাবে অনেক মূল্য দিতে হইয়াছে এই পত্রিকাকে, জনতার অনুরাগের মতোই নিয়ত ভাগ্যে জুটিয়াছে রাজরোষ। ‘আনন্দবাজার’ তাহাতে বিন্দুমাত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। বরং শাসককুলের তিরস্কারকেই গ্রহণ করিয়াছে পুরস্কার হিসাবে। তাহার কৈশোর এবং যৌবন অকুতোভয় এক সংগ্রামীর জীবন। সেদিনের ‘আনন্দবাজারে’র জীবনকথা আজ জাতীয়-সংগ্রামের এক বিশিষ্ট অধ্যায়। ত্যাগে সমুজ্জ্বল, সংকল্পে অটল। অর্ধ শতক পরে আজ সগর্বে আমরা সে-কাহিনী স্মরণ করি। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি আমাদের মহান পূর্বসূরীদের।

‘আনন্দবাজারে’র ঐতিহ্য সংগ্রামের, স্বাধীনতার, জাতীয়তার। সে-দিক হইতে অবশ্যই সে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম শরিক। কিন্তু ভঙ্গীতে সে বরাবরই একটু বিশিষ্ট। অন্তে জাতীয়তার মহাসাগরে গিয়া লীন হইলেও ‘আনন্দবাজার’ একটি স্বতন্ত্র ধারা। রাজনীতির মতোই তাহার কাছে সমান মূল্যবান সমাজ এবং সংস্কৃতি। এক কথায় তাহার সাধনা ছিল জাতীয়তার সামগ্রিক বিকাশ। সেই ধারা আজও অব্যাহত। সংবাদ-সংগ্রহে, পরিবেষণায়; রচনায়, রুচিতে, ভঙ্গীতে ‘আনন্দবাজার’ শুধু বিশিষ্ট নহে, সকলে একবাক্যে বলেন—অদ্বিতীয়। ‘আনন্দবাজারে’র এই গৌরব বস্তুত সমগ্র বাঙালী-সমাজের গৌরব। ‘আনন্দবাজার’ তাহারই আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার প্রতীক। আমরা জানি, এই সাফল্যের উৎস পাঠকের ভালবাসা আর আস্থা। সেই বলেই পঞ্চাশেও ‘আনন্দবাজার’ আজ তরুণ; বার্ধক্যের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই তাহার অঙ্গে কিংবা আচরণে। পাঠকের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

কাল পরিবর্তনশীল। গত ঊনপঞ্চাশ বছরে ভারতের জন-জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অস্থিরতা এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই, হয়তো দেশের ভাগ্য আরও পরিবর্তিত হইবে। সেটাই নিয়ম। স্থিতিতে বিশ্বাসী হইলেও ‘আনন্দবাজার’ কোনও দিনই স্থবিরের পূজারী নহে। সে চিরকাল নূতনের অগ্রদূত। প্রগতির বিরুদ্ধতা আমাদের ধর্ম নহে, আমাদের ধর্ম—স্বদেশের কল্যাণ। পরিবর্তন মাত্রই শ্রেয় এবং কল্যাণকর এই তত্ত্ব আমরা স্বীকার করি না। অন্তে যাহা অশুভ, অনিষ্টকর, আপাতদৃষ্টিতে তাহা মনোহর হইলেও ‘আনন্দবাজার’ তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে নাই। এজন্য তাহাকে লাঞ্ছনাও কম ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ‘আনন্দবাজার’ এখনও সমান নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং আদর্শনিষ্ঠ। ‘আনন্দবাজার’ বাক্-স্বাধীনতার অধিকারকে যেমন পবিত্র বলিয়া মনে করে তেমনই তাহার কাছে সমান পবিত্র সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। জন্মদিনে আমাদের প্রার্থনা এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনে আমরা যেন মুহূর্তের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত না-হই। যাহা স্থূল, যাহা হীন, যাহা ঘৃণ্য, যাহা আত্মঘাতী এবং অমানবিক, তাহার বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ে আমাদের কলম যেন কখনও পিছু না হঠে। ‘আনন্দবাজার’ যেন পঞ্চাশের পরেও চিরকালের মতো ‘আনন্দবাজার’ই থাকে।

অশোভন

দ্বন্দ্বে জয়-পরাজয় দুই-ই আছে—তা সে দ্বন্দ্ব খেলারই হউক আর প্রণয়েরই হউক, নির্বাচনেরই হউক আর রণক্ষেত্রেরই হউক। তবে খেলার দ্বন্দ্ব সমান-সমান হইতেও পারে, কিন্তু অন্যত্র তাহার অবকাশ নাই। রণে-প্রণয়ে-নির্বাচনে হয় হার, নয় জিত—মাঝামাঝি কিছু তো সেখানে দেখা যায় না। প্রেমে ব্যর্থ হইলে অনেকে বিবাগী হইয়া যায়, কেহ কেহ আত্মঘাতীও হয়, বিস্তর লোকে আবার সব ভুলিয়া গিয়া দিব্য অপরকে বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার করে। রণে হারিলে চরম বিপত্তিও ঘটিতে পারে, আবার দিন কতক পরে নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের মহড়া লওয়া যাইতে পারে। নির্বাচনের ফলশ্রুতিও কতকটা একই রকমের। নির্বাচনে তেমন-তেমন ক্ষেত্রে পরাজয় ঘটিলে কাহারও কাহারও রাজনৈতিক জীবনের উপর পরিসমাপ্তির যবনিকা নামিয়া আসে। আবার কেহ কেহ হাল ছাড়িয়া না দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট হইতে বিজয়মাল্য কাড়িয়া লইবার সুযোগ খোঁজে উপনির্বাচনে কিংবা পরের দফা নির্বাচনে।

নির্বাচনে যে হারে তাহার তো বটেই, তাহার দলপতিরও মাথা কাটা যায় গভীর লজ্জায়, পরাজয়ের গ্লানিতে। তাই বলিয়া তাঁহাদের মাথা খারাপ হইবে কেন? সন্দেহ হইতেছে পরাজিত কোনও কোনও দলীয় নেতার তাহাই বুঝি হইয়াছে। নহিলে তাঁহারা এমন সব অসংলগ্ন কথা বলিতে শুরু করিবেন কেন? চার দলের জোটের নির্বাচনে যে শোচনীয় পরাজয় হইয়াছে তাহাতে সে জোটের নেতারা বিলাপ করিলে কেহ বিস্মিত হইত না, কিন্তু তাঁহারা প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিবেন এমনটা কেহ আশা করে না। অথচ নির্বাচনে নব-কংগ্রেসের অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়া আদি-কংগ্রেসের প্রধান শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এবং তাঁহারই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া স্বতন্ত্র-প্রধান শ্রীরাজাগোপালাচারি যে মন্তব্য করিয়াছেন সে তো প্রায় প্রলাপের মতোই শোনাইয়াছে। পরাজয়ের বেদনাতেও অমন ধরনের কথা তাঁহাদের মুখ হইতে বাহির হওয়া সঙ্গত হয় নাই। তাহাতে না বাড়িয়াছে তাঁহাদের মর্যাদা, না দলের।

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার ধারণা, এবারের নির্বাচন নাকি সোজা পথে চলে নাই অর্থাৎ বাঁকা করিয়া তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহার নির্গলিতার্থ হইতেছে—নির্বাচনে এবার কিছু কারচুপি ছিল। সে অভিযোগের সমর্থন করিয়াছেন শ্রীরাজাগোপালাচারি। তাঁহার মতে এবারের নির্বাচনে গণতন্ত্র ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কথাটা অনেকটা নাচিতে না জানিলে উঠানকে দোষ দেওয়ার মতো শুনাইতেছে। নির্বাচকমণ্ডলীর মন পাইবার সাধনা নির্বাচনের আগে সকল দলই করিয়াছে। সে সাধনায় সকলেই ব্যর্থ এক নব-কংগ্রেস ছাড়া। তাহার ডাকে লক্ষ লক্ষ নরনারী যে-ভাবে সাড়া দিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। তাহাতে পরাজিত দলগুলি বেদনা ও লজ্জা বোধ করিতে পারে। কিন্তু ইহাতে নির্বাচন সম্বন্ধে কটাক্ষ করিবার কী আছে? দুই-একটা কেন্দ্র সম্পর্কে অভিযোগ উঠিলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু যে নির্বাচনে পাঁচ শতর উপর আসনের জন্য লড়াই চলিয়াছে সেখানে ‘ব্যাপকভাবে চালাকি করা হইয়াছে—এ কথা অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয়।

মনে হইতেছে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এবং শ্রীরাজাগোপালাচারি এই শোচনীয় পরাজয়ের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তাই আঘাতটা তাঁহাদের বুকে বড় বেশী বাজিয়াছে। তাই তাঁহারা অমন কলঙ্ককর ইঙ্গিত দিয়াছেন এক রকম আত্মহারা হইয়া। তাঁহাদের খেয়াল নাই তাঁহারা কলঙ্কের ডালি তুলিয়া দিতেছেন সেই ভোটারদের মাথায়, যাঁহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে পুড়িয়া শারীরিক কষ্টকে তুচ্ছ করিয়া মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়াছেন। গণতন্ত্রে এ দেশের সাধারণ নাগরিকের যে নিষ্ঠা তাহার তুলনা বিশ্বের প্রথম সারির গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও মেলে না। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ও শ্রীরাজাগোপালাচারির মতো প্রবীণ রাজনীতিকরাও যদি পরাজয়ের আঘাত হাসিমুখে সহ্য করিতে না পারেন তাহা হইলে তো বড়ই আশঙ্কার কথা। এ ব্যাপারে শ্রীমিনু মাসানির আচরণ বরঞ্চ শোভন ও সঙ্গত। অকুণ্ঠচিত্তে জনগণের রায় তিনি মানিয়া লইয়াছেন। তেমন করাই অন্যদেরও উচিত ছিল। গণতন্ত্রে তাহাই নিয়ম। নির্বাচনে হারিলে কেহ অযথা রুষ্ট হয় না, জনগণের সিদ্ধান্তকে মাথা পাতিয়া লয়। নহিলে জনমতের কোনও মূল্য থাকে না।

শিল্পাঞ্চলে, গ্রামাঞ্চলে — প্রাধান্য কার?

স্টাফ রিপোর্টার

শিল্পাঞ্চলে প্রাধান্য এবারও সি পি এম-এর। গ্রামাঞ্চলেও সি পি এম-এর ক্ষতি যেমন হয়েছে, লাভও হয়েছে বিশেষ বিশেষ জেলায়। যেমন বর্ধমান ও বীরভূমে সি পি এম একই সঙ্গে ধনী-কৃষক এবং অন্যদিকে গরীব বরগাদারদের সমর্থন পেয়েছে। আবার অন্যান্য জেলায় সি পি এম-এর শক্তি হ্রাস পেয়েছে, পশ্চিম দিনাজপুর থেকে একটি আসনেও জয়ী হতে পারেনি।

সেদিক থেকে লাভ নব কংগ্রেসের। ২৪ পরগণার শিল্পাঞ্চলে গতবার কংগ্রেস আসনও পায়নি। এবার ভাটপাড়ার আসন সি পি এম-এর হাত থেকে চলে গেল। ওদিকে বর্ধমানের জামুরিয়ার আসন কংগ্রেসের হাত থেকে গেল সি পি এম-এর হাতে। নব কংগ্রেস পেয়েছে বর্ধমানে এস এস পি'র কুলটির আসন এবং সি পি আই-এর গারডেনরীচ ও শ্রীরামপুরের আসন।

বিধানসভার ২৪০টি আসনের মধ্যে শিল্পাঞ্চলের আসন ধরা যায় ৩০টি। এর মধ্যে নব কংগ্রেসের দখলে গেল ৩টি, বাকি ২৭টি সি পি এমের।

যুক্তফ্রন্টের আমলে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা মিলিত-ভাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে। যেমন পাট-কল, ইনজিনিয়ারিং, চা এবং সুতাকল শ্রমিকদের লাগাতর ধর্মঘটের ফলে শ্রমিক-কর্মচারীরা কিছু কিছু দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়। শ্রমদফতর ছিল সি পি এমের হাতে। এই আন্দোলন থেকে লুপ্ত যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে। এর থেকে এ আই টি ইউ সি থেকে সি পি এম বেরিয়ে যায় এবং নতুন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সি আই টি ইউ গড়ে ওঠে। সি পি এমের দাবি, সি আই টি ইউ-এর সদস্য সংখ্যা অন্তত দশ লক্ষ। এটা ঠিক যে, সি আই টি ইউ গঠিত হবার পর এ আই টি ইউ সি'র শক্তি অনেক কমে গিয়েছে। তা ছাড়া সি পি এম গত ১৯৬৯ সালের আগসটে পলিট ব্যুরোর বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে রাজনৈতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। তারপর দুর্গাপুরে লাগাতর ধর্মঘট ডাকা হয়। বারদিন চলার পর ধর্মঘট বিনাশর্তে প্রত্যাহার করা হয়।

কিন্তু সি পি এম এই ধর্মঘটের ব্যর্থতা স্বীকার না করে সংগঠন আরও শক্তিশালী করার এবং কংগ্রেস ও আট পারটিকে আক্রমণ করে চলার নীতি গ্রহণ করে। অনেকে ধরে নিয়েছিলেন দুর্গাপুর এবং শ্রীপুর কয়লাখনি অঞ্চলে শ্রমিক কর্মচারী ধর্মঘটের ‘ব্যর্থতা’ এবং শরিকী সংঘর্ষের ঘটনার পর সি পি এমের প্রতি জনসমর্থনে ভাটা পড়ে যাবে। কিন্তু তা যে হয়নি প্রমাণ নির্বাচনী ফলাফল। সি পি আই ও এস এস পি শিল্পাঞ্চল থেকে মুছে গেছে। আসানসোল লোকসভা আসনটিও এবার এস এস পি'র হাত থেকে সি পি এমের হাতে গেল। শ্রীরামপুর গেল আদি কংগ্রেসের থেকে সি পি এম-এর হাতে।

গ্রামাঞ্চলে পশ্চিম দিনাজপুরে, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ জেলায় সি পি এমের শক্তি কমেছে। কিন্তু বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি ও হাওড়ায় শক্তি বেড়ে গিয়েছে। সি পি এম বর্ধমানে এস এস পির খণ্ডঘোষ, বাংলা কংগ্রেসের ফরিদপুর, কংগ্রেসের কাটোয়া হুগলিতে ফরোয়ারড ব্লকের গোঘাট আসন পেয়েছে। বীরভূমে বোলপুর এবং রাজনগর আসন এবার সি পি এমের হাতে এসেছে। সি পি এমের হাতছাড়া হয়েছে বীরভূমের ময়ূরেশ্বর এবং হুগলির সিঙ্গুর। দুটিই পেয়েছে সি পি আই।

সব মিলিয়ে দেখা যায়, সি পি এম প্রধানত ধনী কৃষকদের সঙ্গে রায়তদের সমঝোতার ফলে সি পি এমের লাভ হয়েছে। কিন্তু গরীব কৃষক অঞ্চলে সি পি এমের তুলনায় লাভ বেশি নব কংগ্রেসের।

এবার কোন্ দল কত আসনে লড়ছেন

[রাজ্য বিধানসভা//২৪০]

সি পি এম	২৩৮
নব কংগ্রেস	২৩৪
আদি কংগ্রেস	২২৩
বাংলা কংগ্রেস	১৩৫
সি পি আই	১১০
ফরোয়ারড ব্লক	৫৩
আর এস পি	৪০
এস এস পি	২৫
জনসংঘ	২৪
পি এস পি	১৭
মুসলিম লীগ	৭০
লোকসেবক সংঘ	১১
পি এস পি (বিদ্রোহী)	১৭
গোরখা লীগ	৪
আর সি পি আই (দাস)	৩
আর সি পি আই (কুমার)	৩
বলশেভিক পারটি (বরদা গ্রুপ)	২
ওয়ারকারস পারটি	৩
ফরোয়ারড ব্লক (মাঃ)	৩
বিপ্লবী বাং কং	৯
বলশেভিক পারটি (নেপাল)	২
হিন্দু মহাসভা	৫
অন্যান্য ও নির্দল	১৬৮
মোট প্রার্থী	১৩৯৯

[উঁখরা, শ্যামপুকুর ও দমদম কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত। ওই কেন্দ্রের প্রার্থী তের এবং গঙ্গারামপুর কেন্দ্রের সি পি আই প্রার্থী মৃত। ওই সংখ্যাও উপরের তালিকার অন্তর্গত।]

উত্তেজনা কম, উদ্বেগ বেশি

বিশেষ প্রতিনিধি

উত্তেজনা শহরের আকাশে বাতাসে, উদ্বেগ নাগরিকদের মনে।

সন্ধ্যার পর রাস্তাঘাট অস্বাভাবিক রকম ফাঁকা। দোকানপাট খোলা তবে ভিড় কম। মাঝে মাঝে বেতারের খবর শোনবার জন্য পানের দোকানের সামনে ভিড়। মাঝে মাঝে স্বগতোক্তি। ‘একেবারে নেক টু নেক।’ ‘নাঃ, এবারও দেখছি স্টেবল মিনিস্ট্রি হল না।’ ‘বর্ধমান দেখিয়ে দিল শুধু প্রচারে কিছু হয় না।’ ‘বর্ধমানই ডুবিয়ে দিল।’ ইস, আদি আর বাংলা কংগ্রেস এভাবে ভোট ভাগ না করলে......।

শহরে ১৪৪ ধারা। তাই কোথাও কোন জটলা নেই। দু' বছর আগে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময় সংবাদপত্র অফিসের সামনে সেই কল্লোলিত জনসমুদ্রের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে প্রার্থীর জয়-পরাজয় মনোমত না হলে জনসমুদ্র ফুলেছে, ফুঁসেছে, ধিক্কার দিয়েছে। আবার বিজয়ের আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে। কারা যেন সেবার আমাদের উপহার দিয়েছিল সন্দেশের একটা প্যাকেট—সু-সংবাদের জন্য।

সেবার বিজয় মিছিল বেরিয়েছিল। হোলি নয় তবু বিজয়ী প্রার্থীর চুল আবিরে রাঙা। মনে পড়ছে একজন সদ্য নির্বাচিত প্রার্থী। সেবার হেসে বলেছিলেন, ‘ইট ইজ এ মোর দ্যান হোলি।’

আর এবার? পরাজয়কে যেমন নিঃশব্দে বরণ করছেন প্রার্থীরা, জয়ের আনন্দকেও তেমনি কর্মীরা সংযমের বাঁধ দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম কলকাতা কালেকটরেটে ভোট গণনা কেন্দ্রে। সেবার প্রথম দু' রাউণ্ড বিজয় ঘোষণার পরই বিজয়ী দলের ছেলেরা নিউ মারকেটে ছুটেছিল ফুলের মালা কিনতে। ব্যানড পারটি এক ঘণ্টার নোটিশেই হাজির।

তবু ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি নাগরিকই এই নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে প্রচণ্ডভাবে আগ্রহী। এইতো সাত সকালেই বাড়িতে ফোন পেলাম, এক কলেজের অধ্যক্ষ ফোন করছেন, বরানগরের খবর কিছু বলতে পারেন? তখনও কোন খবর হাতে আসেনি। সেকথা জানাতেই তিনি নিরুৎসাহ হলেন। উত্তেজনা আর এক মুহূর্তও বাধা মানছে না। সারা রাজ্য সারা দেশ বরানগরের দিকে তাকিয়ে আছে। শনিবার যেখানে গিয়েছি সেখানে ওই একই প্রশ্ন : বরানগরের খবর কিছু বলতে পারেন?

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এবারের ফলাফল যেন এক রুদ্ধশ্বাস নাটকের মত। নাটক দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে ক্লাইম্যাকসের দিকে। কখনও মনে হচ্ছে নব কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। আবার এক ঘণ্টা পরেই ছবি পালটে যাচ্ছে। নব কংগ্রেস দুটি আসন পাচ্ছে তো সি পি এম আর আর একটি আসনে এগিয়ে যাচ্ছে।

গিয়েছিলাম সিটিওতে। কোলাপসিবল গেটের বাইরে কিছু কিছু কৌতূহলী মানুষের ভিড়। ভেতরে যেন হাট বসে গিয়েছে। তার মধ্যে সংবাদ সংগ্রহকারী সাংবাদিকেরা বিব্রত। শোনা গেল, এত ভিড় ডাক তার বিভাগের কর্মীদের। যাঁরা নির্বাচনী সংবাদ সংগ্রহ করে সংবাদিকদের পরিবেষণ করছেন তাঁরাও উত্তেজনার আগুন পোহাচ্ছেন। অবশ্য যেসব রিপোরটরেরা ওখানে বসে, তাঁরা নির্বিকার। টেলেকসে খবর আসছে। আসছে রাজ্য সরকারের বেতারে। সেখান থেকে পাঠানো হচ্ছে সিটিওতে। ভারত সরকারের তথ্য বিভাগ সঙ্গে সঙ্গে কাগজে লিখে সে খবর রিপোরটারদের হাতে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন। তাঁরা হট-লাইনে সেসব খবর পাঠাচ্ছেন নিজেদের অফিসে। ও'রা বসে আছেন দীর্ঘ প্রতীক্ষায়। কখন পরবর্তী খবর আসবে। গল্প করছেন নিজেদের মধ্যে। অবশ্য সেসব গল্প অনির্বাচনীয়।

ইয়াহিয়ার প্রতি মুজিবের “না”

এই বাংলার ভাগ্য আর ভবিষ্যৎ নিয়ে জনমানসে এখন এতই ঔৎসুক্য যে, ঠিক এই মুহূর্তে ঐ বাংলার—বৃহত্তর বাংলার তথা “বঙ্গদেশে”র—কথা যেন বিস্মৃত।

তবু আমাদের পাক-রাজনীতির ভাষ্যকার বিশ্বস্ত সূত্রে যে সংবাদ সংগ্রহ করেছেন তা সংক্ষেপে পরিবেশিত হোল।

মিটমাটের সূত্র হিসাবে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া হয়তো শেখ মুজিবরকে একটি “অন্তর্বর্তীকালীন ক্যাবিনেটে”র প্রধান হতে অনুরোধ করবেন। দেশের উভয় ভাগ থেকে সদস্যরা মনোনীত হবেন এবং মনোয়ন করবেন মুজিবর।

কিন্তু মুজিব কি একটি “পুতুল” মন্ত্রিসভার অলংকার হতে রাজী হবেন? সম্ভবত না।

ইয়াহিয়ার দ্বিতীয় সম্ভাব্য প্রস্তাব শেখ সাহেব আপাতত পূর্ববঙ্গের শাসনভার নিজের হাতে নিয়ে নিন। মুজিবর তাতেও বোধ হয় রাজী হবেন না কেন না সারা দেশের হিসাবেই তিনি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ দলের নেতা—সুতরাং কেন্দ্রেরও শাসনভার গ্রহণের অধিকারী।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের অন্তর্দ্বন্দ্ব নানা বিষয়ে প্রকট হয়ে উঠছে। “রেডিও পাকিস্তান করাচী” যা কিছু মতলবী খবর প্রচার করে, পত্রপাঠ ঢাকা কেন্দ্র তা অস্বীকার করে। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের বেতার আজ একটি স্বতন্ত্র সংস্থা। এই সংস্থা ইয়াহিয়া দূত খুর্শিদের ঢাকা আগমন এবং মুজিবের কাছে লম্বা তারবার্তা প্রেরণ দুই-ই অস্বীকার করেছে।

এদিকে জঙ্গীশাহীর একটি শয়তানী চালে পূর্ব বাংলায় উদ্বেগের সঞ্চার হচ্ছে। রাওয়ালপিনডি নাকি হুমকি দিচ্ছেন : “শেখ মুজিবর হুঁশিয়ার করেছেন যে, তিনি দরকার হলে আমাদের “ভাতে” মারবেন, “পানিতে” মারবেন। কিন্তু ফৌজ ছাড়াও আমাদের হাতে যে অন্য মারণাস্ত্রও আছে একথা তিনি যেন না ভোলেন। আমরা পূর্বপাকিস্তানকে টাকায় মারব।” এবং সত্যিই পিনডি ঢাকায় কারেনসি নোট পাঠান বন্ধ করে দিয়েছে। উদ্দেশ্য : মুদ্রার অভাব সৃষ্টি করে পূর্ববাংলার অর্থনীতিকে তছনছ করে দিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়া।

কিন্তু “বঙ্গবন্ধু” শেখ মুজিবর ‘বাংলাদেশে’র মানুষকে আবার বলেছেন : “শয়তানদের কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমরা জানি।”

পরলোকে বিপ্লবী অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ১৩ মারচ—ফরওয়ারড ব্লকের প্রবীণতম নেতা অগ্নিযুগের বিপ্লবী নায়ক অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ শনিবার সকাল সাড়ে সাতটায় চন্দননগর বিপ্লবী নিকেতনে পরলোকগমন করেন। তাঁর ৮৭ বছর হয়েছিল। গত পাঁচ বছর যাবত তিনি নানা পীড়ায় ভুগছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

১৮৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর বর্ধমানের দত্তপাড়ায় শ্রীঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। কৃতিত্বের সঙ্গে প্রেসিডেনসি কলেজ থেকে এম-এ পাশ করে বাঁকীপুর কলেজে অধ্যাপনার চাকুরি গ্রহণ করেন। ইংরেজ সরকারের কুখ্যাত রিসলে সারকুলারের বিরোধিতা করে ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকার কায়েম করার লড়াই শুরু করে ইংরেজ সরকারের পৈশাচিক অত্যাচারের কবলে পতিত হন। এক সময়ে তিনি অত্যাচারের ফলে তাঁর মূল্যবান চোখ-দুটিও হারালেন।

অধ্যাপক ঘোষ সকলের কাছে ‘মাসটারমশাই’ বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তিনি ১৯২৪ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মান্দালয় জেলে ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাদেশিক ফরওয়ারড ব্লকের ভূতপূর্ব সভাপতি।

১৯০৫ সাল থেকে অধ্যাপক ঘোষের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে তিনি বিভিন্ন দফায় কুড়ি বছর কারাবরণ করেন। কারাগারে থাকাকালেই তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে অধ্যাপক ঘোষকে অন্তরীণ করা হয়। তখন তিনি হুগলি মহসীন কলেজের অধ্যাপনার কাজ করছিলেন।

অতঃপর তিন আইনের বন্দিরূপে জ্যোতিষবাবু দীর্ঘদিন আটক ছিলেন। ১৯৩৮ সনের পয়লা মারচ তিনি হিজলী বন্দী নিবাস থেকে মুক্তি পান।

১৯৪০ সালের মে মাসে অধ্যাপক ঘোষের সভাপতিত্বে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জ্যোতিষবাবুকে আবার আটক করা হয়। এবারও দীর্ঘ দিন আটক থাকার পর ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মুক্তি পান। তিনি অগ্নিযুগে যুগান্তর দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। ফরওয়ারড ব্লকের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি এই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ এবং বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজেও অধ্যাপনা করেন।

অধ্যাপক ঘোষ ১৯৪৬ এবং ১৯৫২ দুবার রাজ্য বিধানসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি চুঁচুড়া কেন্দ্র থেকে শ্রীভূপতি মজুমদারকে পরাজিত করেন।

তিনি ইংরাজি ভাষায় ‘লাইফ ওয়ারক অফ শ্রীঅরবিন্দ’ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আজ চুঁচুড়ায় দোকানপাট বাজারহাট এবং বাস চলাচল বন্ধ থাকে।

চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বরতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। প্রাক্তন ফরওয়ারড ব্লক মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ, প্রবর্তক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত, প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক, শ্রীভবানী ব্যানারজি, শ্রীপ্রভাত পালিত, শ্রীরমেন চৌধুরী, শ্রীকৃপাসিন্ধু সাহা এবং আরও অনেকে বিপ্লবী নিকেতনে গিয়ে তাঁহার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিকালে বিপ্লবী নিকেতন থেকে তাঁর মরদেহ শোকযাত্রা করে চুঁচুড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। শোকযাত্রায় অশোক ঘোষ, শ্রীচিত্ত বসু এম-পি এবং অন্যান্য ফরোয়ারড ব্লক নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

পঞ্চাশ বছরের তরুণ

অমিতাভ চৌধুরী

উনত্রিশে ফাল্গুন, ১৩২৮ সাল, ইংরেজি ১৩ মার্চ, ১৯২২, দোল পূর্ণিমা। কলকাতার রাস্তায় বের হল নতুন একখানা বাংলা দৈনিক, আগাগোড়া লাল রঙে ছাপা, ভিতরে গান্ধীজির ছবি। ক্যাপশন “মহাত্মা গান্ধী কারাগারে।” লাল রঙ দেখে সাহেবপাড়ায় ভয়, না জানি কোন্ বিপদ-সংকেত। ইংলিশম্যান একদিন পর লিখলেন—A new Bengali daily made its appearance yesterday from the Bagbazar, coloured like a danger signal.

স্টেটস্‌ম্যানের প্রায় একই সুর—A new vernacular named Ananda Bazar appeared yesterday. A peculiar feature of the journal is that it is printed in red paper.

এ বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার পরবর্তী মন্তব্য : স্টেটসম্যান আনন্দবাজারের বিশেষত্ব সম্বন্ধে লাল রঙের বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছেন। গতকল্য দোলের দিন বলিয়াই আমাদের কাগজের রং লাল করা হইয়াছিল; নতুবা লাল রঙে কাগজ বাহির করিবার কোন রাজনৈতিক মতলব নাই। ইংলিশম্যান কিন্তু আমাদের আনন্দবাজারকে danger signal বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইংলিশম্যান দেখিতেছি সোজাসুজি মনের ভয়টা ব্যক্ত করিয়াছেন। লাল রং দেখিয়া ষাঁড় ক্ষেপিয়া উঠে ইংলিশম্যান ক্ষেপিলেন কেন?......ইংলিশম্যানের বাগবাজার প্রীতি এত প্রবল যে তিনি সর্বত্রই বাগবাজার দেখেন। বাগবাজার ছাড়াও কলিকাতায় স্থান আছে। ইংলিশম্যান জানিয়া রাখুন যে আমরা গোলদিঘীর ধারে আড্ডা গাড়িয়াছি।

ভয় ছিল শুধু সাহেব পাড়াতেই এবং সেটা স্বাভাবিক। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকেই সম্পাদকীয় ও সংবাদ পরিবেষণায় স্বাধীনতার মন্ত্রে দেশবাসীকে দীক্ষিত করার ব্রত আনন্দবাজার নিয়েছিল। তাই প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মিলেছিল অপূর্ব সাড়া আর অভিনন্দন। স্বদেশী দৈনিক ‘দি সারভেনট’ লেখেন : Ananda Bazar Patrika is a new Bengali daily, pledged it seems, to support Mahatmaji. Therefore it has been, we are afraid, spoken of as a danger signal by the Englishman. We assure our young contemporary that the Englishman's compliments really a promising introduction for its useful career.

ওই একই সময়ে ‘প্রভাকর’-এর মন্তব্য : আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে দোলপূর্ণিমার দিন হইতে নূতন দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা বাহির হইতেছে। দোলপূর্ণিমা, তাই বোধহয় ফাগের রংয়ে রঞ্জিত হইয়া প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছে। আমরা সানন্দে এই নূতন সহযোগীর অভ্যর্থনা করিতেছি।

প্রথম বর্ষের প্রথম কয়েকটি সংখ্যা আনন্দবাজারেই ওই আতঙ্ক ও অভিনন্দন ছাপা হয়েছিল। আনন্দবাজার তখন প্রকাশ হত ৭১।১ নং মির্জাপুর স্ট্রিট থেকে। সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্লকুমার সরকার, যদিও গোড়ায় তাঁর নাম ছাপা হয়নি। শেষ পৃষ্ঠার তলায় শুধু লেখা থাকত “৭১।১ নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে শ্রীঅধরচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।”

প্রথম পাতার ঊর্ধ্বাংশে আনন্দবাজার পত্রিকার দু'পাশে লেখা ছিল সাময়িক বিজ্ঞাপনের হার এবং কাগজের মূল্যের হার। তখন বিজ্ঞাপনের হার ছিল—একদিনের (প্রতি লাইন) ছয় আনা, একদিনের (প্রতি ইনচি) দু' টাকা চার আনা, তিনদিনের (প্রতি লাইন) চার আনা, তিনদিনের (প্রতি ইনচি) দেড় টাকা, ছয় দিনের (প্রতি লাইন) তিন আনা এবং ছয়দিনের (প্রতি ইনচি) এক টাকা তিন আনা। কাগজের “নগদ মূল্য দুই পয়সা” এবং “বার্ষিক (অগ্রিম দেয়) শহর দশ টাকা, মফস্বল সাড়ে বারো টাকা।” শিরোনামেরও শীর্ষে লেখা “টেলিফোন নং ২৩৫ (বড়বাজার)।”

সাত কলমে ভাগ করা চার পৃষ্ঠার কাগজ প্রথম পাতায় বিজ্ঞাপন, নানা কোমপানির। শেষ পাতায় প্রথম কয়েকদিন ফুলপেজ—একটি আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠানের। নাম “বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভৈষজ্যালয়, ৫৬ ও ৬২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, প্রতিষ্ঠাতা স্বধর্মনিষ্ঠ স্বর্গীয় হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।” তৎসহ মুখুজ্জে মশায়ের ডবল কলাম ছবি।

প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন কাশের প্রথম সপ্তাহে মোটামুটি এক। সতীশ কবিরাজের হাঁপানির যম ‘শ্বাসারি’ শিশি ১৷৷৹, ডজন ১৬, মাশুল পৃথক; ৩ দাগে শান্তি। ‘কার এণ্ড মহলানবীশের গ্রামোফোন ও খেলার সরঞ্জাম, বাঘ মার্কা রসগোল্লা, দেশীয় উদ্ভিজ উপাদানে প্রস্তুত জ্বরের শনি ‘গান্ধী সুধা’ (Regd.), ঢাকা শক্তি ঔষধালয় আর গেভিন এণ্ড কোং কলিকাতার ‘জারমলীন’ জ্বরের যম, কমলালয়ের অকৃত্রিম খদ্দর, বেঙ্গল ইনসিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোম্পানি লিমিটেড, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত ‘শিবাজী গুরু রামদাস স্বামী’ গ্রন্থ, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী, মিহিজামের পি ব্যানার্জি'র গলিত কুষ্ঠ ও ধবলের ঔষধ, ‘বনামুলো।’ রায়সাহেব ডাঃ কে সি দাসের কামবিজ্ঞান, রাণাঘাট কেমিকেল ওয়ার্কসের তৈরি “সর্ববিধ” স্নায়বিক দৌর্বল্যের অমোঘ ও অদ্বিতীয় মহৌষধ ‘রেজীনাস’, একশিরা ও কুরণ্ড রোগের দৈবশক্তি সম্পন্ন মহৌষধ ইত্যাদি সহাবস্থান করেছে।

‘চিত্রপট’ নামক গ্রন্থের প্রণেত্রী হচ্ছেন শ্রীমতী সরলাবালা দাসী। “শ্রীমতী সরলাবালা সাহিত্য জগতে সুপরিচিত। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্প এই ‘চিত্রপটে’ স্থান পাইয়াছে। মূল্য ১, টাকা মাত্র।”

তাছাড়া আছে—“স্কটিশ চার্চ কলেজের ভূতপূর্ব রসায়ন অধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ মহোদয়ের আবিষ্কার, অম্ল, অজীর্ণ উদরাময় বুকজ্বালা শ্বেত ও রক্ত আমাশয়, ডিসপেপসিয়া কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদরপীড়ার অব্যর্থ ও অমোঘ—‘লাইমো ডাইন।’ মূল্য ১, টাকা, সর্বত্র পাওয়া যায়। দি নিউ এরা কেমিকাল ওয়ার্কস, ১৫৫, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা।”

এই ক্ষীরোদপ্রসাদেরই নাটক রঘুবীরের ফুলপেজ বিজ্ঞাপন জনার্দন—“বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোং, কর্ণওয়ালিস রঙ্গমঞ্চ, ডিরেকসন ম্যাডান থিয়েটার লিমিটেড, রঘুবীরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ি।” উপরন্তু জ্ঞাতার্থে নিবেদন—“আসন পূর্বাহ্নে রিজার্ভ করা যায়।”

থিয়েটারের মত সিনেমার (ফটো-নাট্যের) বিজ্ঞাপনও রয়েছে। যেমন—

রসা থিয়েটার, ভবানীপুর
অদ্য শেষ অভিনয়
সন্ধ্যা ৬টা ও ৯৷৷টা

আপনি কি আপনার বংশ গৌরবে গৌরব বোধ করেন? আপনি কি প্রেমের খাতিরে বংশ গৌরব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত? তাহা হইলে সুন্দরী মরী ম্যাকলায়েনের অভিনয় দেখুন—

চমৎকার প্রেমমূলক ফটোনাট্য
সেভিং দি ফ্যামিলী নেম
৫টি প্রকাণ্ড রীলে সম্পূর্ণ
ইহার আখ্যান বস্তু এই—একটি

অভিজাত বংশীয় যুবক একটি নর্তকীর প্রেমে পড়িয়া যায়, কিন্তু বংশ গৌরবের খাতিরে যুবক আত্মবলি দেয়।

তাহার কাজটা কি ভাল হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর এই হৃদয়-স্পন্দনকারী নাটকে পাইবেন। নাটকাকারে মহামূল্য উপদেশ। এবং অন্যান্য আকর্ষণ।

ইকুইটেবল ইনসিওরেন্স কোমপানি লিমিটেডের বিজ্ঞাপনের ভাষা ও বক্তব্য উল্লেখযোগ্য :—“ইহাই প্রকৃত অসহযোগ। যে সমস্ত ভকীল উকীল অধ্যাপক শিক্ষক ও গ্র্যাজুয়েটগণ মাতৃভূমির সেবার জন্য কংগ্রেস প্রস্তাব অনুসারে স্ব স্ব কার্য ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা এই কোম্পানীর উন্নতি বিধানে চেষ্টা করিয়া দেশমাতৃকার সেবা ও জীবিকা নির্বাহের উপায় বিধান করুন। কোম্পানীর কাগজপত্রে দেখা যায় যে এই কোম্পানীর অনেক কর্মী বেতন ও কমিশন হিসাবে মাসিক ৫০, টাকা হইতে ২০০০, টাকা উপার্জন করিতেছেন। আমরা সর্বসাধারণকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন থেকে আরও জানতে পারি থারমোমিটারের দাম ছিল “১টি ১৷৷৹ টাকা, ডজন ১৬, টাকা এবং রয়াল স্ট্যানডার্ড সাইকেলের দাম ১৪০ টাকা ও র‍্যালে ২৩৫ টাকা।—বিজ্ঞাপনদাতা দি ইউনাইটেড সাইকেল কোং, ৭৫, হ্যারিসন রোড।

‘স্বরাজ গোলক ধাম’ নামক নতুন ধরনের ক্রীড়ার বিজ্ঞাপনদাতা শ্রীবটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিকানা ১৩ নং রাধানাথ মল্লিক লেন। তিনি জানাচ্ছেন—“নূতন ধরনের নির্দোষ শিক্ষাপ্রদ আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক খেলা। বালকেরা একবার পাইলে আর অন্য কিছু চাহিবে না। মূল্য এক আনা মাত্র। ছয় পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান যায়।”

এ তো গেল বিজ্ঞাপনের দিক যা থেকে আমরা পাই পঞ্চাশ বছর আগেকার একটা চিত্র, কিন্তু “নূতন দৈনিকের” আসল গুরুত্ব সম্পাদকীয় ও সংবাদে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমের প্রথমে লেখা—“শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ”, তারপরেই “আগে চল আগে চল ভাই/পড়ে থাকা পিছে/মরে থাকা মিছে/বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।” কবিতার পরেই দিনপঞ্জী : সোমবার ২৯শে ফাল্গুন, ১৩২৮ সাল, ইং ১৩ই মার্চ মুং ১৩ই রজব ইত্যাদি। তলায় লেখা “বন্দেমাতরম, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯শে ফাল্গুন সোমবার সন ১৩২৮ সাল।”

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ শুরু তারপরেই। গোড়ার দিকে অধিকাংশই মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় চারটি—ফাল্গুনী পূর্ণিমা, দোল, মহাত্মা গ্রেপ্তার ও দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য। যৎকিঞ্চিৎ শুরু দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে। দ্বিতীয় দিনের সম্পাদকীয়র শুরু এইভাবে—

“মহাত্মা গান্ধী আজ কারাগারে। তাঁহার নিজের ভাষায় বহুদিনের কর্মক্লান্তির পরে আজ তিনি বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিয়াছেন।” যৎকিঞ্চিৎ যে ক'টি প্রথম কয়দিন রয়েছে তার প্রায় সবই গান্ধীজি সম্পর্কে।

সংবাদগুলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছড়ানো—ছোট ছোট অক্ষরে উপশিরোনামা দিয়ে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার উপরে দু' কলাম জায়গা ছড়ানো সব খবরের চুম্বক বড় বড় অক্ষরে এক সঙ্গে বক্স করে দেওয়া। যেমন দ্বিতীয় সংখ্যায় আছে—

মহাত্মার বিচার
সেশনে সোপর্দ
দক্ষিণ আফ্রিকায় ভীষণ বিদ্রোহ
ঐক্য আন্দোলনে পুলিশের গুলি
বড়লাটের বক্তৃতা
দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য
মিঃ মণ্টেগুর আত্মসমর্পণ
ভীল হাঙ্গামা
সুরাট কালেকটরের পদত্যাগ

তৃতীয় পৃষ্ঠায় অন্যান্য খবরের সঙ্গে বিশেষ লেখা দুটি—একটি গান্ধীজির প্রবন্ধ ‘যদি আমি গ্রেপ্তার হই’ এবং অন্যটির নাম ছুঁৎমার্গ—যার প্রতিপাদ্য বিষয়...“বৌদ্ধযুগের পর আর্য-অনার্যের মিলন মিশ্রণ আশংকা করিয়া সমাজ শরীরকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য সেদিন যে-সব কঠোর বিধির প্রচলন হইয়াছিল, অনাবশ্যক বলিয়া তাহার অনেকগুলিই পরিবর্তিত ও পরিবর্জিত হইয়াছে, যাহা আছে—তাহারই বিকৃত রূপ—ছুঁৎমার্গ।”

প্রথম দু' তিন দিনের খবর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশী বিদেশী, শহরের, গ্রামের, বাংলার, বাংলার বাইরের নানারকম খবরই রয়েছে। যেমন লনডনে তুরস্কের পররাষ্ট্রসচিব ইজ্জত পাশা, আগ্রায় বড় লাটের সফর রাজপুতানায় ভীল হাঙ্গামায় ২০ জন নিহত শ্রীগৌরীর (শ্রীহট্ট) প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দত্তচৌধুরী ১৪৩ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার ইত্যাদি।

কলকাতা শহরের নানা খবর রয়েছে ‘ঘরে বাইরে’ নামক আলাদা বিভাগে। তার দু' একটি নমুনা—

“কলিকাতায় কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রকোপ ধীরে ধীরে বাড়িতেছে ক্যাম্বেল হাসপাতালে প্রত্যহ ৮।১০টি করিয়া নূতন বসন্ত রোগী গৃহীত হইতেছে।”

“গতকল্য বড়বাজারে হোলী খেলিতে গিয়া প্রায় ৫০ জন মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদের অপরাধ, তাঁহারা পথিকদের গায়ে রং ও আবীর দিয়াছিলেন।”

“গতকল্য রাত্রে ইডেন গার্ডেন রোডে একখানি প্রথম শ্রেণীর ফিটন মোটর গাড়ীর সংঘর্ষে অত্যন্ত জখম হইয়াছে। ফিটনের আরোহী একজন ইউরোপীয় মহিলা বিশেষ আঘাত পাইয়াছেন। মোটর গাড়ীর চালক গাড়ী লইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু উহার নম্বর লক্ষ্য করিয়া রাখা হইয়াছে।”

“হাওড়া পুলের নিকট একজন বাঙ্গালী মোটরের ধাক্কা খাইয়া গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে—তাহাকে ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টার মিঃ ভিনার তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন।

শেষোক্ত সংবাদে বিশেষ দ্রষ্টব্য ‘বাঙ্গালী’র আহত হওয়া। দু-একটি সংবাদের শিরোনামাও আধুনিক।—“লর্ড সিংহ মহাশয় বর্তমান মাসের শেষভাগে শিমলা রওয়ানা হইবেন”—এই সংবাদের শিরোনামা ‘সিংহ-সংবাদ।’ মাঝে মাঝে কারটুনও দেওয়া হয়েছে দু-একটি। বলা নিষ্প্রয়োজন বিষয় রাজনীতি।

সেকালে সংবাদ রচনার ভাষা কেমন ছিল? একটি দৃষ্টান্ত দিই।—

পরলোকে জীবেন্দ্র দত্ত

চট্টলভূমির বন-উপবন যে সুমধুর পিকধ্বনীতে গত দশ বৎসর যাবৎ মুখরিত হইতেছিল, সেই জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় আর ইহজগতে নাই। গত ১২ই তারিখে রাত্র দুই ঘটিকার সময় জন্মভূমি ঘাটফরাদে তিনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি গিয়াছেন, কিন্তু যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালার কাব্য-জগতে তাঁহার ‘তপোবন’ প্রভৃতি রত্নরাজি জাজ্জ্বল্যমান থাকিবে। কবি তাঁহার অল্পবয়স্কা স্ত্রী ও একটি কন্যামাত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের শান্তি প্রদান করুন আমরা ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

একালের সংবাদবিশারদরা যাই বলুন, কাঠখোট্টা খবরের ভাষার চেয়ে এই সমন্তব্য সংবাদ পাঠকের কাছে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। অন্যভাবে অন্য চেহারায় অন্য ভঙ্গিতে সেই অন্তরঙ্গতার ধারা আজও প্রবহমান।

বার্ষিক (দোল) সংখ্যা আনন্দবাজার থেকে পুনর্মুদ্রণ

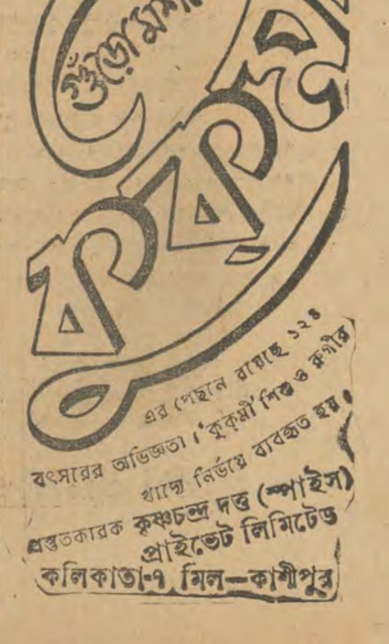
গুঁড়োমশলা
কুকমী
এর পেছনে রয়েছে ১২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। ‘কুকমী’ শিশু ও রুগীর খাদ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়।
প্রস্তুতকারক কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭ মিল—কাশীপুর

ইসলামাবাদ টালমাটাল

মুজিবরের বাংলাকে বাগে আনতে শেষ চেষ্টা

টালমাটাল পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ একেবারে শেষ দশায় মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এখন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা কর্মীদের উদ্দেশে তাঁদের হুঁশিয়ারি: সোমবারের মধ্যে কাজে যোগ না দিলে ছাঁটাই এবং সামরিক আদালতে বিচার অবশ্যম্ভাবী। এদিকে আরও একদিন কেটে গেল, তবু মুজিবরের বাংলা দেশ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে তাঁর প্রস্তাবিত সফর সম্বন্ধে একটাও উৎসাহব্যঞ্জক কথা শোনান না।

খবর ছিল ইয়াহিয়া করাচিতে উপস্থিত। এমন গুজবও রটেছিল তিনি বিদ্রোহী মুজিবরের সঙ্গে মোলাকাতের জন্য ঢাকার পথে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এরপর তাঁর গতিবিধি নিয়ে আর কোন খবর তৈরি হয়নি।

মুজিবর রহমান ঢাকায় বলেছেন, জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কোন তারিখ ঠিক হয়নি। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, তাঁর দলের বামপন্থী সদস্যরা চান না যে, তিনি ও ইয়াহিয়া মুখোমুখি বসুন। আর এর জন্য তাঁর উপর চাপও দেওয়া হচ্ছে।

মুজিবরের ডাক দেওয়া আইন অমান্য আন্দোলনের আজ দ্বাদশ দিন। সেখানে কয়েক দিন আগে পর্যন্ত সামরিক কর্তৃপক্ষ নির্ভুল নিশানায় মানুষ মারছিলেন, আজ সেখানে শান্তি বিরাজ করছিল। না শান্তি নয়, বরং বলা যায় থমথমে ভাব। পর্যবেক্ষকরা বলছেন যে, এটা আর একটা ঝড়ের সংকেত। সে ঝড় হয়ত কিছুদিন আগেকার প্রলয়ংকরী ঝঞ্ঝার চেয়েও ভয়াল। দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। কিছু এলাকায় বসন্ত ও মহামারী। এইগুলিও অবস্থাকে পরিণতির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

প্রাদেশিক সামরিক আইন প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সকল কর্মীদের উদ্দেশে একটি সারকুলার জারি করে বলেছেন, যাঁরা প্রতিরক্ষা একাউনট থেকে মাইনে নেন, তাঁদের সোমবার সকাল ১০টার মধ্যে কাজে যোগ দিতে হবে। এবং তা করতে ব্যর্থ হলে তাঁদের ছাঁটাই করা হবে। তাঁদের পলাতক বলেও ঘোষণা করা হবে। এবং শেষ পর্যন্ত বিচার হবে তাঁদের সামরিক আদালতে।

ভুট্টো লাহোরে। লাহোর রেডিও ইয়াহিয়াই। নির্বাচনের পর থেকেই হামেশাই ওদের শলাপরামর্শ চলছে।

পশ্চিমেও সমর্থন। দেশে অসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য মুজিবর যে দাবি জানিয়েছেন, পশ্চিমেও তাঁর সমর্থন মিলেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলি বলেছে, ইয়াহিয়া অসামরিক সরকার গঠনের জন্য এখনই মুজিবর সাহেবকে ডাকুন। খবর, পিপলস পারটির চেয়ারম্যান ভুট্টো সাহেব এখন করাচিতে এসেছেন। এদিকে ইয়াহিয়াও সেখানে। মনে করা হচ্ছে, তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন

এদিকে আর একটি খবর, শ্রীভুট্টো শেখ মুজিবরের দাবিগুলি সমর্থন করে মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে পাকিস্তানের দুই অংশের জনসাধারণের মধ্যে সংঘর্ষের প্রবণতার বিরুদ্ধে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর গুলীচালনায় মৃত্যু সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিও শ্রীভুট্টো সমর্থন করেন।

ব্যারাকে সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি এবং সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবিও তিনি সমর্থন করেছেন।

অসমর্থিত খবরে প্রকাশ, বাংলা দেশে শেখ মুজিবরের কার্যত যে কর্তৃত্ব চলছে, প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া তাকে আইনগত স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাব করতে পারেন। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থা চলছে, এতে তার সমাধান হতে পারে। তবে অনেকের মতে এ ব্যাপারে অনেক আইনগত বাধা আছে।

ঢাকার খবর, জাতীয় আওয়ামি পারটি এবং পাকিস্তান আওয়ামি লীগের যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের খেতাব পেয়েছেন—তাঁরা সেসব খেতাব বর্জন করছেন।

পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ

নিউ ইয়রক, ১৩ মারচ—পূর্ব পাকিস্তানে কার্যরত রাষ্ট্রপুঞ্জ ও বিশ্ব ব্যাংকের ১৫ জন কর্মী ও তাঁদের ৬০ জন পোষ্যকে গতকাল পূর্ব পাকস্তান থেকে ব্যাংককে নিয়ে যাওয়া হয়।

বারমা-পূর্ব পাকিস্তান বিমান চলাচল বন্ধ

রেঙ্গুনের খবর: বারমা ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বিমান চলাচল আজও বন্ধ থাকে। পাকিস্তান ইনটারন্যাশনল এয়ার লাইনস এবং বারমা এয়ারওয়েজ কোন বিমানই চলছে না।

উৎপাদন বাড়াও —মুজিবর

কাঠমানডুর খবর: পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার ও যত বেশি সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান জনগণের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের অর্থনৈতিক ধ্বংসের জন্য কায়েমী স্বার্থ ও জনবিরোধী শক্তিগুলির ষড়যন্ত্র বানচাল করতে আমরা বদ্ধ পরিকর।

ভাসানি বলেন

ঢাকা থেকে খবর, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামি লীগ নেতা মৌলানা ভাসানি গতকাল মৈমনসিংহে একটি জনসভায় বলেছেন, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবরকে পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

—ইউ এন আই পি টি আই ও রয়টার

টি এন সিং মন্ত্রিসভা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি

লখনউ, ১৩ মারচ—লোকসভার নির্বাচনে জনগণ যে সুস্পষ্ট রায় দিয়েছে তারপর টি এন সিং মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে বিবেচনার জন্য আজ রাত্রে এস ভি ডি-র শরিক দলের নেতাদের এক বৈঠক হয়। কিন্তু তাঁরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। —পি টি আই

কেন আমেরিকা থেকে অভিনন্দন বাণী আসেনি

জে কে ব্যানারজি

নিউইয়রক, ১৩ মারচ—নিকসন সরকার এখনও ইন্দিরা গান্ধীর জয়ে অভিনন্দন বাণী পাঠানোর ব্যাপারে মনস্থির করেননি বলেই মনে হচ্ছে। এটা ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে যে কারণ দেখানো হচ্ছে, তা পুরোপুরি ঠিক নয়।

উন্নতিকামী বিশ্বে যে ধরনের হাওয়া প্রেসিডেনট নিকসন পছন্দ করেন, ভারতে ঠিক তেমন হাওয়া আর বইছে না। তবে এটা খুব স্পষ্ট যে, ওয়াশিংটন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

কারণ ও'রা জানেন, ভারত এখনও কম্যুনিসটবিরোধী দেশ হলেও কম্যুনিসট বনে যাওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। এবং তার অর্থই হল আমেরিকা দেখে অরাজকতা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এমন একজনের ক্ষমতায় থাকা উচিত, যিনি যথেষ্ট বামঘেঁষা অথবা সমাজতান্ত্রিক এবং এর ফলে যিনি জনসাধারণ ও কম্যুনিসটদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন। অথচ তিনি এতদূর সমাজতান্ত্রিক হবেন না যে, দেশীয় পুঁজিপতিদের খুব ছোট করে দেখবেন এবং আমেরিকার প্রভুত্বাধীন তথাকথিত অবাধ বিশ্ব বাজার থেকে ভারতকে বাইরে আনবেন।

অনেকের ধারণা, ওয়াশিংটন স্বতন্ত্র দলের বিপর্যয়ের জন্যও দুঃখ করবেন না। কারণ তাঁদের জয়ে কম্যুনিসট রাজত্ব ও অরাজকতার পথ আরও প্রশস্ত হবে বলে নাকি আমেরিকার ধারণা।

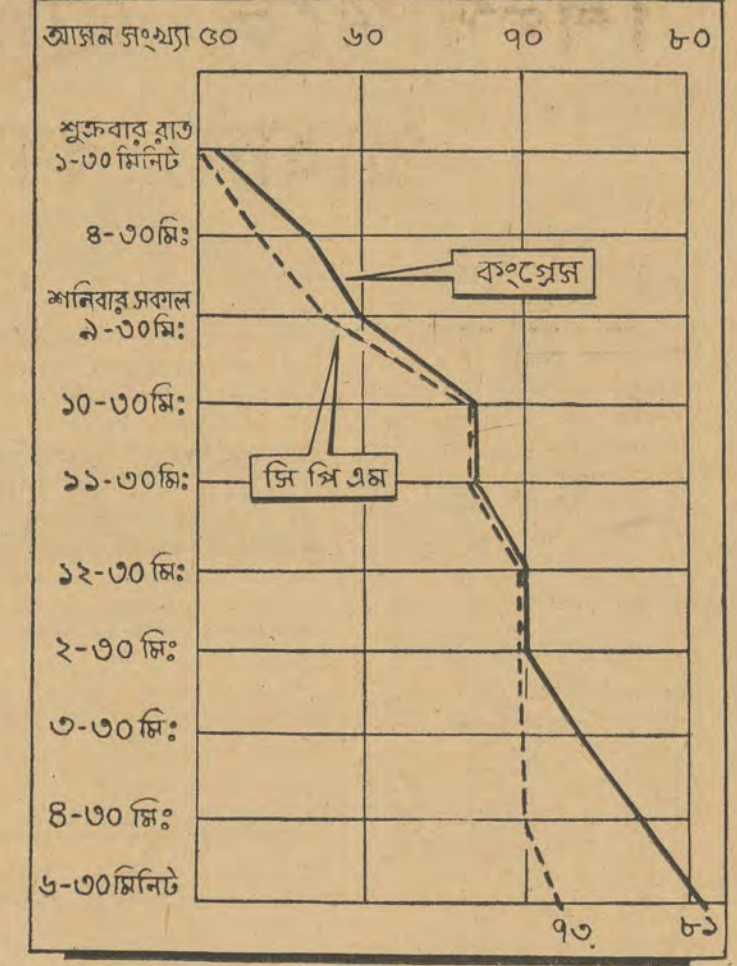

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নব কংগ্রেস আর সি পি এম দলে আসন দখলের দৌড়। শুক্রবার মধ্যরাত থেকে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিযোগিতার রেখাচিত্র।

আবার কোয়ালিশনের পথে ওড়িশা

১২৫টি আসনের ফল ঘোষণা: নব কংগ্রেসের ৫১টি লাভ

ভুবনেশ্বর অফিস

১৩ মারচ—ওড়িশায় বিধানসভা নির্বাচনের যে ফল দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় আবার এই রাজ্যে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হবে। ১৪০টি আসনের মধ্যে ১২৫টি ঘোষণা করা হয়েছে। নব কংগ্রেস এ যাবৎ লাভ করেছে ৫১টি। বাতিল বিধানসভায় এই দলের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৭।

আর মাত্র ১৫টি আসনের ফল ঘোষণা বাকি। নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা অর্জন করতে হলে নব কংগ্রেসকে আরও ২০টি পেতে হবে। কিন্তু তা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। স্বতন্ত্র ৩৪টি আসন ও উৎকল কংগ্রেস ২৩টি পেয়েছে। অন্যান্যরা সকলেই একের ঘরে পড়ে রয়েছে।

ওড়িশা বিধানসভার সর্বশেষ দলগত অবস্থা হল (রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত) —নব কংগ্রেস ৫১, স্বতন্ত্র ৩৪, উৎকল কংগ্রেস ২৩, পি এস পি ৩, জনকংগ্রেস ১, সি পি আই ৩, সি পি এম ১, আদি কংগ্রেস ১, ঝাড়খণ্ড ৪, নির্দল ৩। মোট ১২৫।

প্রাক্তন মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী মিলিয়ে এ যাবৎ ১৪ জন পরাজিত হয়েছেন। এর মধ্যে ৮ জন ছিলেন সিং দেও মন্ত্রিসভার। এই সব প্রাক্তন মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা হলেন শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান, শ্রীহরিহর প্যাটেল, শ্রীরাজবল্লভ মিশ্র, শ্রীমুরারিপ্রসাদ মিশ্র, শ্রীকার্তিকচন্দ্র মাঝি, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পটুনায়ক, শ্রীহিমাংশুশেখর পাধি ও শ্রীগোবিন্দ মুণ্ডা।

বাতিল বিধানসভায় ২৯ জন সদস্য আবার নির্বাচিত হয়েছেন।

পি টি আই বেলা ২টায় খবর দিলেন যে, শ্রীনারায়ণ সামন্ত (উৎকল কংগ্রেস) ইরাসমা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এই কেন্দ্রে আগে সি পি আই সদস্য ছিলেন।

নির্বাচনে বিপুল সাফল্যে দেশে দেশে ইন্দিরাজীকে অভিনন্দন

বেলগ্রেড, ১৩ মারচ—যুগোশ্লাভ সংবাদপত্র 'বোরবা' ভারতের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিপুল জয়লাভে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অভিনন্দন জানিয়েছে। ঐ সংবাদপত্র এই জয়লাভকে দক্ষিণপন্থী দলগুলির উগ্রনীতির শোচনীয় পরাজয় বলে বর্ণনা করেছে। তারা কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীগোষ্ঠী সম্পর্কেও একই মন্তব্য করেছে। সংবাদপত্রটি আরও মন্তব্য করেছে, শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষমতাসীন কংগ্রেস নির্বাচকমণ্ডলীর মনোভাব ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন।

রেঙ্গুনে ভারতীয়দের মধ্যে সন্তোষ

রেঙ্গুনের খবরে প্রকাশ, অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের বিপুল সাফল্যে রেঙ্গুনে ভারতীয় সম্প্রদায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভারত থেকে যখন ফল ঘোষণা চলছিল তখন ভারতীয়দের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়।

নিখিল ব্রহ্ম তামিল সমিতির জনৈক মুখপাত্র বলেন, "আমরা তামিলনাড়ুতে ডি এম কের জয়লাভে পরম আনন্দ অনুভব করছি। আমরা ডি এম কে-কে সমর্থন করি, কারণ এই দল দরিদ্র জনসাধারণের দল। আমরা কেন্দ্রে শ্রীমতী গান্ধীর জয়লাভেও খুশী। কারণ শ্রীমতী গান্ধী জনগণের সেবিকা।"

স্থানীয় বাঙ্গালী সমিতি অবশ্য পশ্চিম বাংলা বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আছে। এই সমিতির জনৈক মুখপাত্র বলেন, যে দলই রাজত্ব করুক আপত্তি নেই, তবে নকশালী উৎপাত যেন বন্ধ হয়।

ব্রহ্মের বিশিষ্ট সরকারী সংবাদপত্র ওয়ারকিং পিপলস ডেইলি'র সম্পাদক উ থান সে নব কংগ্রেসের জয়লাভে অভিনন্দন জানান এবং একে ভারতীয় রাজনীতির শুভ ইঙ্গিত বলে অভিহিত করেন। তবে কোন কোন বিদেশী শক্তি হয়ত এই জয়লাভকে ভাল চোখে দেখবে না।

শ্রীমতী বন্দরনায়কের অভিনন্দন

কলম্বোর খবরে প্রকাশ, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ও একচেটিয়া কারবারীদের সঙ্গে একাই লড়াই করে গিয়েছেন এবং এতে তিনি নিশ্চয়ই জয়লাভ করবেন।

ইংরাজী সংবাদপত্র 'সিলোন অবজারভার'এর এক প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণে শ্রীমতী গান্ধীকে মদত জুগিয়েছে।

পূর্ব জারমানির পররাষ্ট্র মন্ত্রীর অভিনন্দন

জারমান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীঅটো উইনজার সিংহল পরিদর্শনে এসে কলম্বোতে এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের নির্বাচনে বিপুল সাফল্যের জন্য শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানান।

তিনি বলেন, ভারতের এই আভ্যন্তরীণ ঘটনায় প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমতী গান্ধীর এই জয়লাভে কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি ও বোঝাপড়ায় ভারতের অবদান সূচিত হবে না, পরন্তু সমগ্র বিশ্বকেও প্রভাবান্বিত করবে। তিনি আরও বলেন, ভারতের সঙ্গে পূর্ব জারমানির সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে বলে আশা রাখি।

—পি টি আই

মসকো বেতারের মন্তব্য

মসকো, ১৩ মারচ—মসকো বেতার থেকে আজ দাবি করা হয়, 'তৃতীয় বিশ্বের' উন্নতিশীল দেশগুলিতে বাম চিন্তাধারার নতুন স্বীকৃতি ভারতীয় নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়েছে।

সিংহল, চিলি, পাকিস্তান ও ভারত সর্বত্রই নির্বাচনের পরই এ কথা সোচ্চার হয়েছে যে, উন্নতিকামী দেশগুলি অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীলদের বর্জন করে চলেছে। এই প্রতিক্রিয়াশীলরা সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছিল। এই দেশগুলি আরও জোরের সঙ্গে এখন সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান চাইবে।

—পি টি আই

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের অভিনন্দন

কায়রো, ১৩ মারচ—সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেনট আনোয়ার সাদাত লোকসভা নির্বাচনে নব কংগ্রেসের বিরাট সাফল্যের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অভিনন্দন জানান।

ভারত ও তাঁর দেশের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে শ্রীসাদাত শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে মহান ভারতের জনগণ আরও সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

প্যালেস্টাইন প্রতিরোধ নেতা ইয়াসের আরাফাতও শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

—পি টি আই

পুলিশ পিকেটের ওপর বোমা, গুলি, একজন আহত

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কলকাতায় দু'টি ক্ষেত্রের একটিতে পুলিশকে গুলি চালাতে এবং অন্যটিতে কাঁদানে-গ্যাস ছুঁড়তে হয়।

অপরাহ্ণে সাউথ সিঁথি রোডে এক ব্যাংকের সামনে পুলিশ পিকেট লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হলে পুলিশ দুই রাউনড গুলি ছোঁড়ে। গুলিতে বাসন্তী ঘোষ নামে একটি মেয়ে আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সন্ধ্যার দিকে চিৎপুর-গরাণহাটা অঞ্চলে দুই দলের সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। ওই ব্যাপারে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানায়—সি পি এম সমর্থক ও নকশালপন্থীদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়।

বোমায় আহত যুবকের মৃত্যু

শ্রীদেবেন গৌতম (২২) নামে বোমার আঘাতে আহত এক যুবক শনিবার হাওড়া হাসপাতালে মারা যান।

শুক্রবার রাতে জগাছা থানা এলাকায় তিনি বোমার আঘাতে আহত হন।

নামখানায় ডাকাত দল ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কাকদ্বীপ, ১৩ মারচ—গতকাল রাত দুটো নাগাদ নামখানা থানার দক্ষিণ চন্দনপিড়ি গ্রামের শ্রীগজেন্দ্রনাথ জানার বাড়িতে একদল ডাকাত চড়াও হয়ে নগদে ও অন্যান্য জিনিসে প্রায় সাত হাজার টাকা লুঠ করে। ডাকাতদল ও গ্রামবাসীদের সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হন। তাদের হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। প্রকাশ, ডাকাত দলে ৪০।৫০ জন লোক ছিল। তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে।

হাওড়ায় ৬টি থানা এলাকায় কারফু

হাওড়া জেলার হাওড়া, ব্যাঁটরা, বালি, জগাছা, শিবপুর এবং শাঁকরাইল এই ছটি থানা এলাকায় শনিবার রাত দশটা থেকে ৮ ঘণ্টার জন্য কারফু ঘোষণা করা হয়েছে। সতর্কতা হিসাবে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

১৫ মারচ পর্যন্ত ওই আদেশ বলবৎ থাকবে। —পি টি আই

তির্যক

সব কেন্দ্রেই বিজু পরাজিত

ভুবনেশ্বর অফিস

১৩ মারচ—উৎকল কংগ্রেস নেতা শ্রীবিজু পট্টনায়ক যে পাঁচটি আসনে দাঁড়িয়েছেন, তার সব কটিতেই হেরে গিয়েছেন। তিনি চারটি বিধানসভা ও একটি লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনটি আসনের খবর আগেই বের হয়েছে। বাকি দু'টির (চৌদ্বার বিধান কেন্দ্র ও ভঞ্জনগর লোকসভা) ফল আজ জানা গেল।

চৌদ্বার শহরটি বিজুরই তৈরি। এখানে নব কংগ্রেসের কাছে তিনি চার হাজারের বেশী ভোটে পরাজিত হয়েছেন।

এখন গুজব শোনা যাচ্ছে, শ্রী পট্টনায়ক আর একবার তাঁর ভাগ্য পরীক্ষা করবেন। এবার তিনি পুরী জেলার নয়াগড় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড়াতে পারেন। একজন প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় ওই কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় সরকার গঠন সম্পর্কে শ্রীজগজীবন রাম

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৩ মারচ—নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম আজ এখানে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় সরকার গঠন নিয়ে আগামী সোমবার এখানে দলের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোরডে আলোচনা করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার ফলাফল সম্পর্কে তাঁর মত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমরা পরিস্থিতির ওপর দৃষ্টি রাখছি।

তিনি বলেন, নব কংগ্রেস যে বিরাট রায় পেয়েছে তাতে 'আমাদের সরকারের দায়িত্বও বিরাট বেড়ে গিয়েছে।' তাঁরা যে আশা করে আছেন তা পূর্ণ করতেই হবে।

ছটি লোকসভা আসনে ডি এম কে জয়ী

মাদরাজ, ১৩ মারচ—তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেসের (আদি) সভাপতি শ্রী পি কাক্কান লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। তাঁকে পরাজিত করেন ডি এম কে-র শ্রী টি এস লটচুমানান। ভোটের ব্যবধান এক লক্ষের বেশি। শ্রীপেরুমবদুরের (তফঃ) এই কেন্দ্রে আর কোন প্রার্থী ছিল না।

তামিলনাড়ুতে দুপুর আড়াইটা নাগাদ লোকসভা নির্বাচনের যে ফলাফল জানা যায়, তাতে ডি এম কে এবং তাঁদের সহযোগীরা আশাতীত সাফল্য লাভ করেন।

ঘোষিত ১০টি আসনের মধ্যে ডি এম কে ৬টি, নব কংগ্রেস ২টি, সি পি আই ১টি এবং মুসলীম লীগ ১টি।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

আজ দুপুরে বিধানসভা কেন্দ্রগুলির ফল ঘোষণা শেষ হতে পারে

— রাঘবন

স্টাফ রিপোরটার

আজ, রবিবার মধ্যাহ্নের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সবকয়টি বিধানসভা এবং রাত দশটা নাগাদ লোকসভা আসনগুলির ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী বি এস রাঘবন শনিবার সন্ধ্যায় এই আশা প্রকাশ করেন।

শ্রীরাঘবন সাংবাদিকদের বলেন যে, সোমবার সকালেই তিনি এক বিশেষ বাহকের হাতে রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এবং আগামী ১৯ মারচ নিজে চিফ ইলেকশন কমিশনারের কাছে গিয়ে এখানকার নির্বাচন পর্ব সম্পর্কে রিপোরট দেবেন। তাঁর মতে এ যেন 'এক যুদ্ধ জয়'-এর মত অবস্থা।

প্রসঙ্গত তিনি এই মন্তব্য করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে এই অন্তর্বর্তী নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময় তাঁকে বলা হয়েছিল যে, আগামী ২০ মারচ-এর মধ্যে ফলফল পাঠিয়ে দিতে হবে।

সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ

জানা গিয়েছে যে, এই রাজ্যে ভোট গণনা সম্পর্কে শ্লথ গতির যে অভিযোগ উঠেছে, তার পটভূমিকায় শনিবার নির্বাচন কমিশনের এক ডেপুটি সেকরেটরি কলকাতায় এসে বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে সরেজমিনে গণনা পর্যবেক্ষণ করেন। এবং তারপর রাজ্যের নির্বাচন দফতর কর্তৃপক্ষের কাছে সন্তোষ প্রকাশ করে যান।

শ্রীরাঘবন আরও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিনে গড়পড়তা ৬৭। ৬৮টি নির্বাচনী কেন্দ্রের ভোট গণনা সম্পন্ন হচ্ছে। তামিলনাড়ুতে খোঁজ নিয়ে তিনি জেনেছেন সেখানে এই হার দৈনিক ৭২টি কেন্দ্রের মত। সুতরাং সবকিছুর বিচারে এখানে ভোট গণনা 'বেশ ভালই চলেছে' বলে শ্রীরাঘবন মনে করেন।

তিনি বলেন, নতুন পদ্ধতিতে গণনার ফলে অনুমান করা হয়েছিল একটি কেন্দ্রের ভোট গণনায় অতিরিক্ত তিন ঘণ্টা লাগবে। প্রকৃতপক্ষে লাগছে অতিরিক্ত দশ-বার ঘণ্টা।

মুখ্য নির্বাচন অফিসার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, রবিবার হাওড়া জেলার পাঁচলা ও জগৎবল্লভপুর কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে।

শ্রীরাঘবন বলেন, তাঁর মনে এই আশংকা ছিল যে, নির্বাচনের দিন কলকাতার ১০০টি পোলিং স্টেশন নিয়ে রাজ্যের অন্তত ২৫০টি কেন্দ্রে হাংগামা হবে। সেই আশংকা রাত্রের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়।

কর্তব্যরত অবস্থায় আহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ

এদিন স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী বি আর গুপ্তের সঙ্গে বাঙ্গুর হাসপাতালে গিয়ে শ্রীরাঘবন আহত দুইজন পোলিং অফিসারকে দেখে আসেন। গত নয় মারচ বারাসতে একটি ভোটদান কেন্দ্রে যাওয়ার পথে তাঁরা বোমার ঘায়ে আহত হন। এখন আরোগ্য লাভ করছেন। রাজ্যপালের শুভেচ্ছাও তাঁরা জানিয়ে আসেন।

এ'দের চিকিৎসার ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করছেন। এই দুইজনকে কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, তা বিবেচনাধীন। নির্বাচনের কাজে কর্তব্যরত অবস্থায় কতজন আহত হয়েছেন, সে তালিকাও প্রস্তুত করা হচ্ছে।

আজ হাওড়ার ৪টি কেন্দ্রে গণনা

আজ রবিবার হাওড়ার শ্যামপুর, বাগনান, সাঁকরাইল ও কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে। আগে সোমবার এই কেন্দ্রগুলির ভোট গণনা হবে বলে জানানো হয়েছিল।

এদিন জগৎবল্লভপুর ও পাঁচলা কেন্দ্রেরও ভোট গণনা হচ্ছে।

মহিষাদলের গণনা আজ

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ও নরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে রবিবার।

ময়ূরেশ্বর কেন্দ্রে

ময়ূরেশ্বর কেন্দ্রে ভোট একবারই গণনা হয়েছে। দ্বিতীয়বার গণনা হয়নি।

নতুন লোকসভায় তিনজন কূটনীতিবিদ নির্বাচিত

নয়াদিল্লি, ১৩ মারচ—ভারতের তিনজন প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবার লোকসভার নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। ঐ তিনজন কূটনীতিবিদ হলেন—শ্রীরাজবাহাদুর, শ্রী ও ভি আলাগেসান এবং ডঃ জীবরাজ মেটা।

নেপালে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত শ্রীরাজবাহাদুর এবং ইথিওপিয়ায় প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত শ্রীআলাগেসান এর আগেও সংসদের সদস্য ছিলেন। '৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে তাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন। ব্রিটেনে ভূতপূর্ব হাইকমিশনার ডঃ জীবরাজ মেটা গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

—ইউ এন আই

অপর্ণা সেন
বিজয়ীদের
অভিনন্দন জানাচ্ছেন!
হরলিক্স
গানের আসর
প্রতিযোগিতা
২৮শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান
এই আসরের গানের পরিচয় বিজয়ী ক্রম হলো:
১. না না আজ রাতে আর...
২. সুরের আসর থেকে...
৩. মধুবনে বাঁশি বাজে...
৪. একি হলো, কেন হলো...
৫. না না ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না...
এবারের আসরে আমরা ৪৫৪টি পোস্টকার্ড বিজয়ী উত্তর পেয়েছি। পুরস্কারের ২০০০ টাকা বিজয়ীরা সমান ভাগে পাবেন। প্রত্যেক বিজয়ীকে ডাকযোগে জানানো হচ্ছে এবং মনিঅর্ডারযোগে টাকা পাঠানো হচ্ছে।
আজ রেডিওতে দুপুর ১২-৪৫এ হরলিক্স গানের আসর— কলকাতা 'বিবিধ ভারতী' ধরলেই শুনতে পাবেন। আসরে অপর্ণা সেন তাঁর ভালো-লাগা গান গুলি বাজিয়ে শোনাবেন, নিজের জীবনের মজার মজার ঘটনা বলবেন, আর তার সঙ্গে থাকবে গানের বিচিত্র প্রশ্নের ধাঁধা। আপনার উত্তরগুলো আগামী বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছানো চাই। পাঠাবার ঠিকানা: গানের আসর, পোঃ বক্স ১০২১৯, কলিকাতা-১৯।
(মনে রাখবেন, ২০০০ টাকা পুরস্কার—প্রতি সপ্তাহে!)
হরলিক্স
হ'লো আসল জিনিস
হরলিক্স একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

আপনার সন্তানের হোক
ভালো চোখের দৃষ্টি
ভিটামিন 'এ'-র ঘাটতি হলে চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টির ক্ষতি হতে পারে। প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স—আপনার বাচ্চাকে তার প্রয়োজনীয় "চোখের ভিটামিন" যোগায়—পুরোমাত্রায়।
সুস্থ রক্ত
৫জনের মধ্যে ৪জন ভারতবাসীর আহারে লোহার অভাব থাকে। অথচ সুস্থ রক্তের জন্যে লোহা একান্ত প্রয়োজন। নারীত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে এমন বাড়ন্ত মেয়ের পক্ষে বিশেষ করে দরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে লোহা। দিনে মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স লোহার এই চাহিদা মেটাতে পারে।
মজবুত হাড়
বাড়ন্ত বাচ্চাদের হাড় ঠিকমত গড়ে তোলবার জন্যে দরকার ভিটামিন 'ডি'। কারণ, খাবারে যে ক্যাল্‌সিয়াম আর ফসফরাস থাকে, ভিটামিন 'ডি' তা বেশী করে কাজে লাগাতে পারে। ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এ পর্যাপ্ত পরিমাণে "হাড়ের ভিটামিন" আছে।
সিরাপ
মিনাডেক্স®
তিনগুণের এক টনিক—গ্ল্যাক্সোর তৈরী
প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স দিয়ে আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্য তিনভাবে রক্ষা করুন! কমলালেবুর স্বাদগন্ধে ভরা সিরাপ মিনাডেক্স! ওর ভালো লাগবেই। সিরাপ মিনাডেক্স-এর দাম খুব অল্প অথচ আপনার বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের জন্যে কত উপকারী!
১৭০মি.লি. মাত্র ৪টাঃ ৫৫পঃ } ট্যাক্স
৩৪০মি.লি. মাত্র ৭টাঃ ৮৬পঃ } অতিরিক্ত
গ্ল্যাক্সো ল্যাবোরেটরিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ
CMGM-2-233 R BEN

অন্যান্য চিত্রগৃহে

পূর্বাশা ৪৬-২৩৩২
১. ৪।, ৭॥
পহেচান

রাধাশ্রী (বাতানুকূল, দমদম ৫৭-৩৩০০
১॥. ৪॥, ৭॥টা
কটি পতঙ্গ

উজ্জ্বলা প্রত্যহ বেলা ১২টা
মমতাজ, মধুমতী
গোল্ডেন আইজ (রঙ্গীন)

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১২
১২॥, ৩॥, ৬॥
জয় জয়ন্তী

অলকা ৬৭-২০২৭
আজ সকাল ১০টায়
MARA-OF-THE WILDERNESS
(রঙ্গীন)

নারায়ণী তাপনিয়ঃ
৫৬-৩৩০৮
১॥, ৪॥, ৭॥টা
কটি পতঙ্গ

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৮১৯
১২॥, ৩॥, ৬টা
প্রতিবাদ (৩য় সপ্তাহ)

সুরশ্রী ৩৫-৩৮৩৬
১২, ৩, ৬
দেয়ানেয়া (উত্তম - তনুজা)

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫
১২. ৩. ৬
নবরাগ (৬ষ্ঠ সপ্তাহ)

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৬
২. ৫. ৮টা
মহারাজা

শ্যামলী ৬৭-২৩৫৮
১. ৪. ৭টায়
মহারাজা

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৭
১॥, ৪॥, ৬॥
জয় জয়ন্তী

জয়া ৫৭-৩৯৩৬ বাতানুকূল
১. ৪. ৭টায়
নবরাগ (২য় সপ্তাহ)

জেম প্রত্যহ বেলা ১১-৩০টায়
অশোককুমার, কিশোর, মধুবালা
চল্‌তি কা নাম গাড়ী
(নতুন কপি)

রূপম ফোন ঃ ৩৪-৪৩৯৭
১. ৪. ৭টায়
জবাব (Jawab)

বিনোদিনী বাগবাজার
১ ৪ ৭টা
দৈনিক পরিবর্তন
ইন্দ্রাণী

ভবানী প্রত্যহ ঃ
২. ৫. ৮টা
নাসির হোসেনের
রজত জয়ন্তী গর্বিত সঙ্গীতবহুল প্রেমচিত্র
যব পিয়ার কিসি সে হোতা হ্যায়
দেবানন্দ - আশা পারেখ প্রাণ
সঙ্গীত ঃ শংকর জয়কিষণ

ছায়া প্রত্যহ ঃ
২টা ৫টা ৮টা
সৌমিত্র ০ অপর্ণা ০ উত্তম
অভিনীত
সাড়া-জাগানো ছবি
অপরিচিত

নতুন করে পাওয়া

প্রত্যহ ঃ ১২টা - ৩টা - ৬টা - ৮-৪৫
মিনারঃবিজলীঃছবিঘর
শ্যামাশ্রী (৬ষ্ঠ) — জয়া (২য়) ও অন্যত্র

রঙমহল ফোন ৫৫-১৬১৯
আজ ঃ রবি ২॥ ও ৬টায়
বৃহ ও শনি ঃ ৬টায়
মনোজ মিত্রের
বাবাবদল
শ্রেঃ জহর রায়, হরিধন, অজিত, মৃণাল
অমরনাথ, রত্না, ইন্দিরা, সাধনা

ষ্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত ঃ ১৮৮৩ * ফোন ঃ ৫৫-১১৩৯
নতুন নাটক !
সীমা
আজ ঃ বেলা ২॥ ও ৬টায়
বৃহস্পতিবার ১৮ই মার্চ ঃ ৬টায়
॥ রূপায়ণে ॥
অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, বাসন্তী চট্টো, সুখেন দাস, পঞ্চানন ভট্টা, দীপিকা দাস, কালিদাস গাঙ্গুলী, কল্পনা মুখো, মেনকা দাস, শৈলেন মুখো, করুণ বন্দ্যো, সুনীল চক্র, প্রিয়া চট্টো, কুমারী রিঙ্কু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা

বিশ্বরূপা —ফোন— ৫৫-৩২৬২
আজ ২॥ ও ৬টায়, বৃহ ৬, শনি ২॥, ৬টায়
শেষ ১২টি অভিনয়
বেগম মেরী বিশ্বাস
কাহিনী-বিমল মিত্র
নাট্যরূপ ও নির্দেশনা রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে ঃ জয়শ্রী, সাবিত্রী, সত্য, কণিকা তরুণ, গোবিন্দ, নিমু এবং শেখর ও অনুপ

মাস থিয়েটার্স
কাল ॥ সন্ধ্যা ৭টায়
মুক্ত-অঙ্গনে
গর্কীর **মা**
নির্দেশনা ॥ জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়
হলে টিকিট

অভাবিত দর্শক সমাগমহেতু আবার
নান্দনিক-এর
চাঁপাডাঙ্গার মেলা
নির্দেশনা/সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য
মুক্তঅঙ্গনে
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায়

শতাব্দী
আজ সন্ধ্যা ৬টা
রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ
'শতাব্দী'র ॥ বাদল সরকারের
বল্লভপুরের রূপকথা
টিকিট ১. থেকে ৫. ছাত্রছাত্রী ৫০ পঃ
সকাল ৯টা থেকে হলে
সিনেমা শুধু আনন্দ, থিয়েটার দায়িত্বও বটে
॥ আরও থিয়েটার দেখুন ॥

বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম
আজ ঃ নূতন সূচী
হিন্দি ঃ বেলা ১০টা, ১২-৩০, ২টা ও রাত্রি ৮টা
বাংলা ঃ বেলা ১১টা ও বিকাল ৫টা
ইংরেজি ঃ বেলা ৩-৩০টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা

রাজেশ খান্না — যিনি ফিল্মফেয়ারের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার বিজয়ী হয়েছেন তাঁর অভিনয় দেখুন এই ছবিতে
সাচ্চা ঝুটা
(গেভাকলার)
শ্রেষ্ঠাংশে ঃ রাজেশ খান্না - মমতাজ
প্রত্যহ ঃ ১২, ৩, ৫-৪৫ ও ৮-৪৫ টা
গণেশ
প্রত্যহ ৪টি প্রদর্শনী

জনপ্রিয় সংগীতসমৃদ্ধ পারিবারিক চিত্র
শক্তি ফিল্মস-এর
কটী পতঙ্গ
প্যারাডাইস ও রক্সিতে আজ বেলা ১০-৩০টায় অতিরিক্ত প্রাতঃকালীন প্রদর্শনী

প্যারাডাইস	রক্সি	দর্পণা
২-৩০, ৫-৪৫, ৯	১-৩০, ৪-৪৫, ৮	

মেনকা	নাজ	লিবার্টি
২, ৫, ৮	২-৩০, ৫-৪৫, ৯	১২, ৩, ৬

ইষ্টালী	তসবীরমহল
২, ৫, ৮	১০, ২-১৫, ৫-১৫, ৮-৩০

চিত্রপুরী	কমল
১১-৩০, ২-৩০, ৫-৪৫, ৯	২-৩০, ৫-৪৫, ৯

নবভারত	পারিজাত
২, ৫, ৮	২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০

নারায়ণী	রাধাশ্রী
১-৩০, ৪-৩০, ৭-৩০	১-৩০, ৪-৩০, ৭-৩০

প্রফুল্ল	অতীন্দ্র	দীপক
১, ৪, ৭	১-৩০, ৪-৩০, ৭-৩০	১, ৪, ৭

উদয়ন	অনুরাধা
১-৩০, ৪-৩০, ৭-৩০	১২, ৩, ৬

রূপকথা (আসানসোল)	সুরজ (কটক)
২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০	৩-১৫, ৫-৩০, ৮-৪৫

বিহার (ঝরিয়া)	রে (ধানবাদ)
৩, ৬, ৯	৩, ৬, ৯

মেঘদূত (গৌহাটি)

আজ ও এ মাসের প্রতিটি রবিবার বেলা ৫টায়
বহুরূপীর নতুন নাটক
এ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে
বাদল সরকারের
পাগলা ঘোড়া
মঞ্চ ঃ খালেদ চৌধুরী ॥ আলো ঃ তাপস সেন
আবহ ঃ অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়
০ নির্দেশনা ঃ শম্ভু মিত্র ০
অভিনয়ে ঃ কুমার রায় ॥ কালীপ্রসাদ ঘোষ দেবতোষ ঘোষ ॥ শান্তি দাস ॥ শাঁওলী মিত্র রমলা রায় ॥ নমিতা কুমার ॥ তাপ্তী গুপ্ত
০ হলে টিকিট আজ সকাল ১০টা থেকে ০

পরিবর্তিত শো টাইম ঃ ১২, ৩, ৬
নবীনা শীতাতপনিয়ঃ
ফোন ঃ ৪৬-৮০১১
প্রিন্স আনওয়ার শা রোড - রসা রোড
জিতেন্দ্র - হেমামালিনী অভিনীত
ওয়ারিস

প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ্য
শাওন ভাদোঁ
সোসাইটি ২-৩০, ৫-৪৫, ৮-৪৫
নাজ (বিহারশরীফ) - নীলম (মুঙ্গের)
মোহন (আরা) - ভোলা (সমস্তিপুর)
জীবন (গিরিডি) - হিন্দ - প্রভাত (কটক)

কালিকা (২॥, ৫॥, ৮॥)
মেরী ভাবী
(ইস্টম্যানকলার)
* সুনীল দত্ত - ওয়াহিদা রহমান
কামিনী কৌশল - মেহমুদ

আর প্রতীক্ষা নয়....
১৯ মার্চ থেকে
অগ্রিম বুকিংএর ঘোষণা লক্ষ্য রাখুন
বনশল-রাজশ্রী প্রোডাকসন্সের নিবেদন
সংগীতময় মহান প্রণয়ালেখ্য !

শ্রী ০ প্রাচী ০ ইন্দিরা
নবীনা - অলকা - জয়া - জয়শ্রী - শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতি - ইন্দ্রধনু - রূপমহল - কৈরী চিত্রা (আসানসোল) - নিউ সিনেমা (শিলিগুড়ি) ও অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে

৪র্থ সপ্তাহে
হৃদয়স্পর্শী রোমান্স !
আশা পারেখ - জীতেন্দ্র - বলরাজ সাহনী অভিনীত

পুষ্পা পিকচার্সের
নয়া রাস্তা
খালিদ আখতার • সাহির • এন. দত্ত

পূর্বনাম ভারতী
ওরিয়েণ্ট ॥ ম্যাজেস্টিক
(২॥, ৫॥, ৮॥) (৩, ৬, ৯)
ইন্দিরা (৩, ৬, ৯)
ম্যাজেস্টিক, রবি সকাল ১০॥টায়
চেংগিস খান

রূপকার প্রযোজিত
ব্যাপিকা বিদায়
নির্দেশনা—সবিতাব্রত দত্ত
মুক্ত অঙ্গন সন্ধ্যা ৭টা ১৭।৩।৭১
হলে টিকেট

মুক্ত-অঙ্গন **শৌভনিক**
৪৬-৫২৭৭
আজ সন্ধ্যা ৬-৩০টায়
প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের জন্য
মলাটের রঙ মুহূর্ত
'প্রতিটি মুহূর্তই উপভোগ্য'
—দেশ

চাঞ্চল্যকর চিত্র মেলা
জিতেন্দ্র - হেমামালিনী - মেহমুদ অভিনীত
ওয়ারিস

অপেরা	নবীনা	পুষ্পশ্রী
২॥, ৫৸, ৯	১২, ৩, ৬	৩ ৩ ৬

রজনী - ঝর্ণা - শিবানী - সুরশ্রী

ববিতা ও জিতেন্দ্র অভিনীত
ফর্জ
প্রিয়া ১১॥, ২॥, ৫॥, ৮॥ **জেম** ২৸, ৫৸, ৮॥
স্বপ্না

মমতাজ ও জিতেন্দ্র অভিনীত
জিগরী দোস্ত
মিত্রা (২, ৫, ৮) • **গ্রেস** (২, ৫॥, ৮॥)

শাম্মী কাপুর ও রাজশ্রী অভিনীত
ব্রহ্মচারী
অজন্তা (বেহালা)

বসুশ্রী শীততাপনিয়ন্ত্রিত
আজ সকাল ১০-৩০
PETER O'TOOL & RICHARD BURTON
অভিনীত অসাধারণ ছবি !
"BECKET"
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য — রঙীন

জিতেন্দ্র - লীনা চন্দ্রভারকর - মেহমুদ
অভিনীত
জবাব
সঙ্গীত ঃ লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল
রূপালী ২॥, ৫॥, ৮॥ **রূপম** ১, ৪, ৭
নবরূপম (হাওড়া) - কুইন (বজবজ)

লোকে বলছে—
দীর্ঘ দিন এমন ছবি হয়নি

রাধা • পূর্ণ • প্রাচী
(২, ৫, ৮) (২॥, ৫৸ ৮৸) (২ ৫ ৮)
সুচিত্রা (৩য়) ॥ পার্বতী (৩য়) ॥ মায়াপুরী (৩য়) ॥ জ্যোতি (৩য়) ॥ মানসী (৩য়) কৈরী (৩য়) ॥ রম্যা (৩য়) ॥ গৌরী (৩য়) নৈহাটি সিনেমা (৩য়) ॥ বাটা সিনেমা (২য় রূপমহল (৩য়) ॥ গ্র্যান্ড (কটক)
সকালে পূর্ণতে— Masquerade
॥ মিলি পিকচার্স রিলিজ ॥

ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ধন্য
১৬শ সপ্তাহ
রামানন্দ সাগরের
গীত
ইস্টম্যানকলার
সংগীত-কল্যানজী আনন্দজী
হিন্দ (২, ৫॥, ৮॥টা) **মোহন** (হরিপাল, ৬ষ্ঠ)
গেইটী টকীজ (সম্বলপুর, ২য়) - বালাসোর টকীজ (বালাসোর, ২য়) - লক্ষ্মী টকীজ (পুরী, ২য়) - অপ্সরা (রাউরকেলা) অলকা (বেগুসরাই) এবং আজ থেকে ঃ নবনির্মিত চিত্রগৃহ উত্তরা (কাটোয়া)

তরুণ অপেরা
৫৫-৭১২১
১৬ই মার্চ জামবনী হাইস্কুল।
১৭ই মার্চ শংকরআড়া তমলুক
ব্রাঞ্চ অফিস হাতিবাগান বাজারের দ্বিতলে রূপমঞ্চ কার্যালয়ে
৫৫-১৬০০

দশম সপ্তাহ !
অপ্রতিহত জনপ্রিয়তার সঙ্গে চলছে
সঙ্গীতবহুল চিত্রার্ঘ্য
দেব আনন্দ - হেমামালিনী - প্রান অভিনীত
জনী মেরা নাম
ইস্টম্যানকালার

জ্যোতি	মুনলাইট	বসুশ্রী
২. ৫।, ৮৷	২. ৫॥. ৮৸	২. ৫॥ ৮৸

পূর্ণশ্রী	পার্কশো	প্যারামাউন্ট
২, ৫।, ৮॥	২॥ ৫৸ ৯	২।, ৫॥, ৮৸

অলকা ১, ৪।, ৭॥
নিউ সিনেমা (আসানসোল) - গ্র্যান্ড (কটক) - এলফিনস্টোন (পাটনা)
রবিবার বেলা ১০॥টায় মুনলাইটে অতিরিক্ত প্রদর্শনী

প্রাক্ রজত-জয়ন্তী সপ্তাহে
যুগোপযোগী অনবদ্য ছবি !

কলামন্দিরের
এখানে পিঞ্জর
উত্তম অপর্ণা দিলীপ মুখার্জী
পরিচালনা যাত্রিক • সংগীত ভূপেন হাজারিকা

প্রত্যহ বেলা ১২, ৩-১৫ ও ৬-১৫ মিঃ
রূপবাণী • ভারতী • অরুণা
শৈলশ্রী - রূপমন্দির - নিউ লাইট
রবীন্দ্র - মগরা সিনেমা - ফাল্গুনী
শ্রীগুরু - বিচিত্রা ও চিত্রালয়

সুশীল নাট্য কোম্পানীর
করুণরসাত্মক **স - র - লা**
হাস্যরসাত্মক **জোর বরাত**
— শ্রেষ্ঠাংশে —
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
আগামী আকর্ষণ
? ? ? কিউবার বিপ্লব
ডাঃ পঞ্চানন ঘোষালের রক্ত নদীর ধারা
* * * * * * * *
১১৩নং রবীন্দ্র সরণী — ফোন ঃ ৫৫-৫৮৩১

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ ৩৫-৫৫৯৮
সমরেশ বসুর
সওদাগর
আসছে

মিনার্ভা — ৩, ৬, ৯টা

Columbia Pictures presents
An Irving Allen production
"Run Wild, Run Free"
...a movie that will run away with your heart!
Technicolor

শুভমুক্তি শুক্রবার ২৬শে মার্চ !
বৈচিত্র্যময় জীবনের ঘটনার ঘনঘটায় কঠিন বাস্তবের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি —

বসুশ্রী ঃ বীণা ঃ মিত্রা
এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে।

গ্লোব ১২, ৩, ৬
উত্তরা
উজ্জলা
পূরবী
১২, ৩, ৫৸, ৮॥
লক্ষ্মশ্রী ২, ৪৸, ৭।
মৃণালিনী
যোগমায়া
অশোকা - মায়া
রূপালী
কল্যাণী - চম্পা
শঙ্কর
[illegible] ৯॥টায়
গ্লোব

জোড়হাটের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

গৌহাটি, ১৩ মারচ—আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (নব) দলের এম এল এ ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীদেবেশ্বর শর্মার বিরুদ্ধে তাঁর একটি প্রবন্ধ ও সংবাদপত্রে সা-প্রতিক একটি বিবৃতির জন্য 'উপযুক্ত ব্যবস্থা' গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী বি সি ভগবতীর কাছ থেকে এই খবর পাওয়া গিয়েছে।

শ্রীশর্মার ওই প্রবন্ধে ও বিবৃতিতে নব কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা ও বিরোধিতা করা হয়েছিল।

শ্রীভগবতী সাংবাদিকদের কাছে বলেন ঃ দলের সদস্য হয়ে জোড়হাটের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীদেবেশ্বর শর্মা এমন কিছু বলেছেন যা নির্বাচনে দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে যেতে পারে। সেই সম্পর্কে তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, শ্রীশর্মার উত্তর পাওয়ার পরই তাঁর সম্পর্কে আমরা ব্যবস্থা নেব। —পি টি আই

আসামে নব কংগ্রেসের ভোটের হারও এবার বেড়েছে

শিলং, ১৩ মারচ—আসামে লোকসভার নির্বাচনে এবার নব কংগ্রেস ১৩টি আসনের সব ক'টিতেই জয়লাভ করেছে। দলের পক্ষে প্রদত্ত ভোটের শতকরা হারও বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯·২ শতাংশ হয়েছে (গত সাধারণ নির্বাচনে ছিল ৪৫·৮ শতাংশ)। এবার নব কংগ্রেস ১৭,২৪,২৫৪ ভোট পায়। গতবার পেয়েছিল ১৩,৬৯,৭১৫ ভোট।

আদি কংগ্রেস ১০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে একটিতেও জিততে পারেনি। বরঞ্চ দলের সকল প্রার্থীরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সি পি আই, পি এস পি ও পি ডি পি প্রত্যেকে পাঁচটি করে আসনে প্রার্থী দেয়, কিন্তু একটিও পায় না। এস এস পি ও জনসংঘ যথাক্রমে চারটি ও একটি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল, কিন্তু জিততে পারেনি। স্বতন্ত্র দলের একমাত্র প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। একটি আসন পেয়েছে সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ সম্মেলন। এছাড়া সি পি এম, আর সি পি আই, এস ইউ সি প্রভৃতি দলও কোন আসন পায়নি। —পি টি আই

আসাম বিধানসভায় নব কংগ্রেসের সদস্য বৃদ্ধি

শিলং, ১৩ মারচ—আসাম বিধানসভার নির্দল সদস্য শ্রীরথীন্দ্রনাথ সেন আজ একটি বিবৃতিতে বলেন, তিনি ১০ মারচ নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

এর ফলে আসামে নব কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ৭৫ জন। —পি টিআই

জনপ্রিয় ১১শ সপ্তাহ
প্রিয়নী অভিনীত প্রসাদ কলা চিত্র
হর পার্বতী
ইস্টম্যানকালার
পরিচালনা-উমাপ্রসাদ মৈত্র • সঙ্গীত-সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
আলেয়া প্রত্যহ ২ - ৫ - ৮ ও অন্যত্র

শ্রী ৩, ৬, ৯
দশ লাখ
(ইস্টম্যানকলার)
* সঞ্জয় ॥ ববিতা ॥ হেলেন

এক মহান চিত্রের পুনঃপ্রদর্শন
বৈজয়ন্তীমালা — রাজেন্দ্রকুমার
অভিনীত
সূ-র-জ
(টেকনিকলার)
খান্না প্রত্যহ ১-৩০, ৫-৪৫, ৮

আজ
এবং
প্রতি রবিবার

বিবিধ ভারতীতে
রেডিও সূচী
সময়
১-৪৫টা হইতে ২টা পর্যন্ত
সূত্রধার
আমিন সায়ানি

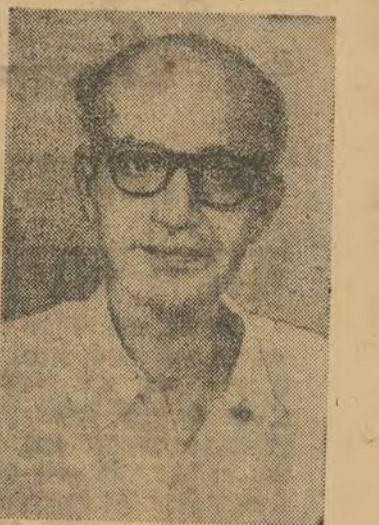

সুশীতল রায়চৌধুরী

হৃদরোগে নকশাল নেতা সুশীতল রায়চৌধুরীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোরটার

শীর্ষ স্থানীয় নকশাল নেতা শ্রীসুশীতল রায় চৌধুরী শনিবার সকালে কলকাতায় মারা গিয়েছেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ কলকাতায় একটি নারসিং হোমে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে বলে তার চিকিৎসকের অভিমত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ন'মাস আগে তাঁকে গ্রেফতারের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। সেই থেকেই তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। তাঁর বয়স হয় ৫৬ বছর। স্ত্রী ও দুই পুত্র রয়েছেন।

তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অমিয়া রায়চৌধুরী বললেন, গত ছ' মাসের মধ্যে দুবার তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এদিন সকাল সাড়ে সাতটায় তিনি টেলিফোনে খবর পান সাতটা নাগাদ হঠাৎ আবার হৃদরোগাক্রান্ত হয়ে তিনি (রায় চৌধুরী) মারা গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দক্ষিণ কলকাতার ওই নারসিং হোমে চলে যান। সেখান থেকে গাড়িতে করে মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে এসেছেন।

পুলিশ সূত্রে বলা হয় বেলা একটা নাগাদ খবর পেয়ে লালবাজার থেকে সশস্ত্র পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। স্বাভাবিক মৃত্যু কিনা পুলিশ নিজেরা পরীক্ষা করে দেখতে চায়। তারপর মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য দেওয়া হবে। রাত্রে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডি সি শ্রীদেবী রায় বলেন, মৃতদেহ নিয়ে এসে মর্গে রাখা হয়েছে। আজ রবিবার পরীক্ষা করে দেখা হবে।

সুশীতলবাবুর ছোট ছেলে সুশান্তকে প্রায় একমাস আগে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাঁকে জামিন দেওয়া হয় নি। পুলিশ পাহারায় তাঁকে নিয়ে এসে মৃত পিতার অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিতে দেওয়া হবে বলে শ্রীরায় জানান।

হিমাচল প্রদেশে দশজনের জামানত জব্দ

সিমলা, ১৩ মারচ—হিমাচল প্রদেশে মাত্র দু'মাস আগে একটি প্রথম অনুষ্ঠিত এই লোকসভা নির্বাচনে তিনজন নব কংগ্রেস প্রার্থীর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া আর সকলেরই জামানত জব্দ হয়েছে।

যাঁদের জামানত জব্দ হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন রাজ্য জনসংঘের সভাপতি শ্রীজগদেব চাঁদ। তিনি নব কংগ্রেস প্রার্থী নবাগত শ্রীনারায়ণ চাঁদ পরাশরের কাছে হামিরপুরে এক লক্ষের বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন। জনসংঘের একমাত্র শ্রীসর্বন ডুমানের জামানত জব্দ হয়নি। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন কাংরা থেকে।

সিমলা ও কাংরা থেকে নব কংগ্রেসের শ্রীপ্রতাপ সিং ও শ্রীবিক্রম মহাজন বিপুল ভোটাধিক্যে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

হিমাচলের চতুর্থ আসনটিতে নির্বাচন হবে মে মাসে। রাজ্যের মর্যাদা লাভের পর হিমাচলের দুটি আসন কমে গিয়েছে।

জামানত জব্দ হয়েছে হিমাচল প্রদেশের এমন প্রার্থীর সংখ্যা দশ। —পি টি আই ও ইউ এন আই

উত্তরপ্রদেশে এস ভি ডি মন্ত্রিসভার সংকটের আশংকা

নিজস্ব সংবাদদাতা

লখনউ, ১৩ মারচ—লোকসভার নির্বাচনে উত্তর প্রদেশেও নব কংগ্রেসের বিরাট সাফল্যের ফলে রাজ্যে এস ভি ডি সরকার শরিক দলগুলি হতভম্ব। ঐ আঘাত সামলে উঠতে তাদের সময় লাগবে। এদিকে শ্রী টি এন সিং-এর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা নতুন সংকটের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়।

এস ভি ডি-র কয়েকটি শরিক দলের মতে—নির্বাচনের ফলাফল দেখে তাদের চোখ খোলা উচিত এবং মন্ত্রিসভাকে রক্ষা করার জন্য নতুন করে যৌথ কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। এদিকে অন্য কয়েকটি দল মনে করেন—এস ভি ডি নেতাদের খোলাখুলিভাবে জনমতের রায় স্বীকার করে নেওয়া উচিত এবং রাজ্য প্রশাসনের দায়িত্ব নব কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। অন্যান্যদের মধ্যে বিশিষ্ট আদি কংগ্রেস শ্রী সি পি গুপ্তও নাকি এইমত সমর্থন করেন। তবে বি কে ডি নেতা শ্রীচরণ সিং কি ভূমিকা নেন, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। শ্রীসিং ও তাঁর দলের প্রার্থীরা নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে হেরেছেন।

বাণীপুরের শারীরিক ট্রেনিং কলেজ ২২ মারচ খুলবে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা শনিবার জানান যে, বাণীপুরের শারীরিক শিক্ষার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং কলেজটি ১৫ মারচের পরিবর্তে ২২ মারচ খুলবে।

বিধানসভায় যাঁরা এলেন

(তালিকা অসম্পূর্ণ)

নব কংগ্রেস

১। প্রফুল্লকান্তি ঘোষ—কাশীপুর
২। নেপালচন্দ্র রায়—জোড়াবাগান
৩। দেওকীনন্দন পোদ্দার—জোড়াসাঁকো
৪। রামপিয়ারী রাম—কবিতীর্থ
৫। ডঃ কানাইলাল সরকার—আলিপুর
৬। অর্ধেন্দুশেখর নসকর—বেলেঘাটা (দক্ষিণ)
৭। বিনয় ব্যানারজি—শিয়ালদহ
৮। সামসুজ্জোহা—বিদ্যাসাগর
৯। খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল—রাজারহাট
১০। চন্দ্রনাথ মিশ্র—স্বরূপনগর
১১। কাজি আবদুল গফফর—বাদুড়িয়া
১২। ললিতকুমার ঘোষ—বসিরহাট
১৩। মোল্লা তাসামাতুল্লা—হাসনাবাদ
১৪। এস এম আবদুল্লা—গারডেনরিচ
১৫। সত্যনারায়ণ সিং—ভাটপাড়া
১৬। শংকরলাল মুখারজি—হাওড়া (উত্তর)
১৭। ভূপতি মজুমদার—চুঁচুড়া
১৮। মদনমোহন মিদ্ধা—গোঘাট
১৯। ব্রজকিশোর মাইতি—নারায়ণগড়
২০। বুধনচন্দ্র টুডু—কেশিয়ারি
২১। রামকৃষ্ণ মাহাতো—জয়পুর
২২। শরৎ দাস—পারা
২৩। শতদল মাহাতো—হুরা
২৪। ভবতারণ চক্রবর্তী—বিষ্ণুপুর
২৫। রামদাস ব্যানারজি—কুলটি
২৬। চৌধুরী আবদুল করিম—চোপরা
২৭। সরাফৎ হোসেন—গোয়ালপোখর
২৮। ডাঃ রমেন্দ্রনাথ দত্ত—রায়গঞ্জ
২৯। দেবেন্দ্রনাথ রায়—কালিয়াগঞ্জ
৩০। ভবানী পাল—ধূপগুড়ি
৩১। অনুপম সেন—জলপাইগুড়ি
৩২। ভগবান সিংহ রায়—রাজগঞ্জ
৩৩। অতুলচন্দ্র সরকার—সাগরদীঘি
৩৪। আবদুস সাত্তার—লালগোলা
৩৫। শংকরদাস পাল—বহরমপুর
৩৬। অতীশচন্দ্র সিংহ—কান্দি
৩৭। হরেন হালদার—খড়গ্রাম
৩৮। ঈশ্বর টিরকি—ফাঁসিদেওয়া
৩৯। প্রবোধকুমার সিংহ রায়—কুমারগঞ্জ
৪০। মোসলেমুদ্দিন আহমেদ—গঙ্গারামপুর
৪১। বীরেন্দ্রবিজয় মল্ল দেও—ঝাড়গ্রাম
৪২। হরিশচন্দ্র মহাপাত্র—গোপীবল্লভপুর
৪৩। রামকৃষ্ণ বড়—বিষ্ণুপুর (পূর্ব)
৪৪। মহাদেব চট্টোপাধ্যায়—পুরশুরা
৪৫। মদনমোহন মাহাতো—কাশীপুর
৪৬। মহম্মদ ইদ্রিস আলি—মুরশিদাবাদ
৪৭। কিংকর মাহাতো—ঝালদা
৪৮। ডেনিস লাকড়া—তালচিনি
৪৯। সুনীল কর—কোচবিহার (উত্তর)
৫০। মহম্মদ গফরুর রহমান—মালদা
৫১। আবদুল রউফ আনসারি—তালতলা
৫২। সুধীর বেরা—দাসপুর
৫৩। মহম্মদ সোহরাব—সুতী
৫৪। শিশিরকুমার ঈশোর—তুফানগঞ্জ
৫৫। অরুণ মৈত্র—শিলিগুড়ি
৫৬। সুনীলমোহন ঘোষ মৌলিক—বারওয়ান
৫৭। রামকৃষ্ণ সারোগী—বড়বাজার
৫৮। সন্তোষকুমার রায়—কোচবিহার (দক্ষিণ)
৫৯। সামসুদ্দিন আহমেদ—কালিয়াচক
৬০। ডাঃ মহম্মদ ফজলে হক—সিতাই
৬১। আনন্দমোহন বিশ্বাস—হাঁসখালি
৬২। রজনী দাস—কোচবিহার পশ্চিম
৬৩। বীরেন্দ্রনাথ রায়—মাথাভাঙ্গা
৬৪। যোগেশচন্দ্র সরকার—দিনহাটা
৬৫। বিজয় দাস—পিংলা
৬৬। জগদানন্দ রায়—ফলাকাটা
৬৭। পত্রাস হেমরম—তপন
৬৮। বীরেশ্বর রায়—বালুরঘাট
৬৯। জয়নাল আবেদিন—ইটাহার
৭০। লক্ষ্মীকান্ত বসু—রাসবিহারী
৭১। সুব্রত মুখারজি—বালীগঞ্জ
৭২। আবদুল বরকত আতাউল গণিখান চৌধুরী—সুজাপুর
৭৩। জোখিলাল মণ্ডল—মানিকচক
৭৪। পীযূষকান্তি মুখারজি—কুমারগ্রাম
৭৫। অ্যানটনি টপনো—মাল
৭৬। তরুণকান্তি ঘোষ—হাবড়া
৭৭। কমলাকান্ত হেমরম—ছাতনা
৭৮। শান্তিকুমার দাশগুপ্ত—হাওড়া (দক্ষিণ)
৭৯। বিজয় সিং নাহার—বোবাজার
৮০। শীতলচন্দ্র হেমরম—বান্দোয়ান
৮১। গঙ্গাধর প্রামাণিক—হাড়োয়া
৮২। ডাঃ গোপাল দাস নাগ—শ্রীরামপুর
৮৩। সনৎকুমার মুখারজি—পুরুলিয়া
৮৪। সীতারাম মাহাতো—মানবাজার
৮৫। নিতাই দেশমুখ—আরশা
৮৬। কাশীনাথ মিশ্র—বাঁকুড়া
৮৭। চণ্ডীপদ মিত্র—গাইঘাটা

সি পি এম

১। মহঃ নিজামুদ্দিন—এন্টালি.
২। বিমল মিস্ত্রি—বারুইপুর
৩। নিরঞ্জন মুখারজি—বেহালা (পূর্ব)
৪। রবীন মুখারজি—বেহালা (পঃ)
৫। প্রভাস রায়—বিষ্ণুপুর (পশ্চিম)
৬। যতীশ রায়—ফলতা
৭। আবদুল কায়ুম মোল্লা—ডায়মণ্ডহারবার
৮। মুকুন্দরাম মণ্ডল—কুলপি
৯। গোপাল বসু—নৈহাটি
১০। যামিনী সাহা—নোয়াপাড়া
১১। মহঃ আমিন—টিটাগড়
১২। সাধন চক্রবর্তী—খড়দহ
১৩। জয়কেশ মুখারজি—ডোমজুড়
১৪। রাজকুমার মণ্ডল—উলুবেড়িয়া (উত্তর)
১৫। বটকৃষ্ণ দাস—উলুবেড়িয়া (দক্ষিণ)
১৬। মণীন্দ্র জানা—জাঙ্গীপাড়া
১৭। কাজি সাফিউল্লা—চণ্ডীতলা
১৮। ভবানী মুখারজি—চন্দননগর
১৯। ব্রজগোপাল নিয়োগী—পোলবা
২০। কাশীনাথ রায়—ধনিয়াখালি
২১। নন্দরানী দল—ঘাটাল
২২। মোহিনীমোহন পাণ্ডা—তালডাংরা
২৩। অশ্বিনী রাজ—বরজোড়া
২৪। বামাপদ মুখারজি—হীরাপুর
২৫। হারাধন রায়—রানীগঞ্জ
২৬। দিলীপ মজুমদার—দুর্গাপুর
২৭। আনন্দপ্রসাদ পাঠক—জোড়বাংলো
২৮। অনাথবন্ধু ঘোষ—ভাতার
২৯। অনিল রায়—গলসী
৩০। দেবব্রত দত্ত—বর্ধমান (উত্তর)
৩১। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী—বর্ধমান (দঃ)
৩২। হরেকৃষ্ণ কোঙার—কালনা
৩৩। মনসুর হবিব—মাদনঘাট
৩৪। হরমোহন সিংহ—কাটোয়া
৩৫। প্রশান্ত মুখারজি—বোলপুর
৩৬। দেবী বসু—নবদ্বীপ
৩৭। অমৃতেন্দু মুখারজি—কৃষ্ণনগর (পশ্চিম)
৩৮। গৌর কুণ্ডু—রাণাঘাট (পশ্চিম)
৩৯। দেবনারায়ণ চক্রবর্তী—পানডুয়া
৪০। অবিনাশ প্রামাণিক—বলাগড়
৪১। ক্ষিতিভূষণ রায় বর্মণ—বজবজ
৪২। সুখেন্দু খান—সোনামুখী
৪৩। জিয়াৎ আলি—ফরাক্কা
৪৪। মদন সাহা—খানাকুল
৪৫। মোল্লা হুমায়ুন কবীর—পূর্বস্থলী
৪৬। ষোড়শী চৌধুরী—চন্দ্রকোণা
৪৭। গোকুলানন্দ রায়—রায়না
৪৮। পূর্ণচন্দ্র মালিক—খণ্ডঘোষ
৪৯। হরিপদ মুখারজি—চাঁপদানী
৫০। বিক্রম টুডু—বলরামপুর
৫১। ডাঃ লোকেশ ঘোষ—আসানসোল
৫২। নন্দ বাউরি—রাজনগর
৫৩। প্রশান্তকুমার প্রধান—ভগবানপুর
৫৪। জগদীশচন্দ্র দাস—খেজুরি
৫৫। মহম্মদ আবদুল বারি—ডেমকল
৫৬। নরেশচন্দ্র বিশ্বাস—রাণাঘাট (পূর্ব তপঃ)
৫৭। নুরুল ইসলাম—কালিয়াচক
৫৮। সাহাবুদ্দিন মণ্ডল—নয়াগ্রাম
৫৯। হরিসাধন মিত্র—শিবপুর
৬০। পান্নালাল মাঝি—উদয়নারায়ণপুর
৬১। বরীন কোলে—আমতা
৬২। সাহাবুদ্দিন মণ্ডল—চাপড়া
৬৩। ব্রজমোহন মুখারজি—রামপুরহাট
৬৪। ননী কর—অশোকনগর
৬৫। সুচাঁদ সরেন—রাণীবাঁধ
৬৬। কৃষ্ণপদ ঘোষ—বেলেঘাটা (উত্তর)
৬৭। সুধীর ভাণ্ডারী—মহেশতলা
৬৮। রাধিকা ব্যানারজি—কামারহাটি
৬৯। পতিতপাবন পাঠক—বালী
৭০। গোপাল গায়েন—হিঙ্গলগঞ্জ
৭১। কালীপদ বাউরি—গঙ্গাজলঘাটি
৭২। অনিলা দেবী—মানিকতলা
৭৩। লক্ষ্মী সেন—বেলগাছিয়া

আর সি পি আই (কুমার)

১। সুধীন কুমার—হাওড়া (মধ্য)
২। ত্রিলোচন মাল—হাসন
৩। বিমলানন্দ মুখারজি—শান্তিপুর

ফরওয়ারড ব্লক (মাঃ)

১। রাম চাটারজি—তারকেশ্বর
২। কালীপদ দাস—জামালপুর

বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস

১। সনৎকুমার ব্যানারজি—ফরিদপুর
২। প্রয়াগ মণ্ডল ইঁদপুর

ওয়ারকারস পারটি

১। চিত্তরঞ্জন বসু—হরিপাল

নির্দল

১। বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়—নবগ্রাম
২। গোলাম মহিউদ্দিন—নলহাটি

সি পি আই

১। সোমনাথ লাহিড়ী—ঢাকুরিয়া
২। বিশ্বনাথ মুখারজি—মেদিনীপুর
৩। শেখ ওমর আলি—পাঁশকুড়া (পঃ)
৪। অজিত বসু—সিঙ্গুর
৫। কৃষ্ণপ্রসাদ দুলে—গড়বেতা (পূঃ)
৬। পাঁশকুড়া (পূর্ব)—গীতা মুখারজি
৭। ভূপাল পাণ্ডা—নন্দীগ্রাম
৮। কানাই ভৌমিক—ময়না
৯। বিমলকান্তি দাস—ইংলিশবাজার
১০। লকচাঁদ ফুলমালি—ময়ূরেশ্বর
১১। অজিত গাঙ্গুলী—বনগাঁ

ফরওয়ারড ব্লক

১। অপূর্বলাল মজুমদার—বাগদা
২। সরল দেব—বারাসত
৩। মিহিরকুমার রায়—মেখলিগঞ্জ

এস ইউ সি

১। প্রতিভা মুখারজি—সিউড়ি
২। হরিপদ বাউরি—রঘুনাথপুর
৩। সুবোধ ব্যানারজি—জয়নগর
৪। ফজলে আহমেদ—মুরারই

গোরখা লীগ

১। দেওপ্রকাশ রাই—দারজিলিং
২। মদনকুমার প্রধান—কালিমপঙ

বাংলা কংগ্রেস

১। অজয়কুমার মুখারজি—তমলুক
২। শুভেন্দু মণ্ডল—মগরাহাট (পঃ)
৩। বানেশ্বর পাত্র—সাতাহাটা

বিদ্রোহী এস এস পি

১। কাশীকান্ত মৈত্র—কৃষ্ণনগর (পূর্ব)

মুসলীম লীগ

১। বদরুদ্দিন আহম্মদ—জঙ্গীপুর
২। মহঃ সমারুন বিশ্বাস—ভগবানগোলা
৩। আফতাবুদ্দিন আহম্মদ—হরিহরপাড়া
৪। গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল—নাকাশীপাড়া
৫। হারুণ অল রসীদ—দেগঙ্গা
৬। নাসিরুদ্দিন খান—নওদা

আর এস পি

১। তিমিরবরণ ভাদুড়ি—বেলডাঙ্গা
২। গণেশ মণ্ডল—গোসাবা

আদি কংগ্রেস

১। প্রফুল্লচন্দ্র সেন—আরামবাগ

ঝাড়খণ্ড

১। বাবুলাল সরেন—রায়পুর

জনসংঘ

১। প্রফুল্লকুমার সরকার—জলঙ্গী

পি এস পি

১। সুধীর দাস—কাঁথি দক্ষিণ
২। অনিলকুমার মান্না—কাঁথি উত্তর

নূতনে পুরাতনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইলা মিত্র (সি পি আই) সি পি এমের শ্রীমতী অনিলা দেবীর কাছে পরাজিত হয়েছেন। জয়নগর থেকে এস ইউ সি-র শ্রীসুবোধ ব্যানারজি এবার সামান্য ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন। কিন্তু প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের আরও তিনজন মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী, শ্রীচারুমিহির সরকার ও শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত এবার নির্বাচিত হতে পারেন নি। শ্রীসরকারের জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। রাজ্য নব কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ এবারও হাবড়া কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন। পরাজিতের দলে আছেন সি পি এম-এর শ্রীসাধন গুপ্ত, শ্রীশচীন সেন ও শ্রীমৃগেন ভট্টাচার্য; সি পি আই-এর সাধনা সেন ও শ্রীদেবেন দাস; আর এস-পি-র শ্রীনীলরতন সিংহ (কলকাতার ডেপুটি মেয়র), নব কংগ্রেসের শ্রীজগদীশ সিংহ এবং আদি কংগ্রেসের শ্রীনির্মলেন্দু দে।

বিজয়ীদের দলে আছেন প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ (সি পি এম), নবকংগ্রেসের ডাঃ জয়নাল আবেদিন, বিদ্রোহী এস এস পি-র শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, নবকংগ্রেসের শ্রীপীযূষ মুখারজি ও গোরখা লীগের শ্রীদেওপ্রকাশ রাই।

পুরুলিয়া লোকসেবক সংঘের হাতছাড়া

স্টাফ রিপোর্টার

পুরুলিয়ায় এবার লোকসেবক সংঘ একটিও আসন পায়নি। গতবার তাঁরা চারটি আসন পেয়েছিলেন।

পুরুলিয়া লোকসভার আসনটিও লোকসেবক সংঘের হাত থেকে নব কংগ্রেসের হাতে চলে গিয়েছে।

সংঘ এবার বিধানসভার ১১টি এবং লোকসভার ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

নব কংগ্রেসের জয়ের মূলে ইন্দিরা ভক্তি

—দিল্লি জনসংঘ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৩ মারচ—আজ এখানে দিল্লি প্রদেশ জনসংঘের ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয়। সভায় এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে, 'নব কংগ্রেসের এই জয়ের মূলে আছে ইন্দিরা ভক্তি। গত দেড় বছর ধরে নির্বাচনী অভিযানে এই ইন্দিরা পূজাকে কাজে লাগানো হয়েছে।'

নব কংগ্রেস রেডিও টেলিভিশন প্রভৃতি সরকারী প্রচারযন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ নিয়েছে এই অভিযোগও করা হয়।

এর আগের লোকসভায় দিল্লির সাতটি আসনের মধ্যে জনসংঘ ছয়টি দখল করেছিল। এবার সব কটি আসনই নব কংগ্রেসকে দিতে হয়েছে। পরাজিত শ্রীবলরাজ মাধোকও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দলের বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণের জন্য শীঘ্রই জনসংঘের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হবে।

থেবর নির্বাচিত

মাদুরাই, ১৩ মারচ—সারা ভারত ফরওয়ারড ব্লকের অস্থায়ী চেয়ারম্যান শ্রী পি কে মুকিয়া থেবর লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। —পি টি আই

গণতান্ত্রিক শক্তির বিরাট জয়

—সি পি আই

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৩ মারচ—ভারতের কমিউনিসট পারটির মতে লোকসভার এই নির্বাচনের ফলাফল গণতান্ত্রিক শক্তির বিরাট জয় সূচিত করে।

দলের কেন্দ্রীয় মুখপত্র নিউ এজ-এ এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে, জনগণ আবারও ইতিহাস সৃষ্টি করলো। তারা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে নির্মূল করে দিয়েছে।

ওই নিবন্ধে আরও বলা হয়েছে, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দলের নীতি যে সঠিক তা নির্বাচনের এই ফলাফল থেকে প্রমাণিত হয়েছে। বামপন্থী দলগুলির মধ্যে সি পি আই-এর সাফল্যই সব থেকে বেশি। সি-পি আই এখন পর্যন্ত ১৯টি আসনে জয়লাভ করেছে। নব কংগ্রেসের সংগে বোঝাপড়া করাতেই এই সাফল্য। পশ্চিম বাংলাতেও দল আরও তিন-চারটি আসন লাভ করবে।

ওই নিবন্ধে আরও বলা হয়েছে, এখন একথা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে জাতীয় ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক দলগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত জরুরী। এই ধরনের ঐক্য সৃষ্টিতে এস এস পি ও সি পি এম প্রতিবন্ধক। এস এস পি-র ঝোঁক ছিল দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির দিকে। আর সি পি এম তার সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে বেছে নেয় সি পি আই-এর বিরোধিতা ও ঐক্য-বিরোধী মনোভাব।

মধ্যপ্রদেশের সেচমন্ত্রীর পদত্যাগ

ইনদোর, ১৩ মারচ—লোকসভার নির্বাচনে নব কংগ্রেসের বিরাট জয়লাভ হওয়ায় মধ্যপ্রদেশের আরও একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন। তিনি হলেন সেচমন্ত্রী শ্রীচাঁদমল লুনিয়া। —ইউ এন আই

নব কংগ্রেস সংসদীয় দলের ... নেতা নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনেক বেশি। তাঁরা দলকে আর আত্মতুষ্ট হতে দেবেন না।

অবশ্য তিনি বলেন ১৯৬৭ সনের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেও কংগ্রেস ব্যর্থ হয়নি।

শ্রীজগজীবন রাম বলেন, ১৯৬৭ সনের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের যে বিরাট বিপর্যয় হয়েছে তার কারণ ঐ সময় কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব চরমে উঠেছিল। গত পাঁচ বছর সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তারপর লোকে বুঝতে পেরেছে দেশের ভালো করতে পারে এমন দল একমাত্র কংগ্রেসই। তাই নব কংগ্রেসের এই বিস্ময়কর সাফল্য।

তিনি বলেন, জনগণ তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। কোন শক্তিই তাদের বঞ্চিত করতে পারবে না। নির্বাচনের ফলে দেখা যাচ্ছে, জনসাধারণ নিজেরাই বিপ্লব নিয়ে এসেছে। সুতরাং নব কংগ্রেসের দায়িত্বও বেড়েছে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজগজীবন রাম বলেন, 'ঘটনা তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাবে। যে সব রাজ্যে বিরোধী দল সরকার গঠন করেছে তাঁর দল সেই সরকারের পতন ঘটাতে চেষ্টা করবে না।' —ইউ এন আই

ভারতের জন্য ১১৬ কোটি টাকা মারকিন ঋণ

নয়াদিল্লি, ১৩ মারচ—ভারতের শিল্প এবং কৃষি উভয় ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের (১১৬ কোটি ২৫লক্ষ টাকার) একটি ঋণ চুক্তি আজ সম্পাদিত হয়েছে। এটি হবে ১৯৬২ থেকে, ভারতের প্রতি আমেরিকার প্রকল্প-বহির্ভূত ত্রয়োদশ সংখ্যক ঋণ। চল্লিশ বছরে ডলারে এই ঋণ শোধ করতে হবে। সুদের হার প্রথম দশ বছর দুই শতাংশ এবং তারপর তিন শতাংশ।

ভারত এই ঋণের টাকায় উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে ইসপাত, লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়ম, অন্যান্য ধাতু, সার, কীটঘ্ন, কৃষি-যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্রের জন্য জিনিসপত্র আমদানি করতে পারবে। এর ফলে একদিকে কৃষিতে সবুজ বিপ্লব অব্যাহত থাকবে অন্যদিকে ইনজিনিয়ারিং শিল্পে ভারতের রফতানি বাড়ানো যাবে।

চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অর্থ মন্ত্রকের সচিব ডঃ আই জি প্যাটেল ও মারকিন রাষ্ট্রদূত শ্রী কেনেথ কীটিং। —পি টি আই

লরী দুর্ঘটনায় চার ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা

উত্তর লাখিমপুর, ১২ মারচ—এখানে এক লরী দুর্ঘটনায় এক পরিবারের চার হচ্ছে। ওই পরিবারটি যখন জিনিসপত্র ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন বলে আশংকা করা নিয়ে লরী করে এক স্থান থেকে অন্যত্র যাচ্ছিলেন, তখনই ওই দুর্ঘটনা ঘটে। লরীটি একটি মটর গাড়িকে পাশ দিতে গিয়ে রাস্তার ধারে এক খাদে গিয়ে পড়ে। চালক ও অপর তিন আরোহীকে স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

উত্তর লাখিমপুর বিচ্ছিন্ন

এক শ্রেণীর বিমান কর্মীদের 'নিয়মমাফিক' কাজ করার দরুণ উত্তর লাখিমপুর দেশের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গত সাত দিনেও বেশী হল স্থানীয় লীলাবাড়ি বিমান বন্দর ও কলকাতার মধ্যে কোন বিমান চলাচল করেনি।

বিয়ের ভোজে…

শুধু তাই নয়, যেখানে খুশী খান, যত খুশী খান, যখন খুশী খান—অম্বল, পেটব্যথা, পেটফাঁপা, বমিবমি ভাব, পেটের যেকোন গোলমালে চটপট আরাম দেবে একমাত্র ম্যাকলীন ব্র্যাণ্ড ইনডিজেশন পাউডার।

ভয় কি ওঁর, ম্যাকলীন ইনডিজেশন পাউডার রয়েছে

ম্যাকলীন ব্র্যাণ্ড ইনডিজেশন পাউডার

BLM 6065B

কেটে গেছে!
চটপট বার্নল লাগান
শীতল আরামদায়ক ওষুধ

বার্নলের অ্যান্টিসেপটিক উপাদান অন্যান্য ওষুধের মত ক্রীমের ভেতরের স্তরে আবদ্ধ থাকে না, একেবারে ওপরের স্তরেই থাকে—যার ফলে চট করে ঘা সারাতে পারে, সংক্রমণ রোধ করে।

বার্নল, ঘা সারানোর সঙ্গে সঙ্গে শীতল করে, আরাম দেয়। তরল অ্যান্টিসেপটিকের মত এতে জ্বালা করে না।

বার্নল দিয়ে বাঁধা ব্যাণ্ডেজ, ঘায়ে কোনো যন্ত্রণা না দিয়ে সহজে খুলে আসে—ঘায়ের মুখ ছিঁড়ে যায় না।

বাড়ীতে দুর্ঘটনা লেগেই থাকে! খেলতে গিয়ে ছেলেপুলেদের লেগে যায়ই। কুটনো কুটতে গিয়ে আপনার হাত কেটে যায়, নয়তো রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়ে যায়। তাই হাতের কাছে বার্নল রাখুন—সবসময়!

শীতল আরামদায়ক বার্নল—পোড়া, কাটা, ছড়া, ফোড়া, ঘা,—এ সবকিছুরই চমৎকার ওষুধ। এ যেমন চট্ করে ঘা সারিয়ে তোলে, তেমনি সংক্রমণকে দূরে হটিয়ে রাখে। বার্নলে জ্বালা করে না,—ঠাণ্ডা করে… আরাম দেয়… স্বাভাবিক ভাবে নতুন চামড়া গজাতে সাহায্য করে।

বিশ্বস্ত বার্নল অসংখ্য পরিবারের সেবা করে আসছে ৪০ বছরেরও ওপর

বুটস্ পিওর ড্রাগ কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

শিল্পের চাকা ঘোরাতে সহায়তা করছে গাজরা গিয়ার। অটোমবাইল শিল্প। বছরের পর বছর গাজরা গিয়ারের চাহিদা বেড়ে চলেছে। অতএব উৎপাদন বাড়াতে হয়েছে। সম্প্রসারণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হয়েছে।

ক্রমবৃদ্ধির একটা রূপরেখা টানা দরকার।

অভীষ্ট ফল লাভ করতে হলে আমাদের ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করাও দরকার। সেইজন্যেই আমরা ডিলারদের এই কনফারেন্সের আয়োজন করেছি। আর এই কনফারেন্স অর্থনীতিক ক্রমোন্নতি ও সচ্ছলতা সূচিত করবে।

THEIR 2nd ALL-INDIA CONFERENCE OF AUTO GEARS DEALERS & DISTRIBUTORS IN BOMBAY ON 15th MARCH '71 AT HOTEL NATARAJ.

GEAR SALES CORPORATION
ELVE CHAMBERS, GREEN STREET,
FORT, BOMBAY-1. PHONE: 250074

Pearl/327

অটো গিয়ারের জন্য পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক ডিস্ট্রিবিউটার: (পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও ওড়িশা লইয়া গঠিত)
মেসার্স ক্যালকাটা মেশিনারি অ্যাণ্ড স্পেয়ারস, ১০ ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা-১। ফোন: ২২-৩৬৯৮

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের ফল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাওড়ার কয়েকটি আসনের গণনা আজ, রবিবার।

নব কংগ্রেসকে—অথবা অচিরে একমাত্র কংগ্রেসকে—প্রথমের মর্যাদা এই পর্যায়ে দিয়েছে,—কলকাতা, অবশ্যই কলকাতা একের পর এক আসন এই কংগ্রেস জিতেছে।

দক্ষিণ কলকাতায় দলের সব কজন তরুণ ও ছাত্র প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। বহু বিশিষ্ট প্রার্থীকে তাঁরা হারিয়েছেন। হারিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যকে একজন ছাত্র নেতা। হারিয়েছেন বিশিষ্ট সি পি এম কাউন্সিলার শ্রীশচীন সেনকে।

উত্তরবঙ্গ তো ছিলই। সেখানেও নব কংগ্রেস প্রচন্ডভাবে জিতেছেন। দলগত বা জেটওয়ারি হিসাবে, সি পি এম-এর আসন তিনটির বেশি নয়। সেই চব্বিশ পরগনা যেখন থেকে ১৯৬৯ সনে কংগ্রেস প্রায় বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন সেখানেও নব কংগ্রেস ভাল আসন পেয়েছেন।

কলকাতা সি পি এম-কে প্রচন্ড আঘাত দিলেও হাওড়া দেয়নি। হাওড়ায় তাঁরা এই দিনও ভাল করেছেন। শিবপুরে বিশিষ্ট ফরওয়ারড ব্লক নেতা ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্যকে তাঁরা পরাজিত করেছেন। বর্ধমান, হাওড়া এবং হুগলীতে সি পি এম-এর ফলাফল এবার খুবই ভাল।

সি পি আই এবং আট পারটির অবস্থা শোচনীয়। তাঁরা তেমন এগোতেই পারছেন না। শোচনীয় বাংলা কংগ্রেসের অবস্থাও। তাঁদের দলের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীচারুমিহির সরকারের জামানত গিয়েছে। তিনি বহু আসন হারিয়েছেন। গতবার যা ছিল বলতে গেলে তার কিছুই পাননি। ফরওয়ারড ব্লকও এইদিন দখলের প্রায় সব আসনই হারিয়েছেন। নতুন আসন তো তাঁরা একটিও পাননি।

সেই তুলনায় এস ইউ সি'র অবস্থা ভাল। তাঁদের নেতা শ্রীসুবোধ ব্যানারজী জিতেছেন। তাঁরা বর্তমান আসনেরও অনেকই রক্ষা করতে পেরেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতাদের একই প্রবণতা অব্যহত। তাঁরা হয় নব কংগ্রেস, না হয় সি পি এমকে বেছে নিয়েছেন। শহরাঞ্চলে ভোট ভাগাভাগি খুব বেশি হয়নি। তবে, গ্রামে আছে। এবং বহু আসনে সি পি এম প্রার্থীরা শতকরা ৫০ ভাগের বেশ কম ভোট পেয়েও জিতেছেন।

অবস্থা বেশ উন্নতি করেছেন মুসলিম লীগও। বিগত বিধানসভায় তাঁদের আসন ছিল ৩টি। এবার ইতিমধ্যেই সাতটি পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই নতুন শক্তির অভ্যুত্থান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁরা নিজেরা অবশ্য আশা করেছিলেন অনেক বেশী। মুরশিদাবাদ, যেখানে লীগ সবচেয়ে বেশী জিতেছেন সেখানে জনসঙ্ঘও একটি আসন পেয়েছেন।

আদি কংগ্রেসে এখনও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনই একা। কংগ্রেস প্রচন্ডভাবে জিতেছে, কিন্তু কংগ্রেসের প্রচন্ড জয়যাত্রার মধ্যেও রাজ্যের প্রবীণতম কংগ্রেস নেতা একা!

বর্ধমান

আসানসোল

মোট ভোট—৯২৬৮৪
প্রদত্ত ভোট—৪৪৯১১
বাতিল ভোট—২২৪০
ডাঃ লোকেশ ঘোষ (সি পি এম) —১৯০৬৩ (নির্বাচিত)

সুবোধ ব্যানারজি

নিরঞ্জন ডিহিদার (সি পি আই) —১৮৩০৫
ডাঃ গোপিকারঞ্জন মিত্র (আদি কং) —৫২৬৩
[কার দখলে ছিল : ডাঃ লোকেশ ঘোষ (সি পি এম)]

নদীয়া

শান্তিপুর

মোট ভোট—৭০৮৪৫
প্রদত্ত ভোট—৪২৩৩৩
বাতিল ভোট—৩১১২
বিমলানন্দ মুখারজি (আর সি পি আই) —১৬৮১৮ (নির্বাচিত)
অসমঞ্জস দে (নব কং)—১৬৫৩০
কানাই পাল (নির্দল)—২৯২০
রঞ্জিৎকুমার ঘোষ (নির্দল)—৫১৪
জ্ঞানাঞ্জননাথ প্রামাণিক (আদি কং) —১৪০৭
মোকসেদ আলি (আর সি পি আই—দাস))—৩৭৪৪

রানাঘাট (পূর্ব তফঃ)

মোট ভোট—৭৪১৫৪
প্রদত্ত ভোট—৪৯৩৫১
বাতিল ভোট—২৫০৬
নরেশচন্দ্র বিশ্বাস (সি পি এম) —১৮৫৫৮ (নির্বাচিত)
নিতাইপদ সরকার (সি পি আই) —১৩২৮২
পৃথ্বীশ শিকদার (বাং কং)—৩৪৬
সন্তোষকুমার মন্ডল (আদি কং) —৮৪৪
সুনীলকুমার (নব কং)—১৬২৭৪

নাকাশীপাড়া (তপঃ)

মোট ভোট—৭৩,০০১
প্রদত্ত ভোট—৪৩,৯৬৩
বাতিল ভোট—৩,৩০৪
গোবিন্দচন্দ্র মন্ডল (মুঃ লীগ) —১০,৮২৬ (নির্বাচিত)
জ্ঞানেশ্বর মৈত্র (সি পি আই)—২,৬৮৮
নীলকমল সরকার (নব কং)—৮,৪১৪
মণীন্দ্রচন্দ্র মন্ডল (বাং কং)—৬,৫১৭
হরিসাধন বর্মণ (আদি কং)—৪,০৬৯
হরেন্দ্র বৈদ (সি পি এম)—৮১৪৫

চাপড়া

মোট ভোট—৬৬,৭৭২
প্রদত্ত ভোট—৪৪,৫৪০
বাতিল ভোট—৩,০৪৫
সাহাবুদ্দিন মন্ডল (সি পি এম) ১৭,০৪৭ (নির্বাচিত)
প্রমোদরঞ্জন সরকার (আদি কং) ২,৩০৭
জগন্নাথ মজুমদার (নব কং) ৬,৯৮৯
আবুবকর মন্ডল (মুঃ লীঃ) ৭,৮০৪
বিশ্বনাথ বর্মণ (বাং কং) ১,৩৪৮
[কার দখলে ছিল : সুবল মন্ডল (বাং কং)]

হাঁসখালি

মোট ভোট—৭৭,৫১৫
প্রদত্ত ভোট—৫৪,৬২০
বাতিল ভোট—২,৫৯২
আনন্দমোহন বিশ্বাস (নব কং) —২০,৬৫৮ (নির্বাচিত)
সুবিমল ঘোষ (আদি কং) ৯৫২
জ্ঞানেন্দ্র বিশ্বাস (সি পি এম) ১৮,৬৩৮
বগেন্দ্র দাস (সি পি আই) ৪,২০৬
চারুমিহির সরকার (বাং কং) ৪,৫৭৬
[কার দখলে ছিল : চারুমিহির সরকার (বাং কং)]

মেদিনীপুর

পাঁশকুড়া (পূর্ব)

মোট ভোট—৭৪,৮১৮
প্রদত্ত ভোট—৫১,৫৫১
বাতিল ভোট—১,৯৪১
গীতা মুখারজি (সি পি আই) —২৭,০১২ (নির্বাচিত)
গজেন্দ্রনাথ শী (সি পি এম)৬,৯০১
জগদীশপ্রসাদ গৌরী (আদি কং) —৬,১৭৯
বীরভদ্র গৌরী (বাং কং)—৭,৮৮৬
স্বদেশরঞ্জন মাজি (আর এস পি) —১,৬৩২
[কার দখলে ছিল : গীতা মুখারজি (সি পি আই)]

ঝাড়গ্রাম

বীরেন্দ্রবিজয় মল্লদেব (নব কং) —১৭,২৫৯ (নির্বাচিত)
অহরেশ্বর সেন (সি পি এম) ১৩,৯০৯
পাঁচকাঁড় দে (বাং কং) ১,৭৪৩
সুকুমার ঘোষ (সি পি আই) ৩,৪১০
মনোরঞ্জন মাহাতো (ঝাড়খন্ড) ৫,৯৫৫
নরেন্দ্র মহত (আদি কং) ১,৪৪১
[কার দখলে ছিল : পাঁচকাঁড় দে (বাং কং)]

গড়বেতা (পূর্ব)

মোট ভোট—৭৮,৫২৯
প্রদত্ত ভোট—৫৩,৫৭৯
বাতিল ভোট—২,৯২৮
কৃষ্ণপ্রসাদ দুলে (সি পি আই) ১৬,৯৪৯ (নির্বাচিত)
কালীকিংকর চালক (আদি কং) ৩,৪৮১
অংশুমালী বিষয় (সি পি এম) ১৩,৪৫২
মদনমোহন গড়াই (নব কং)
সাধনচন্দ্র রুইদাস (বাং কং) ১,৫৬৪

ময়না

মোট ভোট—৭৯,৬২৪
প্রদত্ত ভোট—৫৬,৮৮৫
বাতিল ভোট—২,৬৩১
কানাই ভৌমিক (সি পি আই) ২৩,৩১৫ (নির্বাচিত)
প্রণব বাহুবলেন্দ্র (নব কং) ১৬,৭০৬
পুলক বেরা (সি পি এম) ১৩,৫৭১
গৌর অধিকারী (আদি কং) ৩,২৮৬

পিংলা

মোট ভোট—৭৩,৮১৬
প্রদত্ত ভোট—৬৬,৫৯৫
বাতিল ভোট—৩,০৯৯
বিজয় দাস (নব কং) ২৪,৮৯২ (নির্বাচিত)
কামাখ্যানন্দন দাস মহাপাত্র (সি পি আই) ১৩,২৫৪
গৌরাঙ্গ সামন্ত (নির্দল) ১১,৮০৪
পূর্ণ টুডু (ঝাড়খন্ড) ১০,৩৩৮
সুধীর চক্রবর্তী (বাং কং) ১,৯৮৭
হরিপদ জানা (আদি কং) ১,২২৬
[কার দখলে ছিল : গৌরাঙ্গ সামন্ত (নির্দল)।]

গোপীবল্লভপুর

হরিশচন্দ্র মহাপাত্র (নব কং) ১৬,৬১৭ (নির্বাচিত)
মনোরঞ্জন মহাপাত্র (সি পি এম) ১৪,৮৮৫
উমেশ দে (নির্দল) ১,৬৭৪
শঙ্কর ঘোষ (ঝাড়খন্ড) ৩,৬১২
ধনঞ্জয় কর (বিদ্রোহী এস এস পি) ১,১৬৭
রাজারাম সিং (এস এস পি) ৭,০২৪
সুরেন্দ্রনাথ মাহাতো (আদি কং) ৭,১৯৭

নন্দীগ্রাম

ভূপাল পান্ডা (সি পি আই) ২৬,৫৮৬ (নির্বাচিত)
অহিন মিশ্র (বাং কং) ৯,২৪৭
প্রবীর জানা (আদি কং) ১৫,০৪১
সৈয়দ ওসমান আলি (নব কং) ১,৪৬২
শেখ ফরিদ আলি (মুঃ লীগ) ৫.৮৯৩
রবীন্দ্রনাথ মাইতি (নির্দল) ৪,৩৬৪

২৪ পরগণা

বনগাঁ

অজিত গাঙ্গুলী (সি পি আই) ২০,৯৭২ (নির্বাচিত)
রণজিৎ মিত্র (সি পি এম) ১৭,২৬২
নির্মল চৌধুরী ৪,৯৩৩
শ্যামাপদ বিশ্বাস ২,৫৩৭

হাবড়া

তরুণকান্তি ঘোষ (নব কং) ২৮,২২৪ (নির্বাচিত)
দুলালচন্দ্র দে (আদি কং) ১,০৭৯
শহীদুর রহমান (নির্দল) ৮৪৯
শেখ শামজুমান ৮,০৪৮
হেমন্ত ঘোষাল (সি পি এম) ১৬,০৮৫

হাড়োয়া

গঙ্গাধর প্রামাণিক (নব কং) ১৩,৫১২
প্রশান্তকুমার মন্ডল (নির্দল) ৩,৪০৩
ব্রজেন্দ্র সরকার (বাং কং) ১,২৯৫
শান্তিপদ মন্ডল (সি পি আই) ৩,৫৪১
সনৎকুমার মন্ডল (আদি কং) ৩৩০

মহেশতলা

মোট ভোট—৮১,৭০৯
প্রদত্ত ভোট—৫৬,৮৩২
বাতিল ভোট—২,৭১৫
সুধীর ভান্ডারী (সি পি এম) ২৪,১৫২ (নির্বাচিত)
ভূপেন বিজলী (নব কং) ২২,৭৮৫
মহঃ আলি (মুঃ লীঃ) ৭,০০৬

সোনারপুর

প্রদত্ত ভোট—৫৮.১২৫
বাতিল ভোট—২৯৭৩
গঙ্গাধর নস্কর (সি পি এম) ৩০,০০৭ (নির্বাচিত)
অমরনাথ নস্কর (সি পি আই) ১৪,০৩৬
গৌরহরি সরদার (নব কং) ১০,৮৭৫
বিকাশ মন্ডল (আদি কং) ৪৩৪

জয়নগর

সুবোধ ব্যানারজি (এস ইউ সি) ২৩,৯০৪ (নির্বাচিত)
প্রসূন ঘোষ (নব কং) ২৩,৬৫৬
হাজী মকসেদ রহমান (নির্দল) ৬৯০৩
অরুণ ঘোষ (সি পি এম) ৩,৫৭২

ভাঙ্গর

প্রদত্ত ভোট—৪৬,৯০২
বাতিল ভোট—২,৬৫৮
এ কে এম হাসানুজ্জোমান (মুঃ লীঃ) ১০,৮৬৮ (নির্বাচিত)
আবদুর রেজ্জাক মোল্লা (সি পি এম) ১০,৪১৫
লতেমান আলি মোল্লা (সি পি আই) ১০,৪১৫
ইব্রাহিম আলি মোল্লা (বাং কং) ৮৫৯

কৃষ্ণপদ ঘোষ

ডাঃ আমির আলি মোল্লা (আদি কং) ৪০৪৪
মোকতেসাম হোসেন (নব কং) ৭০৪৩

বনগাঁ

অজিত গাংগুলি (সি পি আই) ২০,৯৭২ (নির্বাচিত)
রঞ্জিত মিত্র (সি পি এম) ১৭,২৬২
নির্মল রায়চৌধুরী (বাং কং) ৪,৯৩৩
শ্যামাপদ বিশ্বাস (আদি কং) ২,৫৩৭

যাদবপুর

প্রদত্ত ভোট—৬৬,১৯৯
বাতিল ভোট—৩,০১০
দীনেশ মজুমদার (সি পি এম) ৩৮,১১৪ (নির্বাচিত)
শান্তিময় রায় (সি পি আই) ১৯,১৭০
বামাচরণ চক্রবর্তী (আর এস পি) ৪,৭৯৩
অনিল ব্যানারজি (আদি কং) ৩,৬৩১
সত্য সরকার (নির্দল) ৪৮৩

মুরশিদাবাদ

ডোমকল

মোট ভোট—৭৬,৫১৭
প্রদত্ত ভোট—৪৬,৩৬৯
বাতিল ভোট—৪,২০৯
মহঃ আবদুল বারি (সি পি এম) ১৭,৩৩৮ (নির্বাচিত)
মহীদুল ইসলাম উন্দকার (মুঃ লীঃ) ১২,০৭৮
ডাঃ একরমাম হক বিশ্বাস (নব কং) ৭,৪৩৪
মহঃ আসরাহ আলি (এস ইউ সি) ৪,৩৯৫
সুনীল ব্রহ্মচারী (জঃ সঃ) ৯১৫

বারওয়ান

মোট ভোট—৮২,১০৫
প্রদত্ত ভোট—৩৯,২২০
বাতিল ভোট—৩,১২৬
সুনীলমোহন ঘোষ মৌলিক (নব কং) ১৫,১৪০ (নির্বাচিত)
অমলেন্দুলাল রায় (আর এস পি) ৯,২৪১
জীবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মল্লিক (আদি কং) ৪৫৮
মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ (নির্দল) ৭৯৯
শান্তিরাম ঘোষ (জঃ সঃ) ৭১৪
সত্যনারায়ণ ঘোষ (নির্দল) ৫,২৭৩
শেখ জিল্লার রহমান (মুঃ লীঃ) ৪,৪২৯
[কার দখলে ছিল : অমলেন্দুলাল রায় (আর এস পি)]

কলকাতা

বড়বাজার

রামকৃষ্ণ সারোগী (নব কং) —২৩০৪৭ নির্বাচিত
দুর্গাপ্রসাদ নাথানি (জঃ সঃ) —১১৭১৭
অযোধ্যা সিং (সি পি এম) —৬২০১
বসন্ত সিংহ —১৪৮
ললিতকুমার শর্মা (বাং কং) —১১৪
জগদীশ সিং —১৩০

বহুবাজার

বিজয় সিংহ নাহার (নব কং) —২০৮৩৯ নির্বাচিত
আবদুল হালিম (সি পি এম) —১০৪৪৯
জ্ঞানেন্দ্র ব্যানারজি (জঃ সঃ)—২০৭০
রবীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা —৯৭৯

তালতলা

আবদুর রউফ আনসারি (নব কংগ্রেস) —১৪৫৬৫ (নির্বাচিত)
আবদুল হাসান (সি পি এম)—১৩২৮৭
এইচ এম আবুনাসের (মুঃ লীগ) —১২৪৫
রঞ্জিৎ মিত্র —৮২০
মোট ভোট—৭৪০০০
বাতিল ভোট—১০৫২
বৈধ ভোট—৩০,৮৯৯

বালিগঞ্জ

সুব্রত মুখারজি (নব কং) —১৭৬৫৫ নির্বাচিত
জ্যোতি ভট্টাচার্য (ওয়ারকারস পারটি) —১৩৯৪৩
নীলরতন সিংহ (আর এস পি) —৩৫৪১
মেনকা বসু রায় (এস ইউ সি)—৭০৪
উমাশঙ্কর রায় (আদি কং) —৪৪৯
মোট ভোট—৭২২১১
বাতিল ভোট—১৪৪৫
বৈধ ভোট—৩৮১৩৭

মাণিকতলা

অনিলা দেবী (সি পি এম) —১৬৭৭৩ নির্বাচিত
অনন্ত ভারতী (নব কং) —১৫৬৮২
ইলা মিত্র (সি পি আই) —৯২১৪
শান্তিরঞ্জন সিংহ রায় (আদি কংগ্রেস) —৬৯১
বাতিল ভোট—৬৯১
বৈধ ভোট—৪২৩৬০

বেলেঘাটা (উত্তর)

প্রদত্ত ভোট—৪৫,২৪০
বাতিল ভোট—৪৩,৬৬৩
কৃষ্ণপদ ঘোষ (সি পি এম)—২৩,৩১৮
সুবোধ দে (ফঃ বঃ)—২০,৩৪৫
[কার দখলে ছিল কৃষ্ণপদ ঘোষ।]

বেলগাছিয়া (কলকাতা)

বৈধ ভোট—৪৭,২৪৭
লক্ষ্মী সেন (সি পি এম) —২৫০১২ নির্বাচিত
গণপতি সুর (নব কং) —২২,২৩৫

হাওড়া

(হাওড়া শিবপুর)

মোট ভোট—৮৮,৬৮৪
প্রদত্ত ভোট—৪৪,০১৭
বাতিল ভোট ২,৭৪৬
হরিসাধন মিত্র (সি পি এম) —১৭,২৪০ (নির্বাচিত)
কানাইলাল ভট্টাচার্য (ফঃ বঃ) —১৩,৪৯১
অশোককুমার বসু মল্লিক (নব কং) —৯,৭০৪
অসীমকুমার রায় (আদি কং)—৩০৫২
মিনতি অধিকারী (বাং কং) —৫৯১
[কার দখলে ছিল : কানাইলাল ভট্টাচার্য (ফঃ বঃ)]

হাওড়া (দক্ষিণ)

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত (নব কং) —১৮,৮৯৮ (নির্বাচিত)
মলয় তালুকদার (সি পি এম) —১৬,৫৭১
সুপ্রভাত মুখারজি (সি পি আই) —৫,৬১৩
সুশীলকুমার ঘোষ (আদি কং)— —১৪০০
মোট ভোট—৮৫,৭৪০
প্রদত্ত ভোট —৪৪,৬২৭
বাতিল ভোট —২,১৪২

হাওড়া (উদয়নারায়ণপুর)

পান্নালাল মাঝি (সি পি এম) —৩১,০১১ নির্বাচিত
করিম মল্লিক (নব কং) —১৮,১৭২
ভূদেব মল্লিক (আদি কং) —২০১৮

হাওড়া (আমতা)

মোট ভোট—৫২৪৮৯
বাতিল ভোট —২৩৩৮
বারীন কোলে (সি পি এম) —৩০৬৬৫ নির্বাচিত
গুণাকর সিং (নব কং) —১১৭১২
গোবিন্দ মাঝি (পি এস পি)—৫৬০১
শেখ সোহরাব আলি (আদি কং) —২১৭৩

হুগলি

শ্রীরামপুর

ডাঃ গোপালদাস নাগ (নব কং) ২৬,৩৪৪ (নির্বাচিত)
কমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (সি পি এম) ২১,৪৬৭

কাশীকান্ত মৈত্র

দুর্গাশংকর সান্যাল (আদি কং) ১,০১২
পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি (সি পি আই) ৮,৯৮৩
মোট ভোট প্রদত্ত—৬২,৮৩০
বাতিল—৪,০২৪

কোচবিহার

সিতাই

মোট ভোট—৭৪০৯৪
প্রদত্ত ভোট—৪৬৪৬২
বাতিল ভোট—১৯৩৬
ডাঃ মহম্মদ ফজলুল হক (নব কং) —২০৯৬৯ (নির্বাচিত)
মোদানাথ রায় মণ্ড (আদি কং) —৯৩২০
সহিদুর রহমান (সি পি এম)—৪৩২১
হিতেন্দ্রচন্দ্র নাথ (ফঃ বঃ)—১২২৪৪

কোচবিহার (পশ্চিম)

মোট ভোট—৮৯৪৯১
প্রদত্ত ভোট—৫২১৩৪
বাতিল ভোট—২১৪০
রজনী দাস (নব কং) —২২৫৬২ (নির্বাচিত)
ধনজেন্দ্র বর্মণ (ফঃ বঃ)—৬৫৯২
মুরারীমোহন পাটুয়ারি (আদি কং) —৭০৪৮
সুধীর প্রামাণিক (সি পি এম) —১৩৭৪৯

কোচবিহার (তপঃ)

মোট ভোট—৭৪,৪১৪
প্রদত্ত ভোট—৫১,৬৭১
বাতিল ভোট—২,১২৯
সন্তোষ রায় (নব কং) —২১,৫৮২ (নির্বাচিত)
গোপালচন্দ্র সাহা (সি পি এম) —১৪,৯৮৮
বিমলকান্তি বসু (ফঃ বঃ)—৮,২৫৮
রাইমোহন রায় (বাং কং)—১,৫৩২
সুধীরচন্দ্র নিয়োগী (আদি কং) —৩,১৪২

বিজয় সিংহ নাহার

তুফানগঞ্জ (তপঃ)

মোট ভোট—৮০,০৯৫
প্রদত্ত ভোট—৫৬,৯৯১
বাতিল ভোট—২,৬৯৬
শিশির ঈশোর (নব কং) ২৮,৬৭৮ (নির্বাচিত)
মনীন্দ্রনাথ বর্মা (সি পি এম) ১৮,৫৭৩
দোলমোহন পাথাধাড়া (ফঃ বঃ) ৪,৫৫৬
নরেন্দ্রনাথ বর্মা (আদি কং) ২,৪৪৮
[কার দখলে ছিল : অক্ষয় বর্মণ (কং)]

দিনহাটা

যোগেশচন্দ্র সরকার (নব কং) ২৪,২৪৯ (নির্বাচিত)
কমল গুহ (ফঃ বঃ) ২১,৮২৩
মহঃ জহীরুদ্দিন মিঞা ২,৭১৪
ননীগোপাল রায় ৪,৯২৯
[কার দখলে ছিল : অনিমেষ মুখারজি (কং)]

জলপাইগুড়ি

ফলাকাটা

মোট ভোট—৭৩,৬০২
প্রদত্ত ভোট—৪৩,৬৩৪
বাতিল ভোট—২,৯৪২
জগদানন্দ রায় (নব কং) —১৩,৪১০ (নির্বাচিত)
অভয়চরণ বর্মণ (সি পি এম) —১১,৪১৫
জীতেন্দ্রচন্দ্র দাস (পি এস পি) —১,৩২০
দেবেন বর্মণ (আর এস পি)—২,৪০৮
নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় (এস এস পি) —৪,৮৮৫
পঞ্চানন মালিক (নির্দল)—৪,৩০২
হীতেন্দ্রনাথ রায় (নির্দল)—১৩১০
হীরালাল সিংহ (আদি কং)—১৬৪২

মাল (তফঃ)

এনটালি টপনো (নব কং) ১৩,৩৪৩ (নির্বাচিত)
জগরনাথ ওরাওঁ (সি পি এম) ৯,৬৪০
আপলু ওরাওঁ (উত্তর খন্ড) ১,৬৮৭
গুরুচরণ ওরাওঁ (এস পি) ৩,৩৪৯

ময়নাগুড়ি

বিজয়কৃষ্ণ মোহন্ত (নব কং) ১১,২৭৮ (নির্বাচিত)
হরিপদ রায় (উত্তর খন্ড) ৬,০৭৫
অখিলচন্দ্র রায় ১,৭৬৮
জানকী রায় (বাং কং) ৩,৩৫৬
দীননাথ রায় (আদি কং) ১,২২৫
নীলচরণ রায় (সি পি এম) ৩,৮৫১
প্রশান্তকুমার রায় (সি পি আই) ২,৩২৮
যতীন্দ্রনাথ বামুনিয়া (আর এস পি) ৫,১৬১

মালদহ

কালিয়াচক

মোট ভোট—৭৮৫৬৩
প্রদত্ত ভোট—৫১৬৭৪
বাতিল ভোট—২০৪৮
নুরুল ইসলাম (সি পি এম) —১২৯৯৪
প্রমোদরঞ্জন বসু (আর এস পি) ১৪৯০৭
যোগেন্দ্রনাথ সরকার (ফঃ বঃ)—৪০৭৫
সামসুদ্দিন আহমেদ (নব কং) —১৮,৫৭৮ (নির্বাচিত)
সুনীলচন্দ্র মন্ডল (নির্দল)—১০৯০

মালদহ

মোট ভোট—৭০.৯৩১
প্রদত্ত ভোট—৪৬.৬৩৯
বাতিল ভোট—২.৫৬১
মহঃ গফফর রহমান (নব কং) ১৭.৫৮০ (নির্বাচিত)
গোকুলবিহারী আগরওয়ালা (আদি কং) ৩.৪২৫
জীতেন্দ্রনাথ কুমার (নির্দল) ২.৯২১
ধীরেন্দ্রনাথ দাস (বাং কং) ১.৫৯৭
মহঃ বফতুল্লা মিনচা (সি পি আই) ৬.৪০১

সুজাপুর

মোট ভোট—৭৭,৭০১
প্রদত্ত ভোট—৫১,০৯৬
বাতিল ভোট—২.৫৯৯
আবদুল বরকত আতাউল গণি খান চৌধুরী (নব কং) ২৯,২৯১ (নির্বাচিত)
আনন্দমোহন দে (আদি কং) ৭,৫১৪
হবিবুর রহমান (মুঃ লীঃ) ৭,৫৮৪
মহঃ হুমায়ুন চৌধুরী (নির্দল) ৪১১৬

মানিকচক

মোট ভোট—৭৫,৩৭০
প্রদত্ত ভোট—৪৫,২০৬
বাতিল ভোট—৩,৬৯৫
ঝোঁখলাল মন্ডল (নব কং) ১৫,৪৬৭ (নির্বাচিত)
দুর্গাপ্রসাদ সেন (সি পি আই) ১০,৫৬১
সুধেন্দু ঝা মানিক (সি পি এম) ১২,০৪৬
শেখ খিদির বক্স (আদি কং) ৩,৪৩৭

ইংলিশবাজার

বিমলকান্তি দাস (সি পি আই) ১৪২৯০ (নির্বাচিত)
কমিরউদ্দিন আহমেদ (নির্দল) ৮০৭
নিখিলবিহারী গুপ্ত (নব কং) ৭৭৮২
শৈলেন্দ্র সরকার (সি পি এম) ১০,২৮৭
হরিপ্রসন্ন মিশ্র (জনসঙ্ঘ) ১২,০৬৩
মোট ভোটদাতার সংখ্যা—৭৩,৭৪৯
বৈধ ভোট—৪৫,২২৯
বাতিল ভোট—৩,৪১৫

পঃ দিনাজপুর

তপন (তপঃ)

মোট ভোট—৭২,১৬৪
প্রদত্ত ভোট—৫৩,৭৪৩
বাতিল ভোট—২,১১২
পত্রাস হেমব্রম্মা (নব কং) —২১,৯২১ (নির্বাচিত)
বন্ধনা ওরাওঁ (আর এস পি) —১৮,৪৫৬
দিবু মুর্মু (সি পি আই)—৭,৪২৯
রবীন্দ্রনাথ মুর্মু (সি পি আই) —৩,১০৩
রকাই মারাদি (আদি কং)—৭৬২

বালুরঘাট

মোট ভোট—৭৬,৫১২
প্রদত্ত ভোট—৪৭,৮৩৯
বাতিল ভোট—৩,৩৫৬
বীরেশ্বর রায় (নব কং) —২৫,১০৯ (নির্বাচিত)
যতীন চক্রবর্তী (আর এস পি) —২২,৯৪১
জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জি (সি পি আই) —৩,৯৬০
দিলীপকুমার চৌধুরী (জঃ সঃ) —১,৪২৭
চুনীলাল নিয়োগী (নির্দল)—৯৩৩
অরুণ ব্যানারজি (আর সি পি আই) —১১৩

বীরভূম

রাজনগর (তফঃ)

মোট ভোট—৮১৯৬০
প্রদত্ত ভোট—২৬৪৩৩
বাতিল ভোট—১৭৭৮
নন্দ কাউঁর (সি পি এম) —১০,৪৪৩ (নির্বাচিত)
নবীনধর মন্ডল (নব কং)—৯৯৯৬
বাউঁর গান্ধী (আদি কং)—১১৬৭
বাউঁর গোপাল (ফঃ বঃ)—৫২২৭

রামপুরহাট

ব্রজমোহন মুখারজি (সি পি এম) ১৫,৫৪৬ (নির্বাচিত)
আনন্দগোপাল রায় (নব কং) ১১,১০৩
কুমারিশ গুঁই (ফঃ বঃ) ৩,০১২
দুর্গাপদ দাশ (আদি কং) ১,২০৫

মুরারই

মোট ভোট—৬৪,০৮৬
প্রদত্ত ভোট—৩৩,২০৭
বাতিল ভোট—২,৮৫২
বজলে আহমেদ (এস ইউ সি) ১৬,৩১০ (নির্বাচিত)
আলম নরুল হোদা আখতার (বাং কং) ৪.৫৬০
দুর্গাদাস ঘোষ (নির্দল) ৪,৩০২
মহঃ জিউলস আলি (আদি কং) ৪২৪
মহঃ মনসুরালি হক (নব কং) ৪,৭৫৯

আরো ফল

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার অধিক রাত্রেও বিভিন্ন জেলা থেকে নির্বাচনী ফলাফল আসতে থাকে। সংক্ষেপে কেবল বিজয়ীর নাম আর কেন্দ্রের উল্লেখ করা হল :

কাকদ্বীপ—হৃষীকেশ মাইতি (সি পি এম), বাসন্তী—পঞ্চানন সিংহ (নব কং), কুলতলি—প্রবোধ পুরকাইত (এস ইউ সি), বীণপুর (মেদিনীপুরে)—শ্যামচরণ মুর্মু (ঝাড়খন্ড)। যাদবপুরে—দীনেশ মজুমদার (সি পি এম), দাঁতন—পুলিনবিহারী ত্রিপাঠী (সি পি আই), পটাশপুর—প্রফুল্ল মাইতি (নব কং), ওন্দা—মানিক দত্ত, গড়বেতা (পঃ)—সরোজ রায় (সি পি আই)।

খবর এল রাত ২টা : বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে শ্রীশংকর সিং দেও (নব কং)। ভোট ৮১,১৪৪ (নির্বাচিত)।

রাত আড়াইটায় খবর : ক্যানিং-এ নব কংগ্রেস প্রার্থী গোবিন্দচন্দ্র নস্কর নির্বাচিত।

হীরেন মুখারজি নির্বাচিত

কলকাতা উঃ পূঃ লোকসভা কেন্দ্রে সি পি আই প্রার্থী অধ্যাপক হীরেন মুখারজি জয়ী হয়েছেন।

বিধানসভা কেন্দ্রে কেশপুর থেকে জয়ী রজনীকান্ত দলুই (নব কং)।

রাত্রি আড়াইটার খবর জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে নব কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীশক্তি সরকার তিরিশ হাজার ও ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী শ্রীজ্যোতির্ময় বসু বাহাত্তর হাজার ভোটে এগিয়ে আছেন।

নয়াগ্রাম কেন্দ্রে দাশরথী সরেন (নব কং) জয়ী।

কলিকাতা ও আগরতলার মধ্যে
যাত্রী ও মালবাহী বিমান সার্ভিস
(নন্-সিডিউল্ড)
প্রতি রবি, বুধ ও শুক্রবার
স্ক্যানটার্স এয়ারওয়েজ প্রাঃ লিঃ
প্যাসেঞ্জার বুকিং— (১) ২৭বি, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, ২৩-৯২৮৭
(২) ৩৮, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, ৩৩-০৭৮৪|৮৫
গুডস্ বুকিং— ৬৭|২৮, স্ট্র্যান্ড রোড, ৩৩-৪৬৮১
আগরতলা অফিস— চিলড্রেন্স পার্ক, ফোন—৬২
অপারেটর :—
জ্যামেয়ার এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
ফোন—২৪-৫৯২০|৮৪৭১

চাষী ভায়েরা শুনুন!
ইউরিয়া সারের দাম কমল

ভারত সরকার ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১ তারিখ থেকে ইউরিয়ার (নাইট্রোজেন ছেচল্লিশ শতাংশ) সর্বোচ্চ খুচরা দাম মেট্রিক টন প্রতি ৯৪৩, টাকা থেকে কমিয়ে ৯২৩, টাকা করেছেন।

পৃথিবীর বাজারে দরের নিম্নগতি আর বন্দরে মাল বোঝাই ও খালাসের নব প্রবর্তিত পদ্ধতির জন্যেই দাম কমানো সম্ভব হয়েছে এবং চাষী ভায়েরা তার সুবিধা ভোগ করবেন। দেশে তৈরি মালের ক্ষেত্রেও খুচরা এই মূল্য হ্রাস প্রযোজ্য হবে।

প্রতি মেট্রিক টন হিসেবে ইউরিয়ার দাম সর্বক্ষেত্রে কমেছে : রাজ্য সরকারগুলিকে ৮৬৩, টাকা থেকে কমিয়ে ৮৪৩, টাকায় এবং প্রাইভেট পার্টিদের ৮৭৯, টাকা থেকে কমিয়ে ৮৫৯, টাকা দরে দেওয়া হচ্ছে।

খুচরা দাম ৯৪৩, টাকা থেকে কমিয়ে ৯২৩, টাকা করা হল।
খুচরা দাম সর্বাধিবন্ধ নিয়ন্ত্রিত দাম।

ডিএভিপি ৭০/৭৬৪

পাইন অয়েল
* টার্পেন্টাইন (ডি. ডি.)
* ডাইপেন্টাইন
* সিন্থে. রেজিন ও রোজিন
যোগাযোগ করুন—
প্রভাত
জেনারেল এজেন্সিজ
৩৩ নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১। ফোন : ২২-২৮২৯
(৩১২৩এ)

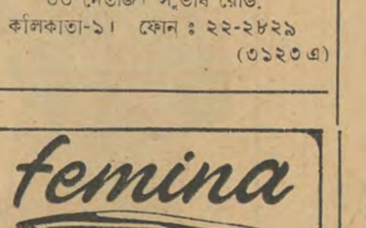

RAJASTHAN STATE LOTTERIES
১৩-৩-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত
প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল
১০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং E-297939 প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং A-335040, B-498734, C-153691, D-286850. অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার।
ডিরেক্টর. স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

অসামান্য গুণাবলী
এটা হলো একটা কারণ। আর একটা হলো
রকমারির ব্যাপকতা
এই দুটি কারণেই সবাই খোঁজে
গিডোরের হাতের কাজের যন্ত্রপাতি

■ নিখুঁতভাবে নির্মিত
■ উচুদরের স্টীল দিয়ে গড়া
■ দৃঢ় সহ্যশক্তি সম্পন্ন
■ সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত
GEDORE
গিডোর হাতের কাজের যন্ত্রপাতি গুণে অসামান্য, রকমারিতে জুড়ি নেই।
গিডোর টুলস (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
১৫১, গল্ফ লিংকস,
নয়াদিল্লী-৩
উত্তর ও পূর্ব-ভারতের বিক্রয় প্রতিনিধি :
ঝালানী ব্রাদার্স নয়াদিল্লী : পোঃ বক্স ৫৪০
কলিকাতা : কানোরিয়া হাউস,দোতলা,৩নং ঘর,৪০ স্ট্র্যাণ্ড রোড (ফোন : ২২৮৫৯০) তাছাড়া—জলন্ধর সিটি ও কানপুর।
GT-1810-BEN

লক্ষ্মীকান্ত বসু

সুব্রত মুখারজি

তারুণ্যের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি

বালিগঞ্জে নব কংগ্রেসের সুব্রত মুখারজি ও রাসবিহারী কেন্দ্রে লক্ষ্মী বসুর জয়—তারুণ্যের জয়। উভয়েই ছাত্র। লক্ষ্মী দিনে চাকুরি করে। রাত্রে পড়ে।

সুব্রত পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের সভাপতি। লক্ষ্মী সভাপতি দক্ষিণ কলকাতা জেলা ছাত্র পরিষদের। উভয়েই হারিয়েছে বর্ষীয়ান রাজনীতিকদের। সুব্রত দুই যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য ও ডেপুটি মেয়র শ্রীনীলরতন সিংহকে। লক্ষ্মী পরাস্ত করল প্রবীণ সি পি এম কাউন্সিলর শ্রীশচীন সেনকে।

এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তামিলনাড়ুর জনৈক ছাত্রের কাছে অবিভক্ত কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীকামরাজের পরাজয়কে।

শনিবার রাত্রে রেডিওয় সুব্রত ও লক্ষ্মীর জয়ের খবর ঘোষিত হওয়ার পর নব কংগ্রেস অফিসে যেতেই সিঁড়ির মুখে দেখা হল ছাত্র পরিষদের পূর্বতন সভাপতি শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির সঙ্গে। এদের জয়ে সবচেয়ে খুশী মনে হল প্রিয়কে। বলল, 'সুব্রত, লক্ষ্মী আমার দুই বেসট রিক্রুট'।

সুব্রত ও লক্ষ্মীর বয়স যথাক্রমে ২৬ ও ৩০। সুব্রত এবারের বিধানসভার কনিষ্ঠতম সদস্য। উভয়েই আইনের ছাত্র। সুব্রত ডবল এম এ। বিষয় ছিল পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস। নির্বাচনে জিতেও সে ইতিহাস সৃষ্টি করল।

CMDA

খিদিরপুর এলাকায় নিম্নলিখিত রাস্তায় নয়শো বর্গমিটার (এক হাজার বর্গফুট) পরিমিত কয়েকটি বাসস্থান প্রয়োজন ঃ

১। ময়ূরভঞ্জ রোড ও মোমিনপুর রোডের সংযোগস্থলের নিকটে
২। ডেন্ট-মিশন রোড ও ডাঃ সুধীর বোস রোডের সংযোগস্থলের নিকটে
৩। ডেন্ট-মিশন রোড ও একবালপুর রোডের সংযোগস্থলের নিকটে
৪। ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট বা মুন্সীগঞ্জ রোডে

ন্যূনতম ভাড়া উল্লেখ ক'রে জানাবার ঠিকানা—
এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (এক)

সি, এম, ডি, এ
"থর্মিটেজ" ৪।১ মুর এভিনিউ, কলিকাতা-৪০

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

কস্তুরবা হেলথ সোসাইটির মহাত্মা গান্ধী কলেজ অব মেডিকেল সায়েন্সেস, পোঃ অঃ সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা, মহারাষ্ট্র-এর ফার্স্ট এম বি বি এস ক্লাসে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। ভর্তির শর্তাদি উল্লেখিত প্রসপেক্টাস এবং দরখাস্ত ফরম ১০, টাকা আদায় দিয়া সেক্রেটারী, কস্তুরবা হেলথ সোসাইটি, পোঃ অঃ সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা-এর নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

পরীক্ষা ফি হিসাবে ২৫, টাকা আদায় দিলে প্রসপেক্টাসে উল্লেখিত কেন্দ্রসমূহে ১৯৭১ সালের ১ জুন তারিখে সকল দরখাস্তকারীকে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে দেওয়া হইবে। উক্ত টেস্টের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের ৩য় সপ্তাহে প্রার্থীদিগকে সেবাগ্রামে সাক্ষাৎকারের জন্য আহ্বান করা হইবে। সিলেকশন কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। যোগ্যতাবিধায়ক পরীক্ষা, যথা আই এসসি/বি এসসি পার্ট ১/প্রি-মেডিকেল অবশ্যই ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি (বটানী ও জুওলজি) সহ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের (এই কলেজ যাহার অ্যাফিলিয়েটেড) বি এসসি পার্ট ১ পরীক্ষার সমতুল হওয়া চাই। ১ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে বয়স অবশ্যই অন্যূন ১৭ বৎসর হওয়া চাই।

যে সকল প্রার্থী বর্তমান বৎসর যোগ্যতাবিধায়ক পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারাও [illegible]সাপেক্ষে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা যদি ১৯৭১ সালের ৬ জুলাই তারিখের মধ্যে আবশ্যক বিষয়সমূহ লইয়া যোগ্যতাবিধায়ক পরীক্ষায় পাশ করার দলিলগত প্রমাণ দাখিল করিতে পারেন, কেবল তবেই তাঁহাদের টেস্টের ফলাফল বিবেচিত হইবে। সেক্রেটারী, কস্তুরবা হেলথ সোসাইটি, পোঃ অঃ সেবাগ্রাম-কে প্রদেয় ২৫, টাকা পরীক্ষা ফিসহ দরখাস্ত অবশ্যই ১৯৭১ সালের ১৫ মে তারিখের মধ্যে কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নিকট পেঁৗছা চাই।

(২৮৯৬)

অফিস-বাড়ির জন্য জমি

বম্বেস্থিত একটি বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় শাখা অফিসের জন্য আনুমানিক ২০০০ বর্গ মিটার নিষ্কর জমি ক্রয় করিতে চাহেন। উন্নয়নশীল এলাকায় সর্বোচ্চ ৩৫ মিটার ফ্রন্টেজের সাইট বাঞ্ছনীয়।

সাইট-প্ল্যান, নির্দায় স্বত্বের প্রমাণ ও প্রত্যাশিত মূল্য সহ পূর্ণ বিবরণ দিয়া লিখুনঃ

বক্স নং ৩১২৪, আনন্দবাজার, কলি-১

(এ)

নব কংগ্রেসই জাতীয় কংগ্রেস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিই ঠিক করে দিক। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যে সিদ্ধান্ত নেবে আমি তা মেনে নেব।"

এর পরে অতুল্যবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি আমাদের বলেনঃ আমি প্রফুল্লদার বিবৃতির সঙ্গে একমত। কংগ্রেস বলতে এখন ওই সংগঠনকেই বোঝায়। যাঁর নেতা শ্রীজগজীবন রাম। নির্বাচনে সারা দেশের মানুষ যে রায় দিয়েছেন তাতে আর দুই কংগ্রেস থাকার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

অতুল্যবাবুও জানান, এখন আদি কংগ্রেসের প্রদেশ কমিটিই ঠিক করবে কী হবে। তিনি জানান, সারা ভারতের আদি কংগ্রেসের হয়ে কোন কথা বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—শুধু পশ্চিমবঙ্গের প্রশ্নে তিনি বলতে পারেন যে, প্রফুল্লদার বিবৃতিতে আমাদের সকলেরই কথা বলা হয়েছে। এবং আমি নিশ্চিত যে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি শ্রীসেনের বিবৃতিকে একবাক্যে সমর্থন জানাবে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন সম্পর্কে অতুল্যবাবু বলেন, জনগণ নব কংগ্রেসকে সি পি এম-বিরোধী দল বলেই ধরে নিয়েছেন। এবং দেশের মানুষ এটাও ভেবেছেন যে, নব কংগ্রেসই একটি স্থায়ী সরকার গড়তে সক্ষম।

নিজলিঙ্গাপ্পার বিবৃতির সমালোচনা

স্টাফ রিপোরটার

নিখিল ভারত কংগ্রেস (আদি) কমিটির চারজন সদস্য—সর্বশ্রী গোবিন্দলাল ব্যানারজি, অবনীকুমার বসু, বীজেশচন্দ্র সেন এবং অমর ভট্টাচার্য শনিবার এক বিবৃতিতে দলের সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার নির্বাচনী ফলাফলের প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা করেছেন।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন যে, লোকসভার নির্বাচন "গলদশূন্য" হয়নি বলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। নব কংগ্রেসের সাফল্য সম্পর্কে তিনি ওই ধরনের মন্তব্য না করে জনগণের রায়কে সম্মানের সঙ্গে মেনে নিলেই ভাল করতেন। আদি কংগ্রেস যে ভাবে হেরে গিয়েছে—এমন কী মহীশূরেও, তাতে এই পরাজয়ের আর কোন অজুহাত হতে পারে না।

বিবৃতিতে তাঁরা আরও বলেন, "কোনরকম ব্যক্তিগত আবেগ ও উচ্ছ্বাস তাড়িত হয়ে কোনরকম বিবৃতি দেওয়ার থেকে পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আমাদের আরও একটু বাস্তববোধসম্পন্ন হওয়া উচিত।"

সংসদের যুক্ত অধিবেশন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আহ্বান করবেন। ঐ দিনই নতুন লোকসভার সদস্যরা শপথ নেবেন। সভার প্রবীণতম সদস্যকে রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী অধ্যক্ষ নিয়োগ করবেন এবং অস্থায়ী অধ্যক্ষ নব-নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ করাবেন। ১৯৬৭ সালে শেঠ গোবিন্দ দাস চতুর্থ লোকসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ করান। এবার তিনি জব্বলপুর কেন্দ্র থেকে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

নতুন লোকসভা বসার আগের দিন ১৮ মারচ বাতিল লোকসভার বিদায়ী অধ্যক্ষ শ্রী জি এস ধীলন কার্যভার ত্যাগ করবেন। ২২ মারচ নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচন হবে।

২৩ মারচ রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর আলাদা আলাদাভাবে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন বসবে। ঐদিনই লোকসভায় রেল বাজেট পেশ করা হবে। পরের দিন ২৪ মারচ লোকসভায় ৭১-৭২ সালের অস্থায়ী বাজেট (ভোট অন অ্যাকাউনট) পেশ করা হবে। সম্ভবত মে মাসে সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে কর প্রস্তাব সম্বলিত সাধারণ বাজেট পেশ করা হবে।

পঞ্চম লোকসভার প্রথম অধিবেশন সম্ভবত ৭ এপরিল পর্যন্ত চলবে।

—ইউ এন আই

গ্রেফতারের বদলে আশীর্বাদ

কৃষ্ণনগর, ১৩ মারচ—১৪৪ ধারা অমান্য করার অপরাধে রিটারনিং অফিসার জনৈক ভাবী বরকে গ্রেফতারের আদেশ দেন।

প্রকাশ, ভোট গণনার কাজের সুবিধার জন্য গতকাল গণনা কেন্দ্রের চারধারে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। বরকে নিয়ে ব্যানড পারটি পপ্‌ গানের সুর বাজাতে বাজাতে ওই পথ অতিক্রম করতে গেলেই উত্তেজিত অফিসার বরকে গ্রেফতারের আদেশ দেন।

স্বয়ং জেলা ম্যাজিসট্রেট হচ্ছেন রিটারনিং অফিসার। পরে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হয়। তিনি দ্রুত মত পরিবর্তন করে বরকে আশীর্বাদ করেন।

—পি টি আই

স্পোরটিং ইউনিয়নের ২৪৯ রানে ইনিংস শেষ

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার কালীঘাট মাঠে সি এ বি নক আউটের কোয়ারটার ফাইনালে স্পোরটিং ইউনিয়নের ২৪৯ রানের উত্তরে ইসটারনস রেল ১ উইকেটে ৪৫ রান করে। স্পোরটিং ইউনিয়নের নিমাই রায়ের ৫০ ও এস বিশ্বাসের ৫৫ রান উল্লেখযোগ্য।

স্কোর :—

স্পোরটিং ইউনিয়ন : ২৪৯ (নিমাই রায় ৫০, এস বিশ্বাস ৫৫, ডি দেশী ২৪, ডি এস মুখারজি ৪৮ রানে ৩ উইঃ, ডি সরকার ৬০ রানে ৩ উইঃ); **ই রেল :** ১ উইঃ ৪৫ (এস সেন ১৯ নট আউট)। খেলা চলবে।

ইনডিয়ান এয়ারলাইনসে লকআউট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লক আউটের ফলে 'আই এ'-র সত্তরটি বিমান মাটিতে। চৌদ্দ হাজার কর্মীর আপাতত কিছু করবার নেই। এঁদের মধ্যে— পাইলট, রেডিও অফিসার, ফ্লাইট ইনজিনিয়ার, কেবিন অ্যাটেনডানট, গ্রাউনড ইনসট্রাকটর ইত্যাদি সব ধরনের কর্মীরাই আছেন। শিল্প বিরোধ আইনের ২২(৩) ধারা অনুসারে এই লক আউট ঘোষিত হয়েছে।

লক আউট তোলার শর্ত। মুখপাত্রটি বলেন যে, উপযুক্ত অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত লক আউট চলবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী যদি লিখিতভাবে স্বীকার করেন যে, তাঁরা ঠিকভাবে কর্তব্য পালন করবেন তখন লক আউট তোলার কথা ভাবে যাবে। ১৯৫৩ সনে 'আই এ' গঠনের পর ওই সংস্থায় এই প্রথম লক আউট।

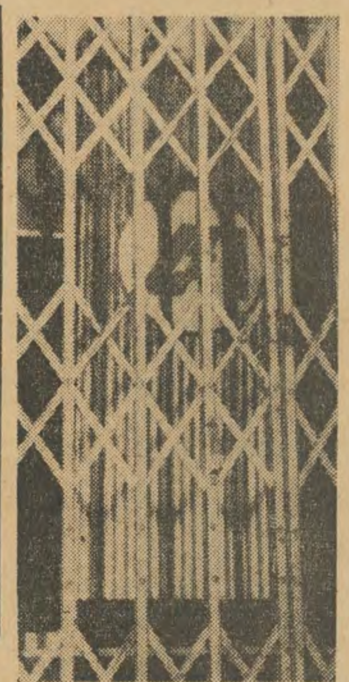

ফটক বন্ধ

চেয়ারম্যানের বক্তব্য। 'আই এ'-র চেয়ারম্যান শ্রী কে টি সাতারাওয়ালা জানান যে, ২২ ফেবরুয়ারি থেকে কর্মীদের আন্দোলনে সংস্থার ৭৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। লক আউটের ফলে দৈনিক ক্ষতি হবে ১৩ থেকে ১৪ লক্ষ টাকা।

তিনি জানান যে, কিছু যাত্রীকে এয়ার ইনডিয়ার বিমানে ভারতের ভিতরে প্রধান নগরগুলির মধ্যে যাতায়াতের সুযোগ দেওয়া হবে।

বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা। ইউ এন আই জানাচ্ছেন : 'আই এ'তে লক আউটের ফলে যাত্রীদের অসুবিধা কিছুটা দূর করার জন্য রেলপথে বিশেষ ট্রেন চালানোর কথা ভাবা হচ্ছে। যেসব জিনিসপত্র পাঠানোর অসুবিধা হচ্ছে তার মধ্যে আছে—খবরের কাগজ ও লটারির টিকিট।

রণদিভের নিন্দা। 'সিটু'র সভাপতি শ্রী বি টি রণদিভে 'আই এ'তে লক আউট ঘোষণার এবং পাঁচজন ইউনিয়ন নেতাকে সাসপেনড করার জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশের নিন্দা করে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

দমদমের অবস্থা

স্টাফ রিপোরটার জানান, "শিল্পে অশান্তির" দরুন ইনডিয়ান এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ শনিবার ভোর চারটায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য লক-আউট ঘোষণা করেন।

আই এর একজন মুখপাত্র এই কথা জানিয়ে বলেন, ১৯৫৩ সালে ওই সংস্থার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এই প্রথম এখানে লক-আটউ ঘোষণা করা হল।

দমদম বিমান বন্দরের ডোমেসটিক লাউনজের গেটে 'আই এতে লক-আউট' এই নোটিশ দেখে ওই সংস্থার কিছু-সংখ্যক কর্মী ও ক্রু বিস্মিত হন। গত কয়েকদিন ধরে অনিশ্চয়তার জন্য আই এ যাত্রীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। বিমানযাত্রী না থাকায় লাউনজটি পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছিল। ইতিমধ্যে আই এ টি এ এবং এ সি ইউ 'নিয়মমাফিক' আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বিমান বন্দরে আই এর বিভিন্ন অফিসে পুলিশ ও সি আর পি বসানো হয়েছে।

বেসরকারী বিমান সংস্থাগুলি এদিন উত্তরবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামে যাত্রী নিয়ে যান।

লক আউট সম্পর্কে যে নোটিশ দেওয়া হয় তাতে বলা হয়, লক আউটের আওতায় এক নং গ্রেড থেকে ৯নং গ্রেড পর্যন্ত সকল স্তরের কর্মীরা পড়বেন। নোটিশে আরও বলা হয়, যে সব কর্মী এরূপ লিখিতভাবে জানাবেন যে, তাঁরা ওভার টাইম সহ স্বাভাবিক ডিউটি করবেন এবং সারভিস চালানোর জন্য যথাসাধ্য করবেন

শ্রীরণদিভের বিবৃতি

সিটুর সভাপতি শ্রী বি টি রণদিভে এক বিবৃতিতে লক আউট ঘোষণা এবং এয়ার করপোরেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ৫ জন নেতার সাসপেনসন আদেশের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা না করে সারভিস বাতিলের জন্য আই এ সি সম্পূর্ণ দায়ী।

দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য তিনি কর্মীদের অভিনন্দন জানান।

ইনডিয়ান এয়ার ক্রাফট টেকনিসিয়ানস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেনট শ্রী কে বি রাও আজ রাত্রে জানান যে, একটা মিটমাটের সম্ভাবনা আছে।

—পি টি আই

শোক-সংবাদ

আই এন টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক ও চটকল শ্রমিক নেতা শ্রীশিশিরকুমার গাঙ্গুলীর পিতা শ্রীলালবিহারী গাঙ্গুলি (৮২) গত ৪ মারচ বালিতে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গিয়েছেন।

উইনটেক্সের অবিস্মরণীয় রকমারি শাড়ী কাকে যে মন্ত্রমুগ্ধ করবে, কে জানে! যেমন অপূর্ব বুনট তেমনি মনভোলানো রঙ যা একবার দেখলে আর ভোলা যায় না!
সুন্দর সুন্দর জর্জেট, ব্রোকেড, জোসো, সাদা ও ছাপা শাড়ি, ড্রেসের কাপড়—সেইসঙ্গে শার্টিংস ও সুটিংস—সবসেরা কৃত্রিম সুতো দিয়ে তৈরি।
উইনটেক্স—ফ্যাশানদার কাপড়—
আজ, কাল, পরশুর জন্যে
উইনটেক্স মিলস উইনটেক্স রোড, সুরাট

everest/1081/WM ben

এজেন্ট :—বিনয় টেক্সটাইলস, ১৬০ ক্রস স্ট্রীট, কলিকাতা–৭।
স্টকিস্ট :—(১) শ্রীঅমর ফেব্রিকস, ১২ নূরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা–৭।
(২) দয়ারাম ভিরুমল, ৬৯ যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট, কলিকাতা–৭।
(৩) জগন্নাথ সীতারাম, ৬ নূরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা–৭।
(৪) জ্ঞানমল শিখরচাঁদ, ১ নূরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা–৭।
(৫) কান্তি ক্লথ স্টোর্স, ১৫ নূরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা–৭।

অপূর্ব সুন্দর
এই মেরিট*
সেলাই
কল!

৩০৭টি
নিখুঁত যন্ত্রাংশ আর
একশত বছরেরও অধিক
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সিঙ্গার
কোম্পানীর দ্বারা প্রদত্ত !

প্রত্যেকটি মেরিট সেলাই কলে এবং একে তৈরী করতে যে ৩০৭টি যন্ত্রাংশ লেগেছে তার প্রত্যেকটিতে পাবেন বিশ্ববিখ্যাত সিঙ্গারের নির্ভরযোগ্যতা। কারণ প্রতিটি মেরিট যন্ত্রাংশ সুদক্ষ কারিগরি ও সুপরিচালিত ব্যবস্থা দ্বারা প্রস্তুত হয়...এমনকি ছোট স্ক্রু ও হেয়ার স্প্রিংটি পর্যন্ত। তাই মেরিট সেলাই কল একটানা ৪০০০ ঘন্টা স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। একমাত্র সিঙ্গারের দ্বারাই ইহা সম্ভব। সারাজীবন সেলাই ক'রে আনন্দ পেতে চান—তো কাছাকাছি সিঙ্গারের দোকান অথবা সিঙ্গার মনোনীত বিক্রেতার কাছ থেকে মেরিট সেলাই কল কিনুন।

বিনামূল্যে আমাদের সম্পূর্ণ রঙীন পুস্তিকার জন্যে লিখুন !

সিঙ্গার প্রস্তুত করে উৎকৃষ্ট জিনিস

সিঙ্গার সোয়িং মেশিন কোম্পানী
সিঙ্গার বিল্ডিং, ২০৭, ডি. এন. রোড, বোম্বাই-১
*সিঙ্গার কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক
রেজিষ্টার্ড ব্যবহারকারী: সিঙ্গার সোয়িং মেশিন কোম্পানী

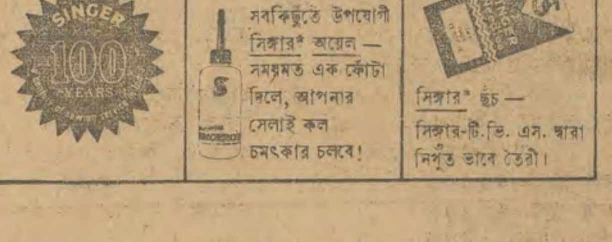

সবকিছুতে উপযোগী সিঙ্গার* অয়েল — সময়মত এক ফোঁটা দিলে, আপনার সেলাই কল চমৎকার চলবে!

সিঙ্গার* ছুঁচ — সিঙ্গার-টি.ভি. এস. দ্বারা নিখুঁত ভাবে তৈরী।

AIYARS-SM. 141 BN

কিম ইল সুঙ

শিশু ও কিশোরদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা-কর্মীদের কর্তব্য সম্পর্কে

২৫শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে সক্রিয় শিক্ষা-কর্মীদের জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা

আপনারা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রভু ২,৫০০,০০০ শিশু ও কিশোরকে বিশ্বস্ত কমিউনিস্ট হিসেবে শিক্ষিত করে তোলার ও ট্রেনিং দেবার গৌরবমণ্ডিত কাজ সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন।

আপনারা, যেসব শিক্ষক, আমাদের দেশের শিশু ও কিশোরদের শিক্ষিত করে তোলার ও গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন শুরুতেই আমি তাঁদের, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং এই সম্মেলনের বিপুল সাফল্য কামনা করছি।

শিশু ও কিশোরদের শিক্ষিত করে তোলার ও গড়ে তোলার ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলার এই সুযোগ আমি গ্রহণ করছি।

বেশ কয়েকজন কমরেড তাঁদের বক্তৃতায় বেশ জোর দিয়েই বলেছেন, শিক্ষা-কর্মীদের কাছে পার্টি যে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা হচ্ছে আমাদের তরুণ বংশধরদের সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিশ্বস্ত নির্মাতা, সর্বদিক দিয়ে বিকশিত শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট হিসেবে শিক্ষিত করে তোলা ও গড়ে তোলা। এটি অত্যন্ত কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

পার্টির নীতি উচ্চে তুলে ধরে আপনারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, এবং এখন কঠিন কর্তব্য সমাধা করে তার মহান ফল লাভ করছেন।

আমি এবিষয়ে খুব আনন্দিত যে, শিশু ও কিশোরদের শিক্ষিত করে তোলার কাজ আমাদের দেশে বেশ ভালোভাবেই চলছে এবং আপনাদের অর্জিত সাফল্যের আমি প্রচুর প্রশংসা করি। তবে, আমাদের কাজে যে কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি নেই তা নয়। এই কঠিন কাজ সাফল্যের সঙ্গে চালাতে গেলে আমাদের আরও বেশী উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখাতে হবে এবং আমাদের মস্তিষ্ককে আরও বেশী কাজে লাগাতে হবে।

আমরা এখন এক নতুন সমাজে বাস করছি। আপনারাও সবাই সম্পূর্ণ নতুন মানুষ, ওয়ার্কার্স পার্টির যুগে আপনারা শিক্ষালাভ করেছেন ও বড় হয়েছেন। আপনারা 'লাল' শিক্ষাদাতা—নতুন সমাজে নতুন ধরনের মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার ও ট্রেনিং দেওয়ার কাজে আপনারা নিরত। পুরানো সমাজের শিক্ষাদাতারা যেভাবে শিক্ষা দিতেন সেভাবে নয়, নতুন সমাজের মানুষদের শিক্ষিত করে তোলার ও গড়ে তোলার এক নতুন নীতি ও নতুন পদ্ধতি আমাদের অনুসরণ করতে হবে। কমিউনিস্ট শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির নীতিই নির্ভুল নীতি, আজকের নতুন মানুষকে গড়ে তোলার জন্য আমাদের নিশ্চয়ই তা অনুসরণ করতে হবে।

কমিউনিস্ট লাইনে মানুষকে নবরূপ দেওয়ার কাজ কমিউনিস্ট সমাজে, যে সমাজে সবাই প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে পারে তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজতন্ত্রী সমাজ কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়। সমাজতন্ত্রী সমাজ গড়ে তুলতে হলে, তার বস্তুগত ও কারিগরী ভিত্তি সৃষ্টিকে মানুষের চেতনা রূপান্তরণের সঙ্গে এক সাথে চলতে হবে। উৎপাদন সম্পর্কের সমাজতন্ত্রী রূপান্তরণ সমাধা হয়ে গেলেও ও নতুন কলাকৌশল প্রবর্তিত হলেও সমাজ পরিচালনা করে ও কলাকৌশল নিরূপণ করে যে মানুষ সেই মানুষ যে পর্যন্ত না রূপান্তরিত হচ্ছে সে পর্যন্ত আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ শেষ হয়ে গেছে।

সমাজের বস্তুগত অবস্থা মানুষের চেতনা নিরূপিত করে; আবার মানুষের চেতনার পরিবর্তন সমাজের পরিবর্তনের চাইতে অনেক ধীরগতি। পুরানো ধ্যান-ধারণা ও পুরানো অভ্যাস অত্যন্ত রক্ষণশীল। সমাজজীবনের বস্তুগত অবস্থার পরিবর্তন হলেও পুরানো ধ্যান-ধারণা ও পুরানো অভ্যাস দীর্ঘকাল থেকে যায়, একজনের কাছ থেকে আরেক জনে তা বিস্তারলাভ করে, প্রসারলাভ করে।

আদর্শগত চেতনার পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সমাজজীবনের বস্তুগত পরিবর্তনের মত তা এত সহজে বোধগম্য নয়। মানুষের চেতনা দৃশ্য নয়, কিংবা তার রূপান্তরণের মাত্রাও আমরা মাপতে পারি না। তবে, একজন মানুষ কোন্ ধরনের ধারণা পোষণ করে তা বিচার করা যায় কেবলমাত্র তার আচার-আচরণ দিয়ে। আবার, একজন মানুষের চেতনার বিকাশের মাত্রা আরেক জনের চেতনার বিকাশ থেকে আলাদা এবং প্রত্যেকটি মানুষের চিন্তাধারা অত্যন্ত জটিল।

সুতরাং, মানুষের চেতনা রূপান্তরণ কাজের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ ও ধৈর্যশীল প্রচেষ্টার এবং তা চালাতে হবে সতর্ক পর্যালোচনার ভিত্তিতে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। শিক্ষার কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেই সঙ্গে অত্যন্ত কঠিন।

যে কোন সমাজে জনসাধারণের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। বিশেষ করে, সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজ যত বেশী এগোবে ও আমরা কমিউনিস্ট সমাজের যত বেশী কাছে যাবো, রাষ্ট্রের শিক্ষাগত-সাংস্কৃতিক কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির কাজ তত বেশী বড় হয়ে উঠবে।

বাড়ির শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষা, একটিকে আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; তাদের নিশ্চয়ই পাশাপাশি চলতে হবে এবং তাদের সঠিকভাবে সম্মিলিত করতে হবে। মানুষের শিক্ষা শুরু হয় বাড়িতে ভিত্তি স্থাপিত হয় বিদ্যালয়ে এবং সমাজ-শিক্ষার গতিধারায় তা পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে।

আর বিদ্যালয় গ্রহণ করে মানুষের শিক্ষার ভার তার শৈশব ও কৈশোর কালে, যে কালটি জীবনের সব চাইতে ভাবপ্রবণ কাল, যে সময় তাদের মানসিক ও দৈহিক গঠন দ্রুত হতে থাকে। শিশু আর কিশোররা নতুন জিনিস জানতে সবচেয়ে বেশী আগ্রহী হয়; মহৎ, অপূর্ব ও অসাধারণ কিছু করার একটা বীরত্বমণ্ডিত আকাঙ্ক্ষায় তাদের মন পরিপূর্ণ; মনে গভীর দাগ কাটে অন্যের এমন উদাহরণ অনুসরণ করতে তারা সবসময় প্রস্তুত।

বলাই বাহুল্য যে, বর্তমান যুগেও বাড়ির শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু বৃহত্তর দায়িত্ব ন্যস্ত আছে শিক্ষকদের ওপর। এ কথাও বলা বাহুল্য যে, আমাদের শিশু ও কিশোররা ভালো হয়ে গড়ে উঠছে কিনা তা নির্ভর করে শিক্ষকরা তাদের কিভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন তার ওপর। কাজেই, পুরানো কাল থেকেই শিক্ষকতাকে মানুষ পবিত্র কর্ম বলে গণ্য করে আসছে এবং নতুন বংশধরদের শিক্ষাদান কর্মে রত শিক্ষকদের গভীর শ্রদ্ধা করে আসছে।

আমাদের সমাজেও শিক্ষকরা সম্মানিত ব্যক্তি এবং পার্টি, রাষ্ট্র ও সমগ্র জনসাধারণ তাঁদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। আপনাদের কাছে পার্টি ও রাষ্ট্র যে গভীর প্রত্যাশা করে আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা নিজেরাও নিশ্চয়ই গভীর সম্মানবোধ ও দায়িত্ববোধ অনুভব করতে পারেন। ইয়াকসু মিডল স্কুলের অধ্যক্ষ এইমাত্র তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, শিক্ষাদান কাজ আজকের দিনে একটি সম্মানজনক বৈপ্লবিক কাজ।

একটা পুরানো প্রবাদ আছে : 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও'। এর অর্থ, নিজের কাজের ভিতর দিয়েই আদর্শ স্থাপন করতে হবে। শিশু ও কিশোরদের শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষকদের অবশ্যই নিজেদের কাজ দিয়ে তাদের কাছে আদর্শ স্থাপন করতে হবে। এর জন্য, শিক্ষকদের নিজেদের কমিউনিস্ট আদর্শ ও বিপ্লবীর মহান নৈতিক প্রলক্ষণে সমৃদ্ধ বিশিষ্ট কমিউনিস্ট হতে হবে।

আমাদের শিক্ষাদাতারা, যাঁরা নতুন বংশধরদের গড়ে তুলছেন তাঁদের অবশ্যই পুরানো সমাজ থেকে বয়ে-আনা বিভিন্ন পুরানো ধ্যান-ধারণা বর্জন করতে হবে এবং কমিউনিস্ট আদর্শে সুসজ্জিত 'লাল' বিপ্লবী যোদ্ধা হিসেবে শিক্ষা-ফ্রন্টে দাঁড়াতে হবে।

কমিউনিস্টরা অতি-মানুষ নয়। সমস্ত রকমের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে জনগণকে মুক্ত করবার জন্য ও সমস্ত মানুষের সুখী জীবনের ব্যবস্থা করবার জন্য যে নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করে সে-ই কমিউনিস্ট হয়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া, আমাদের সমাজে যেখানে জনগণই হচ্ছে দেশ ও সমাজের প্রভু, সেখানে কমিউনিস্ট হওয়া খুব কঠিন নয়। এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, বিশেষ করে আপনারা, আমাদের শিক্ষাদাতারা, যাঁরা আমাদের পার্টি কর্তৃক শিক্ষিত হয়েছেন ও মুক্তির পর থেকেই পার্টির লাইন কার্যকর করার জন্য অবিরাম কাজ করে চলেছেন তাঁরাই ভালো কমিউনিস্ট হতে পারেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, কোনরকম বাছ-বিচার না করে আপনারা সকলে আমাদের পার্টির 'লাল' আদর্শে সুসজ্জিত হয়ে অপূর্ব কমিউনিস্ট শিক্ষাদাতা হয়ে উঠবেন।

এখন, শিশু ও কিশোরদের কমিউনিস্ট শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবো।

অনেক লোকে মনে করে, কমিউনিস্ট শিক্ষা এক ধরনের রহস্যজনক ব্যাপার, এবং মনে করে, অতীতে এ সম্ভব ছিল না। কিন্তু, বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ও এই কাজ ঐকান্তিকতার সঙ্গে চালিয়ে আমরা পরিষ্কার উপলব্ধি করেছি যে, কমিউনিস্ট শিক্ষার রহস্যের কিছু নেই। এইক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই আমরা বিপুল সাফল্য অর্জন করেছি ও মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, শিশু ও কিশোরদের কমিউনিস্ট শিক্ষার ব্যাপারে তাদের ভিতর জনগণ, বন্ধু, সংগঠন ও সমবায়ের প্রতি ভালোবাসার চেতনা জাগ্রত করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পুঁজিবাদী সমাজে, একক ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজে যাতে প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন ভোগ করতে পারে তার জন্য অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপরকে পরাজিত করে। কিন্তু কমিউনিস্ট সমাজে সমস্ত মানুষ সমানভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। মাত্র অল্প কয়েকজন মানুষ প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করবে তার জন্য আমরা সাম্যবাদ গড়ে তুলছি না; আমরা সাম্যবাদ গড়ছি যাতে সমস্ত মানুষ সমানভাবে কাজ করতে পারে ও সমানভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। কমিউনিস্ট সমাজে সমস্ত মানুষ গড়ে তোলে একটি বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ ও একসূত্রে বাঁধা একটি পরিবার, যার মধ্যে "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সকলে একে অপরকে সাহায্য করে, সুখ ও দুঃখ সমানভাবে ভাগ করে নেয়।

এই সমাজে স্বার্থপরতা, যার লক্ষ্য শুধু একক ব্যক্তির সুখ ও গৌরব তা সহ্য করা হয় না। যার মানসিকতাতেই এই স্বার্থপরতা রয়েছে সে যেমন পারে না কমিউনিস্ট সমাজ গড়তে তেমনি পারে না তাতে বাস করতে। কমিউনিস্ট হতে হলে স্বার্থপরতা বিসর্জন দিতে হবে এবং মানুষকে ভালোবাসতে শিখতে হবে।

আমাদের শিশু-কিশোররা বাড়িতে বাপ-মা ও ভাইবোনদের ভালোবাসবে, বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও বন্ধুদের ভালোবাসবে, আর তারপর সমাজে প্রবেশ করার পর ভালোবাসবে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে। আমাদের নতুন বংশধরদের শিশুকাল থেকেই এই অভ্যাস অর্জনের জন্য তাদের শিক্ষা আমাদের অবশ্যই দিতে হবে। অপরকে যে ভালোবাসে কেবলমাত্র সে-ই অপরের ভালোবাসা পেতে পারে এবং সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে যৌথ জীবন যাপন করতে পারে।

আমরা মাঝে মাঝে এমন লোকের দেখা পাই যাঁরা নিঃসঙ্গ জীবন পছন্দ করেন। এই ধরনের লোক অন্যের প্রতি বীতস্পৃহ এবং অন্যের দুঃখ-বেদনার প্রতি উদাসীন। এই ধরনের মানুষ বিপ্লবী হতে পারে না।

কমিউনিস্ট হতে হলে জনগণের স্বার্থ ও সমবায়কে নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে ও কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে চলবে না, নিজের সাথী ও জনগণের সেবা করতে শিখতে হবে। বস্তুতপক্ষে, দীর্ঘকাল আমাদের কমরেডদের সঙ্গে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালাতে গিয়ে আমরা আমাদের পরিবারের চাইতে আমাদের কমরেডদের সঙ্গে বেশী সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের কাছে বিপ্লবী কমরেডদের চাইতে প্রিয় কেউ নয়, যে কমরেডদের সঙ্গে আমরা কঠিন কঠিন অবস্থার মধ্যে জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়েছি, একে অপরকে রক্ষা করেছি। আর, তার জন্যই বিপ্লবী কমরেডদের সমবায় যে-কোন পরিবারের চাইতে অনেক বেশী ঐক্যবদ্ধ ও সমধর্মী হয়ে উঠেছে।

এবং এই সমবায়বাদ, শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, মানুষের প্রতি ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। যারা তাদের কমরেড ও জনগণকে ভালোবাসে তারাই তাদের সমবায়কে ভালোবাসতে পারে। সুতরাং, কমিউনিস্ট শিক্ষায় প্রয়োজন শিশু ও কিশোরকে সমবায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাদের বন্ধু ও জনগণকে ভালোবাসার মানসিকতায় সমৃদ্ধ করে তোলা।

আত্মগুরুত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একক বীরত্ব এবং শুধুমাত্র নিজস্ব অভিমতকে আঁকড়ে থাকার নীতিভিত্তিক স্বৈরতন্ত্র, সেইসঙ্গে অপরের অভিমতকে নস্যাৎ করার প্রবণতা—এ সবকিছুই পুঁজিবাদী স্বার্থপরতার প্রকাশ এবং সমবায়িক ঐক্য ও সৌহার্দ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এইসব ক্ষতিকর ধ্যানধারণা সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে হলে প্রয়োজন শিশুকাল থেকেই সমবায়কে ভালোবাসার অভ্যাস গড়ে তোলা।

বাড়ি ও বিদ্যালয়ও সমবায়। বাড়িতে শিশুরা ভালোবাসবে তাদের বাপ-মা ভাইবোনদের, বিদ্যালয়ে ভালোবাসবে সহপাঠীদের আর শিক্ষকদের এবং সমাজের মধ্যে ভালোবাসবে প্রতিবেশীদের। এইভাবে তারা নিজেদের দেশ আর জনগণকে ভালোবাসতে এবং পার্টি, রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য সংগ্রামে সবকিছু উৎসর্গ করতে শিখবে।

সমবায়িক শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমবায়ের বিপুল শক্তির প্রতি শিশুদের আস্থা জন্মানো। কিণ্ডারগার্টেনের কাল ও ইয়ং পায়োনীয়ারের জীবন থেকেই শিশুদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সমবায় যখন তার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করবে তখন যেন সে তার লক্ষ্য সিদ্ধ করতে পারে, যে সিদ্ধি একক ব্যক্তির ক্ষমতার বাইরে। এইভাবে, প্রত্যেককে সমবায়ের শক্তির প্রতি আস্থাশীল হতে, এর ওপর নির্ভর করতে ও এর জন্য সংগ্রাম করতে ট্রেনিং দিতে হবে।

কমিউনিস্ট শিক্ষায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নতুন বংশধরদের সরকারী সম্পত্তির মর্যাদা দেওয়া ও যত্ন করার চেতনায় শিক্ষিত করে তোলা।

আমাদের সমাজে সমস্ত মূল্যবান সম্পত্তির মালিক হচ্ছে সমগ্র জনগণ। উৎপাদন ও পরিবহণের সমস্ত উপায়—ফ্যাক্টরি, খনি, বন, ক্ষেত, রেলপথ ও জাহাজ—জনগণের মালিকানাধীন, এবং সমস্ত সাংস্কৃতিক ও জনস্বাস্থ্য সংস্থা, যেমন বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও থিয়েটার—এগুলোও জনগণের সম্পত্তি। এইসব সম্পত্তি কারো একার জন্য নয়, সমগ্র জনগণের জন্য; এগুলো আমাদের সমসাময়িক জনসমষ্টির সেবা করছে, ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও সেবা করবে এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি সমবায়কে ভালোবাসে তবে সে তার মালিকানাধীন সাধারণ সম্পত্তিও ভালোবাসবে।

আমাদের সড়ক, বিল্ডিং ও রাস্তাগুলোকে এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্ত সম্পত্তিকে আমাদের সযত্নে ব্যবহার করতে হবে। যে বাড়িতে আমরা বাস করছি, যে চেয়ার ও টেবিল আমরা ব্যবহার করছি সেগুলোর যত্ন আমাদের করতে হবে; আমাদের সমস্ত বিদ্যালয় ও ফ্যাক্টরিকে আমাদের ভালোবাসতে হবে।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে, দেশপ্রেম সমবায়িকতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। সবকিছুর ওপরে, দেশপ্রেমিক চেতনার প্রকাশ ঘটে জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও জনগণের সম্পত্তির যত্নের মধ্যে।

নিজের জিনিসপত্রকে একান্তভাবে যত্ন করা আর সরকারী সম্পত্তিকে অবহেলা করা বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণারই প্রকাশ।

আমরা অনেক বাড়ি, বিদ্যালয় ও থিয়েটার গড়েছি। কিন্তু এমন উদাহরণের অভাব নেই, যেহেতু জনসাধারণ সে-গুলোকে ভালবাসে না ও সেগুলোর যত্ন নেয় না সেই হেতু সেগুলো অকেজো হয়ে পড়ছে। এই ব্যাপারটি অত্যন্ত দুঃখের।

এমনকি আমরা যখন একটি গাছ রোপণ করি তখন আমাদের অবহিত থাকতে হবে যে, এটি করা হয়েছে আমাদের নিজেদের ও আমাদের বংশধরদের কল্যাণের জন্য। কাজেই এর প্রতি আমাদের গভীর যত্ন নিতে হবে। লোকে বলে, ইয়াকসু মিড্‌ল্ স্কুলের ছাত্রদের তাদের সমগ্র স্কুল জীবনে ছুরি দিয়ে চেয়ারের উপর আঁকিবুকি না কাটার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি অতি চমৎকার। আমি শুনেছি, একবার একজন পরিদর্শক ইয়াকসু মিড্‌ল্ স্কুলে এসে কি একটা লিখবার জন্য পেনসিল কাটতে থাকেন। একজন ছাত্র তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে হাত পেতে নেয় পেনসিলের কাটা অংশগুলো ধরবার জন্য। ছাত্ররা সযত্নে যে জায়গাটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে ফিটফাট রাখতে বেশ উদগ্রীব। আমি শুনেছি যে লোকটি পেনসিল কাটছিলো সে এ দেখে বিমুগ্ধ হয়ে যায়। আমাদের সমস্ত তরুণদের এই ছাত্রটির মতই চলতে হবে।

দেশপ্রেম একটি ফাঁকা বুলি নয়। দেশপ্রেমের শিক্ষা কেবলমাত্র এই শ্লোগান দিয়েই চালানো যায় না : "সমাজতন্ত্রী দেশপ্রেমের চেতনায় আমাদের নিজেদের সমৃদ্ধ করতে হবে!" দেশপ্রেমের চেতনায় মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার কাজ শুরু করতে হবে এমন কি রাস্তার রোপিত একটি গাছকে যত্ন করা, এবং বিদ্যালয়ে চেয়ার ও টেবিলকে যত্ন করার ভিতর দিয়ে নতুন বংশধরদের ক্ষমতার মধ্যে যা আছে, তাদের জীবনের সঙ্গে যা সম্পৃক্ত তা দিয়েই শুরু করতে হবে, এবং তারপর ক্রমে দেশ ও জনগণের স্বার্থ যাতে স্বেচ্ছায় রক্ষা করতে অগ্রসর হয় তার জন্য শিক্ষা দেওয়ার কাজ চালাতে হবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যে মানুষ শিশুকাল থেকেই সরকারী সম্পত্তি ভালবাসার অভ্যাস পেয়েছে সে পরিণত বয়সে শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক হয়ে উঠবে।

কমিউনিস্ট শিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিশু ও কিশোরদের শ্রমকে মর্যাদা দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া।

পুঁজিবাদী সমাজে মেহনতী মানুষ নিপীড়িত হয় এবং শ্রমকে অপমানকর বলে গণ্য করা হয়। কাজেই শ্রমজীবী মানুষ নিজেরাও অজ্ঞাতভাবে এই ধারণা করে বসে থাকে যে, অলস জীবন বড়ই সুখের। আমাদের দেশেও বহুলোক মনে করত, সবচাইতে ভাগ্যবান লোক হচ্ছে সে-ই যে অলস জীবন যাপন করতে পারে। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যাঁরা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে গেছেন তাঁরা অলসের সুখসমৃদ্ধির জন্য ঈর্ষাবোধ করতেন এবং কামনা করতেন তাঁদেরও ভাগ্য ফিরুক, যাতে তাঁরাও অলস জীবন যাপন করতে পারেন।

আজকের দিনেও কেউ কেউ এই ভুল ধারণা পোষণ করেন যে, কমিউনিস্ট সমাজে মানুষ কোন কাজ না করেই বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু কমিউনিস্ট সমাজ এমন নয় যাতে কাজ না করে মানুষ বাঁচতে পারে।

কমিউনিস্ট সমাজ এমন একটি সমাজ যেখানে সবাই কাজ করে ও সুখে বসবাস করে। তাহলেও শ্রমের প্রয়োজন থাকবেই। সমস্ত সম্পদ শ্রমেরই প্রতিদান। শ্রম ছাড়া সমাজ রক্ষা পায় না, তার অগ্রগতিও হয় না।

কথা হচ্ছেঃ কার জন্য শ্রম? পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমজীবী মানুষ কাজ করত পুঁজিপতিদের জন্য, নিজেদের জন্য নয়। শ্রমের ফল জনগণের অধিকারে আসত না, শোষকরা তা হরণ করত। এই রকম সমাজে শ্রমিকরা উৎসাহ উদ্দীপনা দেখাতে উদ্বুদ্ধ হত না, এবং শ্রম ছিল শুধুমাত্র বেদনাদায়ক। কিন্তু সমাজতন্ত্রী সমাজে শ্রমের ফল শ্রমিকদের নিজেদের এবং সমগ্র জনগণের আয়ত্তের মধ্যের ঘটনা। কাজেই আমাদের সমাজে শ্রম হচ্ছে একটি পবিত্র, সৃজনীমূলক জিনিস; সমগ্র জনগণ ও দেশের সমৃদ্ধির জন্য সেবায় রত এটি একটি সম্মানজনক কাজ। আমাদের ব্যবস্থায় শ্রমের ক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করেছে সে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করে। কারণ দেশ ও জনগণের জন্য অন্যান্যের চেয়ে সে অনেক বেশি কাজ করছে। একথা বলা যায় যে আমাদের দেশে শ্রমবীররা শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমী, বিশ্বস্ততার সঙ্গে তারা দেশ ও জাতির সেবা করছে।

এমন বহুলোক আছে যারা পুঁজিবাদী অলস জীবন যাপন করে। কিন্তু আমাদের দেশে মানুষের সবরকমের শোষণ বিলুপ্ত হয়েছে এবং অলস জীবন যাপনের কোন সুযোগ এখানে নেই। একথা বলা যায় যে, অলসরা সমাজের পরগাছা। অন্যের উপর ভর করে তারা বেঁচে থাকে। পুঁজিবাদী দেশে যেহেতু এরকম বহু পরগাছা রয়েছে সেইহেতু সেখানে শ্রমজীবী মানুষ ভালভাবে বাঁচতে পারে না। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রত্যেকে এই কাজ করে এবং তার জন্য পুঁজিবাদী সমাজের চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ এখানে উৎপন্ন হয় এবং সকলে প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে পারে।

অতীতে যারা বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল তারা এখন অভিযোগ করে যে তাদের জীবন পুঁজিবাদের চেয়েও খারাপ অবস্থায় পড়েছে। একথা সত্য যে সে সময়ে জমিদাররা আর পুঁজিপতিরা এখানকার চাইতে অনেক ভাল ছিল। কারণ তারা বহু লোকের শ্রমের ফল হরণ করে নিত। পক্ষান্তরে শোষিত মানুষরা অতি দুঃখকষ্টে জীবন যাপন করত। যারা অভিযোগ করে যে তাদের বর্তমান অবস্থা অতীতের চাইতে খারাপ তারা জমিদার ও পুঁজিপতি, তাদের এখনও সংশোধন হয়নি।

কিছু কিছু লোক মনে করে, শ্রমের সঙ্গে পঠন পাঠনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। শেষ বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, আমরা পড়াশুনা করি শ্রমের পক্ষে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কলাকৌশল অর্জনের উদ্দেশ্যে। বস্তুতে কোন মূল্য নেই এমন কোন জ্ঞানের আমাদের প্রয়োজন নেই।

অতীতে জাপ-বিরোধী গেরিলাদের মধ্যে শিক্ষিত লোক ছিল, কিন্তু তাদের অর্জিত জ্ঞান কিভাবে কাজে লাগাতে হবে তা তারা জানত না। কাজেই তাদের আমরা বলতাম "জ্ঞানের কুলুপ আঁটা সিন্দুক।"

মানসিক শ্রম দৈহিক শ্রমের মতোই জনগণের কাছে প্রয়োজনীয়। যারা মানসিক শ্রম করে তারা ভালো ভালো মেশিন আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু তাকে যদি ফলপ্রসূ হতে হয় তবে দৈহিক শ্রমের সঙ্গে তাকে অবশ্যই মিশতে হবে। একটি মেশিন আবিষ্কার করতে হলে নিজের হাতে নেড়ে-চেড়ে মেশিনের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করতে হবে এবং শ্রমিকদের মতামত অনুধাবন করতে হবে। শখের পড়াশুনার কোন ফল নেই।

ছাত্র ও শিষ্যদের একথা আমাদের বোঝাতে হবে যে, শ্রম পবিত্র ও অত্যন্ত মূল্যবান। বালক বয়স থেকেই তাদের ভিতর পরিশ্রম করার অভ্যাস আমাদের গড়ে তুলতে হবে, শ্রমের সঙ্গে মিলিত সবরকমের জ্ঞান তাদের দিতে হবে, এবং শ্রমের ভিতর দিয়ে অর্জিত জ্ঞান সংহত করতে তাদের পরিচালিত করতে হবে।

কমিউনিস্ট শিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ছাত্র ও শিষ্যদের উপলব্ধি করানো।

আমাদের দেশে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা আমাদের জনগণের অর্জিত মহত্তম বৈপ্লবিক সাফল্য। আমাদের জনগণ সুখ ভোগ করতে পারে ও আমাদের দেশ উন্নতিলাভ করতে পারে ও দ্রুতগতিতে বিকশিত হতে পারে, কারণ আমরা যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছি তা শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত এবং যার মধ্যে জনগণই হচ্ছে ক্ষমতার প্রভু। ছাত্র ও শিষ্যদের আমাদের বলতে হবে এই সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের কত দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী কঠোর সংগ্রাম করেছেন।

আমাদের জনগণের আজকের দিনের সুখী জীবনের সঙ্গে তুলনা করে পুরানো প্রথার জীবনযাপনের দুঃখ-কষ্টের কথা নতুন বংশধরদের কাছে বর্ণনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষার কথাই ধরা যাক্। প্রাক্-মুক্তির যুগ ও এখনকার মধ্যে পার্থক্য অতি বিরাট। মুক্তির আগে শ্রমিক ও কৃষকের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যেতে পারতো না, কলেজী শিক্ষা গ্রহণের কল্পনা তো অনেক দূরে। কিন্তু এখন আমাদের দেশে সবাই বিনা ব্যয়ে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে, প্রত্যেকেই কলেজে যায়। শিশু ও কিশোরদের কাছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এমন বহু উদাহরণ দিতে হবে এবং তাদের শেখাতে হবে যে, এই ব্যবস্থাকে তাদের ভালোবাসতে হবে ও একে রক্ষা করার জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হবে।

আজকের দিনের নতুন বংশধররা জমিদার ও পুঁজিপতিদের সম্পর্কে কোন ধারণা করতে পারে না কিংবা ভাবতে পারে না মুক্তির আগে আমাদের জনগণ কি অবস্থায় দিন কাটাতো।

আমাদের দেশে বিপ্লব এখনও শেষ হয়নি, এবং জমিদার ও পুঁজিপতিদের শোষণমূলক ব্যবস্থা আমাদের দেশের দক্ষিণ অর্ধাংশে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। দক্ষিণ অর্ধাংশে জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে এবং ভবিষ্যতে দক্ষিণ কোরিয়াতেও সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে।

কাজেই, আমাদের দেশের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে, আজকের প্রজাতন্ত্রের উত্তর অর্ধাংশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে তুলনা করে ছাত্র ও শিষ্যদের জমিদার ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হবে, এবং আমাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য ও শেষ পর্যন্ত কোরীয় বিপ্লবের সাফল্যের জন্য সংগ্রাম করতে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

অধিকন্তু, ভবিষ্যৎকে ভালোবাসার চেতনায় তরুণ বংশধরদের শিক্ষিত করে তোলাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভবিষ্যৎকে ভালোবাসা বিপ্লবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিপ্লবীরা সংগ্রাম করে বর্তমানে নিজেদের সহজ সরল জীবনের জন্য নয়, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, আগামী বংশধরদের নতুন সুখী জীবনের জন্য।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এখন দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রচার করছে যে, মানুষের সব চাইতে নিরাপদ ও সুখী জীবন হচ্ছে নিজেদের আদর্শ বর্জন করা ও বর্তমান অবস্থাকেই ত্বরিৎ গ্রহণ করা এবং সাময়িক আনন্দের সন্ধান করা। এইভাবে তারা শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী চেতনাকে বিকল করে দিতে এবং তরুণদের দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলতে চায়।

বিপ্লবীরা সব সময় নতুনের বিজয়ের জন্য পুরোনো জিনিসের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে, কারণ তারা ভালোবাসে ভবিষ্যৎকে, ভালোবাসে নতুনকে। যে মানুষ নতুনকে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকে ভালোবাসে, সে রক্ষণশীল ও নিষ্ক্রিয় হতে পারে না। শুধু বর্তমানকে নিয়েই তারা সন্তুষ্ট হতে পারে না, তারা চায় এগিয়ে যেতে আরও সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে।

বহু কমিউনিস্ট প্রাণত্যাগ করেছেন আজকের পৃথিবীকে না দেখেই। তবে, তাঁরা সাম্যবাদের বিজয়ের প্রতি দৃঢ় আস্থা নিয়েই তীব্র সংগ্রাম করেছেন। যদিও তাঁরা আজকের সুখসমৃদ্ধ জীবন দেখবার জন্য বেঁচে নেই, তবু তাঁরা অতি মহৎ ও সম্মানিত জীবন যাপন করে গেছেন, এবং সংগ্রামে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সাফল্য অমর হয়ে আছে।

পুঁজিবাদ অতি বেশী দিন ধরে বেঁচে আছে, এখন সে ক্ষয়ের পথে। ভবিষ্যতের কর্তা সাম্যবাদ। আজ ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম করার অর্থ সাম্যবাদের জয়ের জন্য সংগ্রাম করা। যে মানুষ নতুন ভবিষ্যৎকে ভালোবাসে, সে নিশ্চয়ই কমিউনিস্টে পরিণত হবে। কমিউনিস্টরা হচ্ছে সেই জাতের মানুষ যারা সাম্যবাদী সমাজ গঠনের উদগ্র কামনা নিয়ে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প সংগ্রাম করে।

বিপ্লব অতি কঠিন ও জটিল কাজ। বিপ্লব চালাতে গেলে, অর্থাৎ পুরানোকে উচ্ছেদ ও নতুনকে সৃষ্টি করার কাজ চালাতে গেলে বহু অসুবিধা ও দুর্যোগ পার হতে হবে। আপনারা যদি সাহস হারান, হতাশাবাদী হন ও যখনই অসুবিধা দেখা দেবে তখনই পিছিয়ে যান, তবে আপনারা বিপ্লবী হতে পারবেন না। জাপ-বিরোধী গেরিলারা অবর্ণনীয় অসুবিধা ও দুর্যোগের ভিতর দিয়ে সংগ্রাম করেছে, কিন্তু তাদের জীবন ছিল সব সময় আনন্দময় ও বৈপ্লবিক আশাবাদে পরিপূর্ণ। বিপ্লবীরা বিন্দুমাত্র হতাশ হয় না, কিংবা শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়লেও, অথবা যখন তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় বা ফাঁসির মঞ্চে তোলা হয় তখনও তারা সাহস হারায় না। কারণ তারা তাদের সংগ্রামের ন্যায্যতা সম্পর্কে, সাম্যবাদ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রামে জয়লাভ সম্পর্কে দৃঢ়নিশ্চয়। ভবিষ্যৎকে ভালোবাসে যে বিপ্লবীরা এটিই হলো তাদের মানসিকতা।

পিতৃভূমির মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সাময়িক পশ্চাদপসরণের কালে জয়ের প্রতি আস্থা আমরা মুহূর্তের জন্যও হারাইনি। বহু বিদেশী কমরেড আমাদের দেশ পরিদর্শন করতে এসে বিন্দুমাত্র হতাশা দেখায়নি বলে কোরিয়ার জনগণের বিপুল প্রশংসা করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, দেশ তীব্র সঙ্কটের মধ্যে পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোরিয়ার জনগণ অত্যন্ত আনন্দময় ও বীর্যবান। সেই সময়ে আমরা সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণ করেছি, কিন্তু আমরা বেশ ভালোভাবেই জানতাম, শক্তি ও সংগ্রামী চেতনার অভাবের জন্য এই পশ্চাদপসরণ আমরা করিনি, আমাদের সরে আসতে হয়েছে আমাদের যথেষ্ট অস্ত্র নেই বলে। আমাদের দৃঢ়প্রত্যয় ছিল যে, আমরা যদি আরও অস্ত্র পাই তবে আমরা শত্রুকে আবার আঘাত হানতে ও ধ্বংস করতে পারবো। কারণ আমাদের জনগণের সংগ্রামী চেতনা অত্যন্ত উচ্চে এবং আমাদের পিপলস্ আর্মির সৈন্যরা সাহসী।

সন্ধির পরেও আমাদের বহু অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। মার্কিন দুষ্কৃতিকারীরা মনে করেছিলো যে, পায়ের তলায় মাটি পেতে আমাদের প্রায় এক শো বছর লেগে যাবে। কিন্তু আমাদের পার্টি ও জনগণ বিপ্লবী আশাবাদে পরিপূর্ণ হয়ে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে, দুই বা তিন বছরের মধ্যে পুনর্বাসনের কাজ সমাধা করে ফেলে এবং তারপর আড়াই বছরের মধ্যে পাঁচসালা পরিকল্পনার বিপুল কাজ শেষ করে দেয়, আর তাতে আমাদের দেশের চেহারা কল্পনাতীত রূপান্তর লাভ করে।

পরাজিতের মনোভাব, হতাশা, নিরাশা ও অনড়তার বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ সংগ্রাম চালাতে হবে; আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রত্যেকেই সব সময় দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে আনন্দ ও উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ করে।

আমাদের বিদ্যালয়-শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিস্ট আদর্শে এবং নতুন সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কারিগরী কৌশলে সুসজ্জিত সাম্যবাদের নির্মাতাগণকে ট্রেনিং দেওয়া। কমিউনিস্ট আদর্শবর্জিত জ্ঞান আমাদের কোন কাজেই আসবে না, কারণ আমরা সাম্যবাদের দিকেই এগিয়ে চলেছি।

শিশু ও কিশোরদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচকতায় নেতিবাচকতাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, জনগণকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে এই পদ্ধতি অত্যন্ত ফলপ্রসূ। ইতিবাচক উদাহরণ দিয়ে নেতিবাচকতাকে অতিক্রম করা গণশিক্ষার কাজে আমাদের পার্টির গণভিত্তিক লাইনেরই প্রতীক।

জনগণ ইতিবাচকতায় উদ্বুদ্ধ হয়, এবং নেতিবাচকতাকে অতিক্রম করতে ও ইতিবাচকতা সৃষ্টি করতে তারা সক্ষম। কাজেই, গণশিক্ষার ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি আবিষ্কার করা এবং জনগণকে তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি যথাসময়ে শোধরাবার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য সর্বপ্রকারে তার উন্নতিবিধান করা।

বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিষ্যদের জানা বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা এবং সেগুলোর সাহায্যে তাদের শিক্ষিত করে তোলাই বাঞ্ছনীয়।

আমাদের জনগণ, যারা অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক জীবন যাপন করে এসেছে তারা তীব্র সত্যানুসন্ধানী ও অত্যন্ত ন্যায়প্রেমী। অর্থ ও ক্ষমতার চেয়ে সত্য ও নৈতিকতাকে অধিকতর প্রিয় মনে করা আমাদের জনগণের ঐতিহ্যগত একটি সুন্দর মানসিকতা—যুগ যুগ ধরে এই মানসিকতা পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে। এত শক্তিশালী নৈতিক চেতনাসম্পন্ন জাতির কাছে ইতিবাচক উদাহরণ অনেক বেশী ফলদায়ক।

আর্মিতে জেলে আটক রাখার প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়েছে, এবং তার পরিবর্তে কমরেডসুলভ ভালোবাসা ও উদাহরণ দিয়ে প্রভাবিত করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তার ফলে শৃঙ্খলা আরও বেশী জোরদার হয়েছে এবং সৈন্য ও কম্যান্ডারদের মধ্যে ঐক্য আরও বেশী সংহত হয়েছে।

চোলিমা কর্মী গোষ্ঠীতে জনগণকে রূপান্তরিত করার কাজও ইতিবাচক উদাহরণ দিয়ে তাদের প্রভাবিত করার পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।

চোলিমা রাইডাররা এখন ইতিবাচক প্রভাবের পদ্ধতিতে ভালো মানুষে, সম্মুখের সারির লোক হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে—এদের মনে করা হতো বাগ-না-মানা বলে। একথা বলা যায় যে, ইতিবাচকতাকে প্রভাবিত করার পদ্ধতি শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

ছাত্র ও শিষ্যরা বিশেষ করে শিক্ষকদের উদাহরণই অনুসরণ করতে চায়। এরা নিষ্পাপ ও ভাবপ্রবণ। তারা সঠিক পথেই যেতে চায়, খারাপ পথে যাওয়া তারা পছন্দ করে না। এ কথা বলা বাহুল্য যে, ছাত্র ও শিষ্যরা দ্রুত কমিউনিস্ট হয়ে উঠবে কিনা তা নির্ভর করে শিক্ষকরা তাদের কাছে ভাল, ইতিবাচক উদাহরণ রাখেন কিনা। শিশু ও কিশোরদের মধ্যে যে সক্রিয়তা গড়ে উঠছে তাকে উন্নীত করতে হবে এবং তাদের কাছে যত বেশী সম্ভব ইতিবাচক উদাহরণ স্থাপন করতে হবে।

শিশু ও কিশোরদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পর্কে আমি যে আর একটি বিষয়ের ওপর জোর দিতে চাই তা হচ্ছে, ছোটখাট জিনিসকে আমাদের উপেক্ষা করলে চলবে না, বরঞ্চ ছোট জিনিস দিয়েই কাজ শুরু করতে হবে এবং তারপর যেতে হবে বড় কাজে।

সাম্যবাদের পথে জনগণকে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ও বৃহৎ ব্যাপার। তবে, জনগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছোট জিনিস দিয়েই শুরু করতে হবে। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বাস্তব বিষয়াবলী উপেক্ষা করে কেবলমাত্র বিমূর্ত আদর্শের ওপর জোর দিয়ে আমরা তাদের কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো না। শিশু ও কিশোরদের শিক্ষা বিশেষ করে শুরু করতে হবে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত বাস্তব বিষয়াবলী দিয়ে। সেগুলো হতে পারে ছোট, কিন্তু 'বিন্দু বিন্দু জলেই সাগর' সৃষ্টি হয়।

এবং, মানুষকে কমিউনিস্ট হিসেবে শিক্ষিত করে তুলতে হলে মূল অংশগুলোকে লালন করতে হবে। শিক্ষক এবং ছাত্র ও শিষ্য, উভয়ের মধ্যেই মূল অংশগুলোকে লালন করতে হবে। অণু যখন বিকশিত হবে ও শক্তি সঞ্চয় করবে তখনই সবাইকে সাম্যবাদী পন্থায় শিক্ষিত করা সম্ভব হবে।

এখন আমরা আমাদের পার্টি-সদস্যদের মূল ভূমিকার মারফত সমগ্র জনগণকে শিক্ষাদানের ও কমিউনিস্ট হিসেবে রূপান্তরণের নতুন কর্তব্য নির্ধারণ করেছি এবং সাফল্যের জন্য সচেষ্ট হয়েছি।

শিশু ও কিশোরদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে অন্য সবার আগে শিক্ষকদেরই মূল ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। 'লাল' শিক্ষকদের সমবায় যদি গঠিত হয় এবং ছাত্র ও শিষ্যদের মধ্যে যদি তাঁরা যান ও মূল অংশ গড়ে তোলবার জন্য প্রবল চেষ্টা করেন তবে শিশু ও কিশোরদের সাম্যবাদী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য অর্জিত হবে।

উপসংহারে, আমি বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা জোরদার করার ওপর জোর দিতে চাই।

আর্মিতে তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়ঃ কৌশল, গুলীচালনা ও শারীর শিক্ষা। কৌশল হচ্ছে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জ্ঞান; গুলী চালনা শত্রুকে নিধন করার দক্ষতা। কিন্তু দেহের দিক দিয়ে দুর্বল ব্যক্তি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না, বিজয়ী হতে পারে না, তা সে যতো চতুর ও যতো দক্ষই হোক-না-কেন। বিকলাঙ্গ লোকও গুলীচালনায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে, কিন্তু শত্রুর সম্মুখীন সে হতে পারে না।

সমাজতন্ত্র গড়ার ক্ষেত্রে একই ঘটনা সত্য। জ্ঞান, দক্ষতা ও সুদৃঢ় দেহ—সবই একসঙ্গে দরকার। এ তো স্বতঃসিদ্ধ যে, দুর্বল ও সদা-অসুস্থ লোক দেশের কল্যাণের জন্য কখনও কিছু করতে পারে না। এমন কিছু শিক্ষক আছেন যাঁরা এই সহজ সত্যটি জানেন না। তাঁরাই শিক্ষার ক্ষেত্রে শারীর-চর্চার গুরুত্ব দেন না। এই ধরনের মনোভাব সংশোধন করতে হবে।

প্রাচীন কাল থেকে বৃথাই এ কথা বলা হচ্ছে না যে জ্ঞান, ধর্ম ও সুস্থ দেহ সহগ। ছাত্র ও শিষ্যদের কমিউনিস্ট আদর্শে শিক্ষা দান ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কলাকৌশলে তাদের সমৃদ্ধ করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শারীর শিক্ষার দিকেও গভীর দৃষ্টি দিতে হবে। নিজেদের সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ও সদা সক্রিয় থাকতে ছাত্র ও শিষ্যদের চালিত করতে হবে। এইভাবেই আমরা সমস্ত ছাত্র ও শিষ্যকে সর্বদিক দিয়ে উন্নত এক নতুন ধরনের মানুষে—শিক্ষায়, কাজে, খেলাধুলায় পারদর্শী করে গড়ে তুলতে পারবো।

আমি আশা করি, এই সম্মেলনকে একটি মোড় হিসেবে গ্রহণ করে আপনারা পার্টির শিক্ষা-নীতি কার্যকর করতে গিয়ে আপনাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করবেন ও আপনাদের কাজকে আরও উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য সেই আলোকে পন্থা নির্ধারণ করবেন। আমি আপনাদের সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের নির্মাতা হিসেবে নতুন বংশধরদের গড়ে তোলার ব্যাপারে আরও সাফল্য কামনা করি।

বিজ্ঞাপন

এ সপ্তাহে

আপনার রাশিফল

শ্রীভাস্কর

সৌর জগতে বর্তমান গ্রহ-পরিস্থিতি এই রকমঃ— শনি মেষে। কেতু সিংহে। বৃহস্পতি বৃশ্চিকে। মঙ্গল ধনুতে। শুক্র মকরে। রাহু কুম্ভে। রবি ও বুধ মীনে। চন্দ্র আজ রাত্রে কন্যা থেকে যাবে তুলায়। বুধবার চন্দ্র যাবে বৃশ্চিকে। শুক্রবার সন্ধ্যায় চন্দ্র যাবে ধনুতে।

রাষ্ট্রীয় ফল : ভিয়েতনাম ও লাওস পরিস্থিতির আরো অবনতির আশংকা দেখা যায়। পশ্চিম এশিয়াতে শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানে গণজাগরণ ঐ দেশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করতে পারে। ভারতে রাজনীতি ক্ষেত্রে স্থায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন সম্ভাবনা দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন পর্ব সমাধা হলেও আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও অশান্তি চলতে পারে।

আজ থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত ব্যক্তিগত রাশি অনুযায়ী সম্ভবপর ফলাফল দেওয়া হল।

মেষ—ব্যয়বাহুল্যের চাপে আর্থিক অবস্থায় কিছুটা টান পড়তে পারে। ব্যবসা-প্রচেষ্টায় বিঘ্নের সৃষ্টি হতে পারে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো ভ্রাতার সংগে মনোমালিন্য হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। পারিবারিক শান্তির আশা কম। স্বাস্থ্য ভালই চলবে।

বৃষ—আর্থিক ইংগিত শুভ। ব্যবসাক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। কোনো ব্যাপারে নিজগুণে সম্মানলাভ করতে পারেন। ক্ষেত্র বিশেষে বেকার ব্যক্তির চাকুরি হতে পারে। মনের বিশেষ আশা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না।

মিথুন—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কোনো সন্তানের ব্যাপারে মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। শত্রু নিন্দা প্রচার করতে পারে। কোনো ভ্রাতার দ্বারা বিরুদ্ধাচরণের আশংকা দেখা যায়। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো চলবে না।

কর্কট—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তির ইংগিত পাওয়া যায়। কোনো সন্তানের জন্য মানসিক সুখ হতে পারে। কোনো প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না।

সিংহ—আর্থিক অবস্থায় টান পড়তে পারে। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে আবহাওয়া প্রতিকূল। কোনো ব্যাপারে ভুলের ফলে অর্থক্ষতি বা দ্রব্যক্ষতি হতে পারে। কোনো বন্ধুর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারেন। কোনো সন্তানের জন্য উদ্বেগ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

কন্যা—আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হতে পারেন। ব্যয়-সংকোচের চেষ্টা করা দরকার। ব্যবসা ঢিমেতালে চলবে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো বন্ধু বা সহযোগীর সংগে মতবিরোধ হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার ইংগিত পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

তুলা—আর্থিক ইংগিত অনুকূল। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। কোনো প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। কোনো ভ্রাতার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারেন। কোনো বৈষয়িক সমস্যার সমাধান হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

বৃশ্চিক—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। শত্রু-ভয়ে মন বিক্ষিপ্ত থাকতে পারে। কোনো ব্যাপারে ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যার ইংগিত পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

ধনু—আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হতে পারেন। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে বড় রকমের চিন্তার কোনো কারণ দেখা যায় না। কোনো ভ্রাতা বা নিকট আত্মীয়ের সংগে মনোমালিন্য হতে পারে। কোনো বয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারেন। কোনো সন্তানের জন্য উদ্বেগ হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

মকর—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো বন্ধু বা সহযোগীর সংগে মনোমালিন্য হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার ইংগিত পাওয়া যায়। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো চলবে না।

কুম্ভ—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে ফল শুভ। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সংগে মতবিরোধ হতে পারে। কোনো প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। কোনো ভ্রাতার দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

মীন—আর্থিক ইংগিত অনুকূল। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। কোনো সন্তানের জন্য উদ্বেগ হতে পারে। কোনো বৈষয়িক সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে। মনের কোনো বিশেষ আশা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না। হিম এড়িয়ে চলবেন।

পাগলের
ও মানসিক রোগের হাসপাতাল
বৈদ্যনাথ
উন্মাদ আশ্রম
(খড়দহ)
নন্দনকানন, পোঃ রহড়া, ২৪ পরগণা
ফোন : ব্যারাকপুর-২৭
পরিচালক
কবিরাজ ক্ষীরোদচন্দ্র চক্রবর্তী বি-এ (অঃ) কাব্যতীর্থ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী।
সিটি অফিসঃ ২৫, রতনবাবু রোড, কাশীপুর, কলিকাতা-২
(ফোনঃ ৫৬-৩৫৭৫)
বিঃ দ্রঃ—৬৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইয়া চিকিৎসাপ্রণালী জ্ঞাত হউন। আরোগ্যের সংখ্যা শতকরা ৮০ জনেরও উপর।
(রবিবার ছাড়া বিকাল ৪টা—৬টা)

বিপুল ভোটাধিক্যে
বিজয়ী
সারা ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী
আসল গ্রহরত্ন
ব্যবসায়ী
এম. পি. জুয়েলার্স এণ্ড কোং
১, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৭
ফোন-৩৩-৫৭৬৫
বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা, অন্ধ্র, উত্তর-মধ্য প্রদেশ, দক্ষিণ ভারত, মহীশুর, মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য রাজ্যের প্রায় সহস্রাধিক জ্যোতিষী, হস্তরেখাবিদ, রত্নব্যবস্থাপক একবাক্যে **এম. পি. জুয়েলার্স**কেই নির্বাচিত করেন। তাহারা সকলেই এই প্রতিষ্ঠান হইতে রত্নাদি সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দেন। কি বিশুদ্ধতায়, কি কার্যকারিতায়, কি উৎকৃষ্টতায় **এম. পি. জুয়েলার্স** পরিবেশিত রত্নরাজি সর্বজনাকাঙ্ক্ষিত।
শাখা : করোলবাগ, নয়াদিল্লি-৫।

বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার চালিয়ে যাওয়া হবে

স্টাফ রিপোরটার

মিলিটারির সহায়তায় নির্দিষ্ট এলাকা ঘিরে ধরপাকড় (কুমবিং) এবং বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার চালিয়ে যাওয়া হবে। শনিবার সকালে মহাকরণে সেনাবাহিনীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সংগে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কতটা 'সাফল্য' লাভ হয়েছে তাও আলোচিত হয়।

নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে শনিবার রাত্রে ২৪-পরগণা ও হাওড়ার ১৫টি থানা এলাকায় কারফু জারি হয়।

আরও জানা গিয়েছে, মিলিটারি অধিকাংশ থানা এলাকাগুলিতে আপাতত মোতায়েন থাকলেও সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেদের ইতিমধ্যেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় রিজারভ পুলিশের যে অতিরিক্ত বাহিনীকে নির্বাচনের জন্য আনা হয়েছিল তাঁদেরও আস্তে আস্তে ফেরৎ পাঠানোই স্থির হয়েছে।

এদিনের বৈঠকে রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ ছাড়া, মুখ্য সচিব শ্রীসেনগুপ্ত, স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীগুপ্ত, আই জি পুলিশ শ্রীবসু, পুলিশ কমিশনার শ্রীগুপ্ত এবং সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জি ও সি বেংগল এরিয়া মেঃ জেঃ পি চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

বিস্তৃত এলাকায় রাতভোর কারফু

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে শনিবার রাত্রে ২৪-পরগণার ব্যারাকপুর মহকুমা এলাকার প্রায় সবটা জুড়ে রাত সাড়ে আটটা থেকে সকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত এবং বেহালা ও যাদবপুর থানায় রাত এগারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কারফু জারি হয়।

হাওড়া জেলার হাওড়া, জগাছা, সাঁকরাইল, শিবপুর, ব্যাঁটরা ও বালি এই ছয়টি থানা এলাকায় রাত দশটা থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত কারফু জারি হয়।

নির্বাচন কর্মীদের কাজের স্বীকৃতি দেবার সুপারিশ

স্টাফ রিপোরটার

নির্বাচনের দিনে যেসব সরকারী কর্মী ও অফিসার ভোট গ্রহণের কাজে এগিয়ে এসে সরকারকে সাহায্য করেন তাঁদের 'সারভিস রেকরড'-এ যেন অনুকূল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রী বি এস রাঘবন রাজ্য সরকারের কাছে এই সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অন্যদিকে যাঁরা, —বিশেষ করে সরকারী অফিসার ও ইনজিনিয়ার ইত্যাদি পেশার সদস্যরা নিয়োগপত্র নিতে অস্বীকার করে নির্বাচনী কাজে অসহযোগিতা করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিকূল মন্তব্য রেকরড করে রাখার জন্য তিনি ইতিমধ্যে সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন বলে শনিবার মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, শুধু ভোট গ্রহণের কাজে নিযুক্ত ১ লক্ষ ৬০ হাজার কর্মী নিয়ে নির্বাচনের কাজে মোট ২ লক্ষ কর্মী নিয়োগ করা হয়। বেসরকারী কর্মীদের সহযোগিতাকেও উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তারিখ এখনও অনিশ্চিত

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এ বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ঠিক কোন নাগাদ আরম্ভ করা যাবে, পর্ষৎ কর্তৃপক্ষ তা এখনও স্থির করে উঠতে পারেননি।

আগেকার কর্মসূচী অনুযায়ী আগামী ১৬ মারচ মঙ্গলবার থেকে ওই পরীক্ষা শুরুর কথা ছিল। কিন্তু পর্ষৎ কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয় তার ফলে এবং ইদানীংকালের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুন ওই পরীক্ষা ১৬ মারচ থেকে শুরু করা যাবে না এবং পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে বলে প্রেসনোট মারফৎ জানানো হয়। কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন যে, ইতিমধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি হলে পরীক্ষা শুরু করা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শনিবার পর্ষদের এক বৈঠকে প্রসঙ্গটি উত্থাপিত ও আলোচিত হয়। দেখা যায় যে, এর মধ্যে পরিস্থিতির কোন উন্নতি ত হয়ইনি, উপরন্তু পর্ষৎ কর্মচারী আন্দোলন জোরদার হওয়ায় পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতির সব কাজই আটকে রয়েছে। পর্ষৎ কিছুদিন আগে কর্মচারীদের বেতনহার সংশোধন ও বৃদ্ধির দাবিটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার জন্য সুপারিশ করে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু বিষয়টি এখনও সরকারের অর্থদফতরে বিবেচনাধীন রয়েছে। পর্ষৎ কর্মচারী সমিতিও সোমবার ১৫ মারচ থেকে আরও জোরদার আন্দোলন করার কর্মসূচী নিয়েছেন। এই অবস্থায় পর্ষদের শনিবারের বৈঠকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ নির্ধারণের প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থেকে যায়। সোমবার পর্ষৎ ও সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কর্মচারীদের দাবির ব্যাপারে একটা বৈঠক হওয়ার কথা আছে বলে প্রকাশ।

পর্ষৎ কর্মচারীদের কর্মবিরতি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্মচারী সমিতির সম্পাদক শ্রীঅনিল রায় শনিবার এক বিবৃতিতে জানান যে, তাঁদের বিভিন্ন দাবির এখন পর্যন্ত কোন মীমাংসা না হওয়ায় পর্ষদের কর্মচারীদের সোমবার ১৫ মারচ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু হবে।

শেয়ার বাজার তেজী ও সক্রিয়

১৩ **মারচ**—আজ কলকাতা শেয়ার বাজারে প্রায় সব বিভাগেই তেজী ও সক্রিয়ভাব দেখা দেয়। লেনদেন মাঝারি ধরনের হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলের প্রতিক্রিয়া শেয়ার বাজারেও সুস্পষ্ট।

বাজার খেলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল:—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি : বিড়লা জুট ২০।৭৫ ২০।৮৫; ইনড কেবল ১৬।৭৫ ১৬।৮০; গেস্টকিন উইলিয়াম ৩২; ৩২।১৫; হিন্দ মোটর ১২।৫০ ১২।৭০; ইনডিয়ান আয়রন ১১।০০ ১১।০৫; ইনড অ্যালুঃ ৩৮।০৫ ৩৮।৪০; রোটাস ইনড ৬।৪৫; জে কে কটন ১০।৫০ ১০।৬০; ওরিয়েনট পেপার ৩৮।৪০; কেশোরাম ইনড ১৬।৪০ ১৭।

চট ও থলের বাজারে তেমন কাজ হয়নি

১৩ মারচ—আজ কলকাতায় চট ও থলের বাজারে উল্লেখযোগ্য লেনদেন হয়নি। নিচে দর দেওয়া গেল:—

	মারচ	এপ্রিল	এঃ—জুঃ
৪০-৭½	৬৪।৫০	৬৪।৫০	৬৪।৫০
৪০-১০	৮৪।২৫	৮৪।৫০	৮৪।৫০
বি-টুইল	২৫৯	২৬০	২৬১

আইন-আদালত

ভোট কেন্দ্রের সামনে দুই সশস্ত্র যুবক গ্রেফতার

গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায় বুধবার নির্বাচনের দিন সকালে বাগবাজার স্ট্রীটে দুটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সামনে গুলিভর্তি পাইপগান সমেত দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। এদের নাম—পবিত্র রায় ওরফে অসিত এবং সন্তোষ আইচ ওরফে মন্টু।

শনিবার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেটের আদালতে আসামীদের হাজির করা হয়েছিল। ম্যাজিসট্রেট আসামী দুজনকে ১৮ মারচ পর্যন্ত পুলিশ হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

দিনপঞ্জিকা

আজ দ্বিতীয়া : ঘণ্টাকর্ণ পূজা

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (২৩ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক), ১৪ মারচ, ১৯৭১, ১৬ মহরম। দ্বিতীয়া দিবা ঘঃ ১।৭ মিঃ পর্যন্ত হস্তানক্ষত্র দিবা ঘঃ ১২।৩২ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৫০।৫১ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪১।২৭ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। **যাত্রা—নাস্তি নিরংশদোষ নক্ষত্রামৃতযোগমাত্র। ঘণ্টাকর্ণ পূজা। মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুন গৌণ চৈত্র (কৃষ্ণপক্ষ)।**

অন্য পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (২৩ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক), ১৪ মারচ, ১৯৭১, ১৬ মহরম। দ্বিতীয়া দিবা ঘঃ ১১।১০। ২২ সেঃ পর্যন্ত। হস্তানক্ষত্র দিবা ঘঃ ১০।৪৭।২৬ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৫১। ৪৪ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪০।৪৩ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। **যাত্রা—শুভ নক্ষত্রামৃত যোগ পশ্চিমে ও উত্তরে নাস্তি। ঘণ্টাকর্ণ পূজা। মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুন গৌণ চৈত্র (কৃষ্ণপক্ষ)।**

বেতার বার্তা

রবিবার—১৪ মারচ

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ বরুণ পাল—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত : খেয়াল—মালবিকা কানন; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ মাধুরী চট্টোঃ—ভজন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ দেবব্রত বিশ্বাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা গংগা দে—লোকগীতি; ৮-১৫ নিশীথ সাধু—আধুনিক; ৮-৩০ শিখা বসু—অতুলপ্রসাদের গান; ৮-৪৫ প্রসূনকুমার বন্দ্যোঃ—ঠুংরী; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-৫ সংগীত শিক্ষার আসর : পরিচালনা—পঙ্কজকুমার মল্লিক; ৯-৩০ শিশুমহল; ৯-৪৫ শংকরী রায়—আধুনিক (শরট ওয়েভে); ১০টা বলরাম পাঠক—সেতার; ১০-৩০ প্রসূনকুমার বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১২-৩০ সময় সংকেত, মিনু বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ১২-৪৫ বরুণকুমার পাল—গীটার; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা নাম না জানা তারা : বাংলা নাটিকা : রচনা —অমিতা রায়; ১-৩০ সুগম সংগীত—ইরা নিগম; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ বরুণকুমার পাল—গীটার; ২টা মালঞ্চ; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ অনুরোধের আসর; ৩-৩০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, দীপ্তি অর্ণব—খেয়াল; ৫-৩০ গল্পদাদুর আসর; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ শ্রীভবন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা সবিনয় নিবেদন (শ্রোতাদের চিঠির উত্তর) ৮-১৫ এ মাসের গান : 'চলে এসেছি' রচনা ও সুর—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিল্পী—অশোকতরু বন্দ্যো; ৮-২০ বরুণকুমার পাল—গীটার; ৮-৩০ শিখা বসু—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৪৫ নিশীথ সাধু—রজনীকান্তের গান; ৯টা বলরাম পাঠক—সেতার; ৯-৩০ ছায়াছবির গান; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাং সংবাদ; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা, গংগা দে—লোকগীতি (শরট ওয়েভে); ১০-৩০ মাধুরী চট্টোঃ; ১০-৪৫ দেবব্রত বিশ্বাস—রবীন্দ্রসংগীত; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্ : আলোর গান : শিশিরকিরণ চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-৫ দিনের আলোয় : বিবেকানন্দ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ কথিকা—বুদ্ধদেব সিংহ; ৬-১০ রাগরঙ্গ : সমর্পিতা বসু—খেয়াল; ৬-৩০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো : সুভাষ বন্দ্যোঃ—গীটার; ৬-৪০ নানারঙের গান : দীপ্তি চক্রঃ—নজরুলগীতি ও রাগপ্রধান, শেফালী চক্রঃ—আধুনিক ও ভজন; ৭টা যুবসংবাদ—বাং সংবাদ; ৭-৫ শ্রুতিতরঙ্গ : সুভাষ বন্দ্যোঃ—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি : শিশিরকিরণ চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-২০ সুরলহরী : সুভাষ বন্দ্যোঃ—গীটার; ৭-২৫ দিগন্তের গান : অশোককুমার চট্টোঃ—আধুনিক; ৭-৩০ সত্তর দশকের চোখে : পাড়াগায়ে সাহিত্যচর্চার সমস্যা : বাংলা কথিকা—আজিজুর রহমন; ৭-৪০ সুরকল্লোল : যন্ত্রসংগীত; ৭-৪৫ ভালোলাগা গান : (লঘুসংগীতের অনুরোধের আসর); ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ সংস্কৃত শিক্ষা; ৮-৪৫ ইউ এন পারসপেকটিভ; ৯টা সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১২-১৫ সময় সংকেত, কলিং অল চিলড্রেন; ১২-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; সং; ১টা পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১-৪০ মিউজিক্যাল ব্যানড বক্স; ২-৩০ মন্থরগতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-৫ মেঠো সুর : অশোককুমার চট্টোঃ—লোকগীত; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে : স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করবেন —হরপ্রসাদ মান্না; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : সুভাষ বন্দ্যোঃ—গীটার; ৫-৩০ যুবসংবাদ (বাং সংবাদ); ৫-৩৫ দেউল : দীপ্তি চক্রঃ—শ্যামাসংগীত; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : সুভাষ বন্দ্যোঃ—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : শিশিরকিরণ চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬টা ইং সংবাদ; ৬-৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ৬-৩০ আমার পড়া বই : বাংলায় পুস্তক পর্যালোচনা—স্বরাজ মজুমদার; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : অশোককুমার চট্টোঃ— আধুনিক, শেফালী চক্রঃ—ভজন; ৬-৫০ সমর্পিতা বসু—খেয়াল; ৭-১০ অন দি ম্যাট : বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মৃণাল সেনের সংগে ইংরেজীতে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান : অংশগ্রহণে—উদয়ন মুখোঃ, কৃষ্ণা ঘোষ ও কোয়েলী দত্ত; ৭-৩০ গানের বৈঠক : শিশিরকিরণ চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত, দীপ্তি চক্রঃ—নজরুলগীতি ও রাগপ্রধান, শেফলী চক্রঃ—আধুনিক ও ভজন, অশোককুমার চট্টোঃ—লোকগীতি; ৮টা বেলা বন্দ্যোঃ—শ্যামাসংগীত; ৮-১৫ প্রসূনকুমার বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ ঘটনা প্রবাহ (দিল্লি থেকে); ১০টা পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ অনুরোধের আসর (উচ্চাংগ সংগীত); ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

• **বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান**—সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ, বেলা ১০-১৫ মিঃ—রাত ১১-১০ মিঃ। ঘ : (সন্ধ্যায়)—৬-০০ বলরাম পাঠক—সেতার, ৬-৩০ দীপ্তি অর্ণব—খেয়াল, ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান, ৭-০০ সাঁওতালী অনুষ্ঠান, ৭-১৫ বেলা বন্দ্যোঃ — শ্যামাসংগীত, ৭-৩০ মিনু বন্দ্যোঃ—গীত ও ভজন, ৭-৪৫ শংকরী রায়—আধুনিক, ৮-০০ সমাপ্তি।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দ বাজার পত্রিকা

[বুধবার ৩০শে ফাল্গুন ১৩৪০
ইং ১৪-৩-৩৪]

সর্দার প্যাটেলের বাজেয়াপ্ত টাকা প্রত্যর্পণ

বোম্বাই সরকারের আদেশ

আমেদাবাদ, ১৩ই মার্চ্চ

ব্যাংক অব ইণ্ডিয়াতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও শ্রীযুত মোহনলাল ভাটের ১৫০০০ টাকা জমা ছিল। বোম্বাই সরকার উক্ত টাকা আটক করিয়া রাখিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। প্রকাশ, যদি আমানতকারিগণ উক্ত টাকা ফিরাইয়া নিতে চাহেন তবে উক্ত টাকা তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য বোম্বাই সরকার ব্যাংক অব ইণ্ডিয়াকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই টাকাগুলি গান্ধীজীর অধুনালুপ্ত "নবজীবন" নামক সংবাদপত্রের। ১৯৩২ **সালে অর্ডিন্যান্স অনুসারে** বোম্বাই সরকার ব্যাংক অব ইণ্ডিয়াকে উক্ত আদেশ দিয়াছিলেন।

—ইউনাইটেড প্রেস

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিব	রাত	দিব	রাত
	জোয়ার		ভাঁটা	
রবিবার	১২-১৫	১২-৩৩	৪-৪১	৪-৩৬

সভা-সমাবেশ

অনংগমোহন হরিসভা—(১৮ ডবলু সি ব্যানারজি স্ট্রীট) ষটত্রিংশ বার্ষিক অষ্টপ্রহরব্যাপী তারক ব্রহ্ম নামকীর্তন ও বৈষ্ণব সম্মেলন। **সারদা কুটীরম (সভাকেন্দ্র, বরানগর)**—সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রাত ৮টায় বাউল গান। বংগারী ঐক্য **সংসদ** (শ্রীগোপাল মল্লিক লেন)—সকাল ৯টায় সভা। **শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ** (১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট)—৭টায় 'কঠোপনিষদ' আলোচনা।

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে?
ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

Clinic
SHAMPOO
Contains: 0.15% 3.4.4 Trichlorocarbanilide
Clears dandruff from hair and scalp

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ ক'রে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতিপ্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫%৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

'ক্লিনিক' কিভাবে কাজ করে

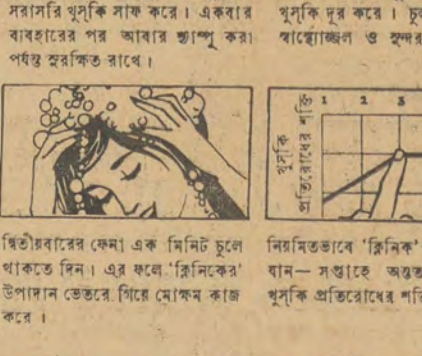

নতুন আবিষ্কৃত এই জীবাণুনাশক সরাসরি খুস্‌কি সাফ করে। একবার ব্যবহারের পর আবার শ্যাম্পু করা পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখে।

সুস্নিগ্ধ এই মিশ্রণ চুলের গোড়ায় গিয়ে খুস্‌কি দূর করে। চুল ক'রে তোলে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুন্দর।

দ্বিতীয়বারের ফেনা এক মিনিট চুলে থাকতে দিন। এর ফলে 'ক্লিনিকের' উপাদান ভেতরে গিয়ে মোক্ষম কাজ করে।

নিয়মিতভাবে 'ক্লিনিক' ব্যবহার ক'রে যান— সপ্তাহে অন্তত একদিন— খুস্‌কি প্রতিরোধের শক্তি বাড়বে।

ক্লিনিক শ্যাম্পু
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 2130

সঠিক পথে সঠিক পদক্ষেপ

যদি আপনি চান যে আপনার পাম্পসেট নির্ঝঞ্ঝাটে চলুক অথবা ফসল নিয়মিতভাবে জল পাক, তবে ঠিক রাস্তায় চলুন। আপনার পাম্প-সেটের সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আজই এল্ এণ্ড, টি-এর স্টার্টার লাগিয়ে নিন। যখন আপনার মোটর 'ওভার লোড' হয়ে যায়, অথবা বিদ্যুতের চাপ কম হয়ে যায় তখন এই স্টার্টার আপনার মোটরকে তাড়াতাড়ি লাইন থেকে কেটে দেয় এবং মোটরকে জ্বলে যাবার হাত থেকে বাঁচায়। এর দীর্ঘকাল টেঁকসই হওয়ার রহস্য হল এতে লাগান রয়েছে মজবুত রূপার কন্টাক্ট। এর নির্মাতা হল লার্সন এণ্ড টুব্রো যাঁর নামই বিশ্বাসের এক প্রতীক।

আপনি সব রকমের এল, এণ্ড, টি স্টার্টার পেতে পারেন—ডাইরেক্ট-অন-লাইন, স্টার ডেল্টা ইত্যাদি। আপনি দরকার অনুযায়ী যে কোনটি নিয়ে নিন।

সুইচগীয়ার ডিভিশন
লারসেন অ্যাণ্ড টুব্রো লিমিটেড
বোম্বাই ১, পোষ্ট বক্স ২৭৮
নিউ দিল্লী ১, পোষ্ট বক্স ৩২৩
কলিকাতা ১৬, পোষ্ট বক্স ৬১৯
মাদ্রাজ ২, পোষ্ট ব্যাগ ৫২৪৭
LT 9508 (B)

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্

এপ্রেন্টিস — ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

যে সমস্ত প্রার্থীকে ১৩ ও ১৪ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে উপরোক্ত সাক্ষাৎকারে হাজির থাকার জন্য আহবান করা হইয়াছিল, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া লক্ষ্য করিবেন যে, সাক্ষাৎকারের স্থান হইবে ঃ সিভিল এভিয়েশন কমিউনিটি হল, ভি আই পি রোড, দমদম এয়ারপোর্ট, কলিকাতা-৫২।

NESTLÉ

অভিনন্দন জানাই "মিল্কমেড সঙ্গীত প্রশ্নমালা" প্রতিযোগিতার বিজেতাদের

২৮শে ফেব্রুয়ারীর প্রতিযোগিতা

**নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন ১৩১ জন।
এঁদের প্রত্যেকে ১০০০৲ টাকার মোট পুরস্কার সমান ভাগে পাবেন।**

এত অধিক সংখ্যক নির্ভুল উত্তরদাতা হওয়ার দরুণ এঁদের নাম এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। প্রত্যেক বিজেতাকে তাঁর পুরস্কার মনি অর্ডার যোগে পাঠানো হ'বে।

প্রশ্ন পাঁচটির সঠিক উত্তর নীচে দেওয়া হল ঃ

(১) কাহিনীকারের নাম— বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
(২) গান লিখেছেন— কবি সুধীন দাশগুপ্ত
(৩) সম্পাদনা করেছেন— দুলাল দত্ত
(৪) ছায়াছবিতে শিল্পীর নাম ছিল— বাঈজী হীরাবাঈ
(৫) প্রথম বাংলা 'টকি'র নাম— জামাই ষষ্ঠী

পছন্দ অনুযায়ী সাজানোর ক্রম ঃ

(১) নিশিপদ্ম (২) মুক্তিস্নান (৩) প্রথম কদম ফুল (৪) মেঘ কালো (৫) মঞ্জরী অপেরা

অনুগ্রহ ক'রে মনে রাখবেন যে এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে কোনরূপ পত্রালাপ করা সম্ভব নয়।

প্রত্যেক রবিবার দুপুর ১-৩০ মিনিটে 'বিবিধ ভারতী' থেকে আপনাদের জন্যে 'মিল্কমেড সঙ্গীত প্রশ্নমালা' পরিবেশন করছেন নেস্‌লেজ প্রোডাক্টস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড।

NPM 6441

**সাবান একটি
লাভ তিন রকম
নিকো বীজাণুনাশক সাবান
অন্যান্য সাবানের চেয়ে
আপনার ত্বকের বেশী
পরিচর্যা করে**

১ নিকো ত্বকের বীজাণু নাশ করে
২ নিকো ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে
৩ নিকো ত্বককে পরিষ্কার ও সুরক্ষা করে

নিকো সাবান দিয়ে প্রত্যহ স্নান করা ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষার সেরা উপায়। নিকোর বীজাণুনাশক ফেনা ত্বকের বীজাণু নাশ করে ও দ্রুত ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। সেই সঙ্গে নিকোর ভেষজ উপাদানগুলি সুগন্ধ ছড়িয়ে ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে। নিকোতে এমন সব জোরালো বীজাণুনাশক পদার্থ আছে যা ছোটখাটো চর্মরোগ প্রতিরোধ করে আর মোলায়েম অথচ সম্পূর্ণভাবে আপনার ত্বক পরিষ্কার করে। ফলে, আপনার ত্বক হয়ে ওঠে লাবণ্যময় উজ্জ্বল তরতাজা। নিকো আপনার ত্বককে ব্রণ ও ঘামাচির হাত থেকে বাঁচায়। নিয়মিত ব্যবহার করলে মাথার খুসকি দূর করে। আপনার ত্বকের যত্ন ও স্বাস্থ্যের জন্য আজ থেকেই ব্যবহার করতে শুরু করুন তিনভাবে লাভদায়ক সাবান নিকো।

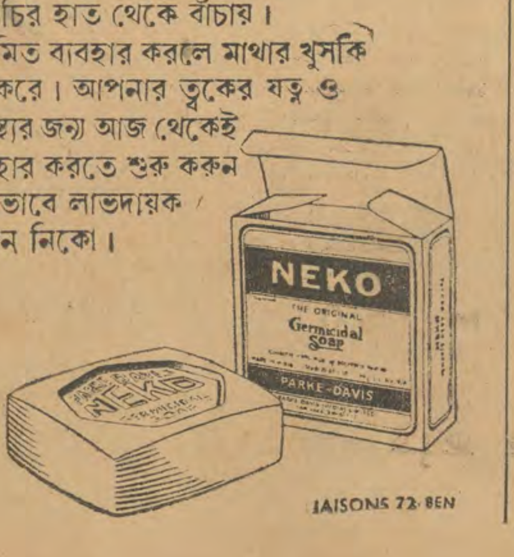

TRIPLE ACTION
NEKO
The Original Germicidal Soap
PARKE-DAVIS

JAISONS 72-BEN

হকি লীগ

৩টির মধ্যে ১টি খেলার মীমাংসা

স্টাফ রিপোরটার

ছয়দিন পর কলকাতার হকি লীগের খেলা আরম্ভ হয়েছে। ৩টি খেলার মধ্যে একমাত্র পোরট কমিশনারস ও গ্রীয়ার-এর খেলাটিতে জয়-পরাজয় মীমাংসা হয়। পোরট দল সহজে ৩—০ গোলে জয়লাভ করে। রাজস্থান ও উয়াড়ির খেলাটি ১—১ গোলে এবং এরিয়ান ও খালসা ব্লুজ দলের খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়।

বিরতি পর্যন্ত পোরট কমিশনারস দল কোন গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে তারা তীব্র আক্রমণ চালায়। ৫ মিনিটের ব্যবধানে তিনটি গোল করে। সেনটার ফরোয়ারড-এর কৃতিত্বের জন্য গোল হয়।

বিরতির পর ১০ মিনিটের সময় ওয়ারড-এর পাস থেকে সন্ধি গোল করেন (১—০। ২ মিনিট পরে ওয়ারড নিজ প্রচেষ্টায় দর্শনীয় গোল করেন ২—০। কিছুক্ষণ পরেই ওয়ারড সম্মিলিত আক্রমণধারা থেকে তৃতীয় ও শেষ গোল করেন (৩—০)।

পোরট কমিশনারস—এস সেন; আনোয়ার ও হরবনস; এস কে মুখারজি, ডি চন্দ্র ও এম ডি মান্না; টি দাস, এন এস সোন্ধী, ডবলিউ ওয়ারড, জেড আমেদ ও এম আসলাম।

গ্রীয়ার—ডি সেন; আর জানা ও পি দত্ত; বি হালদার, এস ব্যানারজি ও এস দফাদার; এম দফাদার, বি মুখারজি, এস দাস, এস রোজারিও ও এস চৌধুরী।

আমপায়ারস ঃ এস বসু ও টি দাস।

উয়াড়ির গোল শোধ

রাজস্থান ১	উয়াড়ি ১
(ডবলিউ খাঁ)	(এম গোমেস)

মোহনবাগান মাঠে রাজস্থান ও উয়াড়ি ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করায় দু দলই একটি করে পয়েনট পেয়েছে। কোন দলই এখন পর্যন্ত জিততে পারেনি। উল্লেখযোগ্য যে, ১২টি খেলায় রাজস্থান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই প্রথম গোল করল। ৮টি খেলায় ড্র করে রাজস্থান এ পর্যন্ত ৮ পয়েনট পেয়েছে। উয়াড়ি ১৪টি খেলে ৭ পয়েনট পেয়েছে।

প্রথমার্ধে কোন দলই গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের ১০ মিনিটে ডবলিউ খাঁ প্রথমে গোল করেন। ১ মিনিটের মধ্যেই এম গোমেস গোল শোধ করে দেন।

রাজস্থান—কে ব্যানারজি; আর মল্লিক ও আমিনুল্লা; এ মুখারজি, ওবেদুল্লা ও এস রায় চৌধুরী; আর মল্লিক (ছোট), এস চ্যাটারজি, এম খাঁ, এস মান্না ও ডবলিউ খাঁ।

উয়াড়ি—এ চ্যাটারজি; ইউ গাঙ্গুলী ও আর ঘোষ; এ সঘোষ, টি সিংহ ও জে বসাক; এম গোমেস, এল লোবো, এফ রোজারিও, পি বাকসলা ও এ ন্যাথনিয়েল।

আমপায়ার—এস পাল ও এল এম ব্যানারজি।

গোলবিহীন খেলা

এরিয়ান ও খালসা গোলশূন্য ম্যাচ খেলে একটি করে মূল্যবান পয়েনট ব্যবস্থা করেছে। এরিয়ান ও খালসা ১৩টি খেলায় এ পর্যন্ত ১০ পয়েনট পেয়েছে।

কলকাতা রেস

অশ্বঘোষণা

অশ্বঘোষ

১ম বাজী ॥ প্লেন সেইলিং, শেডিকিড
২য় বাজী ॥ মাইটি এ্যাবোট, ব্রিজ
৩য় বাজী ॥ মেক হে, ওয়েল আরমড
৪র্থ বাজী ॥ সুইট সিক্সটিন, ডুবনেট
৫ম বাজী ॥ ভ্যালমোর, দি কমেডিয়ান।
(ফ্লুক ঃ সুইট এ্যালয়)
৬ষ্ঠ বাজী ॥ ইসটারন বয়, রকোয়েন,
(ফ্লুক ঃ অমৃতা)

রেস আরম্ভ বেলা ২-৩০ মিনিটে

মঙ্গলবার পংকজ গুপ্তর আদ্যশ্রাদ্ধ

আগামী মঙ্গলবার, ১৬ মারচ ১০ নমবর-তালবাগান লেনে শ্রীপংকজ গুপ্তর শ্রাদ্ধবাসরে খেলোয়াড়, ক্রীড়া-পরিচালক এবং শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিত থাকার জন্য শ্রীমতী বাসনা গুপ্তা অনুরোধ জানিয়েছেন।

ইনডিয়ান এয়ারলাইনস বিজয়ী

পুনা, ১৩ মারচ—আজ রেনে ফ্রাংক হকির সেমিফাইনালের লীগের খেলায় ইনডিয়ান এয়ার লাইনস ২—০ গোলে পানজাব পুলিশকে পরাজিত করে। অপর সেমিফাইনাল লীগের খেলাটিতে বরডার সিকিউরিটি ফোরস ও বোমবাই-এর খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়।

২১টি দল নিয়ে জাতীয় ফুটবলের খেলার তালিকা

মাদরাজ, ১৩ মারচ—আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে মাদরাজে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা সন্তোষ ট্রফির খেলা আরম্ভ হবে। প্রথম দিন হারিয়ানা খেলবে অন্ধ্র দলের সঙ্গে।

সারভিসেস ও রেল দল সমেত মোট ১৯টি রাজ্য জাতীয় ফুটবলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। অর্থাৎ মোট দলের সংখ্যা হবে ২১টি।

খেলার তালিকায় গতবারের জাতীয় ফুটবল চ্যামপিয়ন পানজাব ও রানারস মহীশূরকে দুইদিকে রাখা হয়েছে। বাংলা রয়েছে মহীশূরের দিকে। বাংলাকে প্রথমে খেলতে হবে কেরল ও ত্রিপুরার বিজয়ীর সঙ্গে। পরে হয় রাজস্থান না হয় সারভিসেস দলকে হারিয়ে কোয়ারটার ফাইনালে যেতে হবে।

নীচে খেলার তালিকা দেওয়া হল।

প্রথম কোয়ারটার

(এ) বিহার ঃ ওড়িশা
(বি) গুজরাট ঃ তামিলনাড়ু
(সি) 'এ' ঃ পানজাব
(ডি) বিজয়ী 'বি' ঃ মধ্যপ্রদেশ
(ই) বিজয়ী 'সি' ঃ বিজয়ী 'ডি'

দ্বিতীয় কোয়ারটার

(এফ) হরিয়ানা ঃ অন্ধ্র
(জি) বিজয়ী 'এফ' ঃ মহারাষ্ট্র
(এইচ) রেলওয়ে ঃ দিল্লি
(আই) বিজয়ী 'জি' ঃ বিজয়ী 'এইচ'

তৃতীয় কোয়ারটার

(জে) কেরল ঃ ত্রিপুরা
(কে) বিজয়ী জে ঃ বাংলা
(এল) রাজস্থান ঃ সারভিসেস
(এম) বিজয়ী 'কে' ঃ বিজয়ী 'এল'

চতুর্থ কোয়ারটার

(এন) আসাম ঃ জম্মু ও কাশ্মীর
(ও) গোয়া ঃ উত্তর প্রদেশ
(পি) বিজয়ী 'এন' ঃ মহীশূর
(কিউ) বিজয়ী 'ও' ঃ বিজয়ী 'পি'

কোয়ারটার ফাইনাল

বিজয়ী 'ই' ঃ বিজয়ী 'আই'
বিজয়ী 'এম' ঃ বিজয়ী 'কিউ'

—পি টি আই

ওয়েসট ইনডিজ পত্রিকার দাবী ঃ নতুন করে দল গড়

জরজ টাউন, ১৩ মারচ—ভারত দ্বিতীয় ক্রিকেট টেসট ম্যাচে ওয়েসট ইনডিজ দলকে শোচনীয়ভাবে ৭ উইকেটে পরাজিত করায় ও প্রথম টেসট ম্যাচে ওয়েসট ইনডিজ দলকে "ফলো-অন" করায় ওয়েসট ইনডিজের পত্রিকাসমূহ তীব্র মতামত প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। তারা সকলেই একবাক্যে ওয়েসট ইনডিজ খেলোয়াড় নির্বাচক কমিটিকে অবশিষ্ট তিনটি টেসট ম্যাচের জন্যে ওয়েসট ইনডিজ দল নতুনভাবে গঠন করতে বলেছেন।

তাঁরা লিখেছেন, "ভারত ২৩ বছর ধরে ওয়েসট ইনডিজের সঙ্গে টেসট ম্যাচ খেলছে। তারা এর মধ্যে কখনও বিজয়ীর সম্মান পাইনি। তারা এবার ওয়েসট ইনডিজের মাঠেই ৭ উইকেটে হারিয়ে প্রথম জয়লাভের গৌরবে ভূষিত হয়েছে। আরও তিনটি টেসট খেলা বাকী আছে। সুতরাং এখন অবশিষ্ট খেলাগুলির জন্যে নতুন করে দল গঠন করার প্রয়োজন আছে।

'ইভনিং স্টারে' প্রবীণ ক্রিকেট লেখক জ্যাক এনডারসন গ্যারি সোবারস এবং অন্যান্য পড়তি প্রতিভার খেলোয়াড়দের অবসর নিতে বলেছেন। দ্বিতীয় টেসটে পরাজয়ের পরেও ওয়েসট ইনডিজের খেলোয়াড় নির্বাচকেরা যদি সচেতন না হন তাহলে ওয়েসট ইনডিজের ক্রিকেট উৎসাহী জনসাধারণ, বিশেষ করে জামাইকার ক্রিকেট দর্শকেরা সোচ্চারে প্রতিবাদ তুলবে।

সোবারস ও তাঁর দলবলের চাপে যদি খেলোয়াড় নির্বাচকেরা নতুন খেলোয়াড় দলে নিতে অস্বীকার করেন তাহলে তিনি জনসাধারণকে পরবর্তী টেসটগুলিতে দর্শক হিসাবে উপস্থিত না হবার জন্য অনুরোধ জানান। —রয়টার

ডেভিস কাপ

ভারত ও সিংহলের খেলা ১ এপরিল

কলমবো, ১৩ মারচ—ডেভিস কাপ পূর্বাঞ্চলের খেলা মারচ মাসের ২৮ তারিখ থেকে সিংহলে আরম্ভ হবে। ভারত প্রথম খেলায় সিংহলের সঙ্গে ১ এপরিল খেলবে।

খেলার তালিকা

মালয়েশিয়া ঃ পাকিস্তান (২৮, ২৯, ৩০ মারচ)।

ভারত ঃ সিংহল (১, ২ ও ৩ এপরিল)।

এই দুই খেলায় বিজয়ী দল ৮, ৯ ও ১০ এপরিল সিংহলেই খেলবে।

এই সমস্ত খেলার ব্যবস্থা হয়েছে কলমবোর অ্যাসোসিয়েশন কোরটে।

রবিবারের হকি খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ

গ্রীয়ার ঃ আরমেনিয়ানস (এরিয়ান, ৩টা)
এরিয়ান ঃ ই আর এস সি (এরিয়ান, ৪টা)

দ্বিতীয় ডিভিসন—বেঙ্গল ইউনাইটেড ঃ গোয়ানস (মহমেডান, ৩টা); ভবানীপুর ঃ সালকিয়া ফ্রেনডস (ভবানীপুর); খিদিরপুর ঃ ক্যালকাটা পারসি (রেনজারস); **তৃতীয় ডিভিসন**—ওয়াই এম সি এ কলেজ ঃ স্যার গুরুদাস (ওয়াই এম সি এ); সি এফ সি ঃ ঃ তালতলা (সি এফ সি, ৩টা); আই বি এ সি ঃ হাওড়া ইউনিয়ন (হাওড়া ইউনিয়ন, ৪টা); ওয়াই এম সি এ সেনট্রাল ঃ সিংথি বন্ধুমহল (বি জি প্রেস)।

মোহনবাগানের ৫ উইকেটে ১৭১ রান

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার ইডেনে লীগের প্লে অব খেলার কোয়ারটার ফাইনালে মোহনবাগান বি এন আরের বিপক্ষে প্রথম দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১৭১ রান তোলে। মোহনবাগানের শ্যামসুন্দর মিত্র ৫৬ রানে অপরাজিত থাকেন। আর হাসান ৪৩ ও দেব মুখারজি ২৭ রান করেন। এ ভট্টাচার্য ৪৬ রানে ২ উইকেট লাভ করেন।

খেলাটি চলবে।

অ্যাস ফাইনালে

সিডনি, ১৩ মারচ—অসট্রেলিয়ান টেনিশ চ্যামপিয়নশিপের সেমিফাইনালে আরথার অ্যাশ ৬-৪, ৬-৪, ৭-ড্র গেমে বব লাজকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন। অ্যাশকে ফাইনালে রোজওয়ালের সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে হবে। —রয়টার

গায়নার এক উইকেটে ৯৭ রান

জরজটাউন, গায়না, ১৩ মারচ—ভারতীয় ক্রিকেট দল ও গায়নার চারদিনব্যাপী খেলার প্রথম দিনে গায়না মধ্যাহ্ন ভোজের সময়ে এক উইকেটে ৯৭ রান তুলেছে। —রয়টার

ফুটবলে দল বদল

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার দল বদলের জন্য মোট ৩৩ জন ফুটবল খেলোয়াড় আবেদন করেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইসটবেঙ্গলের পরিমল দের মোহনবাগানে খেলার জন্য আবেদন।

সকল ব্যবসা সংক্রান্ত যোগাযোগের ঠিকানা : প্যারি অ্যাণ্ড কোং লিঃ বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজ।

বাসন্তী রঙের তালে নাচে রে...

সব মরসুমে, যেকোন উপলক্ষে! রকমারি ডিজাইন ও বিচিত্র প্রিণ্টে সেজেছে বাসন্তী অপ্সরা! অনুরাধা, বিনোদিনী, টু × টু মোনিকা, লেক্স বিউটি এই নতুন শাড়ীগুলির মধ্যে যেটি আপনার পছন্দ বেছে নিন। তাছাড়া, আপনার পরিবারের সকলের জন্যে সেঞ্চুরি তৈরী করে হরেক রকম কটসেল-ও এবং কোজি-কট শার্টিং, পরমসুখ ধুতি, পপলিন, কেম্ব্রিক, ভয়েল, ডোরিয়া, সাদা লংক্লথ, প্রভৃতি।

দি সেঞ্চুরি
স্পি. এণ্ড ম্যানু. কোং লিঃ
বোম্বাই-২৫ ডিডি

সেঞ্চুরি -১০০% সুতী কাপড়ের জন্য

সেঞ্চুরি শাড়ী

সেলিং এজেন্টস ঃ মেসার্স রাধেশ্যাম কৃষ্ণকুমার অ্যাণ্ড কোং, ১৯৬, যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭।
অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা ঃ ফেব্রিক হোম, ৪৬, রফি আমেদ কিদোয়াই রোড (পার্ক স্ট্রীট ক্রসিং), কলিকাতা-১৬।

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃএর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

রবিবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৩৭৭

বুদবুদ

বারীন্দ্রনাথ দাশ

চেলোট রাস্তার। ছেঁড়া ইজের, ময়লা গেঞ্জি। ফুটপাথের ধারে বসেছিলো। একহাতে মাটির খুরি, অন্যহাতে কাগজ পাকিয়ে নলের মতো করা। সেই নল একবার মাটির খুরির সাবান জলে, একবার তার মুখে। নলের মুখ থেকে একটার পর একটা বুদবুদ বেরোচ্ছিলো। শনিবার বিকেলের পড়ন্ত রোদে এক আঁচড় রামধনু রং দেখা যাচ্ছিলো দু চার মুহূর্তের জন্যে। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুবীরের মনে হচ্ছিলো ঠিক এই মুহূর্তে আমি একজন দার্শনিক। কারণ চারদিকে চৌরঙ্গী, সুরেন বাঁড়ুজ্যে রোডের মোড়ে এই বাসস্টপে আমি আর এত লোক আর এত হকার আর এত আওয়াজ। আর আমার চোখের সামনে বুদবুদ বুদবুদ বুদবুদ বুদবুদ।

সুবীর ভাবলো বছরখানেক আগে চাকরিতে ঢোকার পর থেকে প্রত্যেকদিন এখানে এসে বাস ধরছি, পরশু গতকাল আজ আগামীকাল পরশু। হাঃ হাঃ সুবীর ভাবলো এই বাজারেও শরীরটা বেশ মজবুত। দুবেলা বাসে যাওয়া আসা করতে হয়। বাস বাস তাই যথেষ্ট। আর কোনো ব্যায়ামের দরকার নেই। বাসে ঢোকা, বাসে দাঁড়ানো, বাস থেকে বেরোনো, এতেই সব রকমের যোগাসন হয়ে যায়, শুধু শীর্ষাসন ছাড়া। এজন্যেই বোধহয় আজকাল আর মোটা বাঙালী মেয়ে চোখে পড়ে না। সবারই পারফেক্ট ফিগার।

যখন একথা মনে হয় সুবীর একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। অনেকের উপরই চোখ পড়ে। সুবীর মনে মনে বলে, বাঃ, সবারই পারফেক্ট ফিগার। এবং প্রত্যেকদিনকার মতো পরশু,—না, পরশু তো নয়, তার আগেরদিন,—হ্যাঁ, সেই পরশুর আগের দিনও তাকিয়েছিলো। অনেক দেখেছিলো এবং একজন দেখেছিলো এবং সেই একজন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো, তারপর বলেছিলো,—শুনুন......।

পরশুর সেই আগেরদিন কি কারণে যেন হঠাৎ ট্রাম বন্ধ, সুরেন বাঁড়ুজ্যে রোডের বাস স্টপ একটি শেয়ালদা স্টেশন। এক একটি বাস আসছে আর সুবীরের মনে পড়ছে ছেলেবেলায় দেখা হাসি-খুশির পাতায় সেই ছবিটি, হারাধনের সেই একটি ছেলে যে ভাত খেতে খেতে বেশী খেয়ে পেটফেটে মরতে বসেছে। প্রত্যেকটি বাস হাসিখুশির সেই ছবি, হঠাৎ যেন পেট ফেটে বেরিয়ে পড়ছে পেটের ভেতরের সব কিছু।

সুবীর আস্তে আস্তে ভিড়ে বাইরে সরে এসেছিলো। বাস স্টপের বেশ খানিকটা দূরে ফুটপাথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলো। পেছনে হকারেরা চিৎকার করছিলো। সুবীর ভাবছিলো আজ বোধহয় আর যোগাসনগুলো হবে না, তার চেয়ে বরং ফুটপাথের ভিড়ের ভেতর দিয়ে সাঁতার কাটা যাক। ফিগার ভালো থাকে। কলকাতার মেয়েদের কি চমৎকার ফিগার। যেমন ওই মেয়েটি।

আর তক্ষুনি মেয়েটির কাছাকাছি একটি ট্যাক্সি এসে থামলো, একজন নামলো। তৃতীয় পাণ্ডবের নিপুণ তীরের মতো সুবীর পাশে এসে দাঁড়ালো।

—বালীগঞ্জ...।

—আইয়ে।

—শুনুন।

সুবীর ততক্ষণে ট্যাক্সির ভিতর উঠে বসেছে। সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

আমি কালীঘাট পর্যন্ত যাবো,—মেয়েটি বললো,—যদি আপনার অসুবিধে না হয়।

—আসুন।

জানলার ওধার থেকে দু তিনটি মুখ উঁকি মারলো।

—আপনি কদ্দুর যাবেন দাদা।

শ্যামবাজার,—সুবীর উত্তর দিলো।

মুখগুলি উড়ে গেল। মেয়েটি মুচকি হাসলো। ট্যাক্সি রওনা হোলো।

অসম্ভব ভিড়। বাসে ওঠা যাচ্ছিলো না,—মেয়েটি বললো।

আমি তো ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে আছি,—সুবীর বললো।

মেয়েটি আর কিছু বললো না।

সুবীর চুপ করে রইলো।

মেয়েটি বাঁ দিকের জানলা দিয়ে চৌরঙ্গী দেখছে।

সুবীর ডান দিকের জানলা দিয়ে ময়দান দেখতে লাগলো।

পার্ক স্ট্রীট। লাল আলো। চৌরঙ্গী হঠাৎ একটি ফ্রিজ শট।

সুবীর মনে মনে অনেকগুলো প্রশ্ন করলো। আপনি কি চাকরি করেন এদিকে কোথাও? আমার নাম সুবীর চৌধুরী। আপনি? আমি চাকরি করি—ইস্ট এণ্ড অ্যাডভারটাইজিংএ। আপনি কোন কলেজে পড়তেন?

ট্যাক্সির ভিতরে চৌরঙ্গী সাইলেণ্ট যুগের ছবি।

সুবীর তখন ভেবেছিলো,—কিন্তু এখানেই আলাপ হতে পারতো। মেয়েটিই বলতে পারত আমার নাম,—কি নাম দেওয়া যায়? আমার নাম কেয়া। মেয়েটি বলতে পারতো আমি পড়েছি আশুতোষে। আমি বলতে পারতাম ওখানে পড়তো আমার মাসতুতো বোন শ্রীলা। চেনেন ওকে? হ্যাঁ চিনি। আমার এক ইয়ার সিনিয়ার। কি করছে এখন? বিয়ে হয়ে গেছে। জব্বলপুরে আছে। ওখানে চাকরি করে ওর বর। একটি মেয়ে হয়েছে।

একথা শুনে কেয়া নামে সেই মেয়েটি,—যদি অবশ্যি তার নাম কেয়া হয়, না হলেও কিছু আসে যায় না,—কেয়া নামে সেই মেয়েটির মুখ কলকাতার সন্ধ্যা হয়ে যেতো।

সুবীর মনে মনে ভাবলো,—তুমিও একা, আমিও একা। কেন আমরা দুজনে মিলে একা নই।

এভাবে যা হতে পারতো, সেটা শুরু। কিংবা এভাবে নাও হতে পারতো। আরেকটি ট্যাক্সি পেছন পেছন আসছে, গতি বাড়িয়ে তাদের ট্যাক্সি পেরিয়ে যেতে চাইছে। হয়তো সেটি এগিয়ে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়াবে। ট্যাক্সি থেমে যাবে। অন্য ট্যাক্সি থেকে নেমে আসবে তিনজন লোক।

—চলো থানায়।

—থানায়?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, থানায়।

—কেন?

—কেন আবার? ন্যাকা সাজা হচ্ছে? অন্যের বৌকে ইলোপ করার মজা এবার টের পাওয়াচ্ছি।

—কি বলছেন মশাই, এঁকে আমি চিনিই না।

—বটে? হাঃ হাঃ হা।

থানা পুলিশ আদালত খবরের কাগজ মা বাবা বন্ধুবান্ধব পাড়ার প্রতিবেশীদের চোখের চাউনি চাকরি। সুবীরের মাথাটা একটু ঝিমঝিম করে উঠেছিলো। সে ভয়ে ভয়ে আড়চোখে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। মেয়েটি জানলা দিয়ে ডান দিকের বাড়িগুলি দেখছে।

কিছুই অসম্ভব নয়। এরকম ঘটনার কথা সুবীর কাগজে পড়েছে। কিন্তু মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে সুবীরের তেমন কিছু মনে হোলো না। কলকাতা শহরে হাজার হাজার মধ্যবিত্ত মেয়ের একজন, সকলে ট্রাম বাস ধরে অফিসে যায়, বিকেলে ট্রাম বাসের ভিড় ঠেলে বাসি ফুল হয়ে বাড়ি ফেরে। শ্যামলা মুখ, কুড়ি বছর আগে যে মুখ পাত্রপক্ষ দেখতে এসে পছন্দ করার আগে কন্যাপক্ষকে একটি গাণিতিক সংখ্যা শোনাতো, কিন্তু যে মুখ এ যুগে একটা নিজস্ব শ্রী নিয়ে ঝলমল করে।

এই ট্যাক্সি এই জীবন। একই পথ এবং পাশাপাশি। এত আলো এত আওয়াজ তবু এত স্তব্ধতা আর দুজনার মাঝখানে এক হাত দূরত্ব, এক হাত ভ্যাকুয়াম, এক হাত মহাজাগতিক শূন্যতা।

মনে করা যাক,—সুবীর ভাবলো তিন চার মাস পরে একদিন সমীরণের সঙ্গে দেখা হোলো। সে তার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

—কি রে সুবীর? কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিলি অ্যাদ্দিন? তোর বাড়ি গেলে পাওয়া যায় না, কফি হাউসে পাওয়া যায় না, অফিসে গেলে পাওয়া যায় না, ব্যাপার কি?

সুবীরের মুখে মৃদু হাসি, যাকে বলে সেই রহস্যময় হাসি।

—প্রেম টেম করছিস নাকি কারো সঙ্গে?

সুবীর হেসে বললো,—তোকে শেষ দৃশ্য দেখাবো বলেই এলাম।

—মানে?

—বিয়ে করছি।

—সে কি? কাকে?

—যার কথা তোকে এতদিন বলিনি।

—প্রেম করে? সত্যি সত্যি?

সুবীর মাথা নাড়লো।

—লাকি ডগ। নাম কি মেয়েটির?

—কেয়া।

—বল বল। প্রথম থেকে বল।

বাসে ভিড় বলে ট্যাক্সি নিয়েছিলাম। একটি মেয়ে এসে শেয়ার করতে চাইলো। পার্ক স্ট্রীটের কাছে এসে ট্যাক্সি খারাপ হয়ে গেল। দুজনে নেমে পড়লাম। মেয়েটি বললো চলুন পার্ক স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে যাই। আমি বললাম চলুন। একটি রেস্তরাঁর কাছে আসতে মেয়েটি বললো, আসুন কফি খাওয়া যাক। আমার পকেটে তখন শুধু তিনটি টাকা। আমি বললাম, না থাক, ফিরতে দেরি হলে মা ভাবনা করবে। মেয়েটি বললো, আসুন আসুন, কিচ্ছু দেরি হবে না, কেউ ভাববে না। আমি রাজী হলাম। মেয়েটি ব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিলো। আমি বললাম, আমি খাই না। মেয়েটি বললে সে কি? আচ্ছা আমি অফার করছি আজকে খান। আমি ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরালাম। মেয়েটি বললো, আমার নাম কেয়া, আমি বললাম আমার নাম সুবীর। মেয়েটি বললো আজ থেকে আমি তোমায় তুমি করে বলবো। আমি বললাম বেশ তো—।

একবারেও যাঃ বললি না,—সমীরণ জিজ্ঞেস করলো।

—বাঃ, সে রকম বলতে যাবো কেন?

—ব্যাটা তুই গলে মরবার জায়গা পাস নি? তুই যেরকম নিজের জন্যে নায়িকার ভূমিকা নিয়ে মেয়েটিকে নায়কের ভূমিকায় নামিয়ে দিয়েছিস, কথায় কথায় মুখ নামিয়ে যাঃ বলাই তো তোর পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো।

সুবীর তখন চটে গেল। বললো, —দ্যাখ, আজকাল সবারই ধরনধারণ বদলে গেছে। তোর মা মাসী কোনোদিন দূরে থেকে বাস আসছে দেখলে বাস ধরবার জন্যে রাস্তা দিয়ে দৌড়তো?

—না। তখন বাসে ভিড় ছিলো না এরকম।

—যে কারণেই হোক, এখন সে দৃশ্য আমাদের চোখে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তোর দিদিরা কোনো বাসের ফুটবোর্ডে রড ধরে ঝুলতে ঝুলতে যেতো?

—না। তাদের জীবনেও তেমন তাড়া ছিলো না। পরের বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে পারতো।

—কিন্তু এখন আমি রড ধরে ফুটবোর্ডে ঝুলতে দেখেছি মেয়েদেরও। দুদিন পরে মেয়েদের বাসের পেছনদিকের বাম্পারেও দেখা যাবে।

সমীরণ হাসলো। বললো,—তাই বলে তোকে সিগারেট অফার করবে?

—তাই দিয়ে তো শুরু। তার পরের কথাগুলো বললে তো ভিরমি খেয়ে পড়বি।

—যাই হোক। বিয়ে করছিস?

সুবীর পকেট থেকে নিমন্ত্রণের চিঠি বার করলো।

প্রজাপতয়ে নমঃ আগামী আঠারোই বৈশাখ আমার একমাত্র পুত্র কল্যাণীয় সুবীরকুমারের সহিত শ্রীযুক্ত অমুকচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কেয়ারাণীর — হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—লৌকিকতার পরিবর্তে—হুঁম।

লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ে লাল আলোর সামনে ট্যাক্সিটা থেমেছিলো এতক্ষণ। হলুদে জ্বলে উঠতেই একটা ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে ছুট দিলো। সুবীর মুখ ফিরিয়ে মেয়েটির দিকে আবার তাকালো। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হোলো বোধিসত্ত্ব এ যুগে মেয়ে হয়ে জন্মেছে।

মন ক্লান্ত হয়ে গেছে। অনেক কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সুবীর কিছুতেই ভাবতে পারছে না। এখন অন্য ভাবনা হচ্ছে। কেন মিছেমিছি ট্যাক্সি করলাম। তিনটে টাকা গচ্চা যাবে। অথচ সামনে খালি ট্যাক্সি পেলে কিছুই ভাববার অবকাশ হয় না। ধরো, উঠে পড়ো, চলো। তারপরেরটা তারপর দেখা যাবে। মেয়েটি ভাড়ার খানিকটা দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে। সুবীর তো তাকে ডাকে নি। সে যেচে এসেছে। সুবীর তো শিভ্যালরি করছে না। অন্য লোক দুটিকেও নিলে হোতো। ভাড়াটা চারজনের মধ্যে ভাগ হয়ে যেতো। নাঃ, বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া যাবে না। মেয়েটিকে কালীঘাটে নামিয়ে দিয়ে রাসবিহারীর মোড়ে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিতে হবে। কালীঘাট পর্যন্ত ভাড়াটা যদি মেয়েটি দিয়ে দেয়, তাহলে তো নিজের পকেট থেকে যাবে খুব সামান্য। রাসবিহারীর মোড় থেকে বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যাবে। পথে কোথাও বসে চা খাওয়া যাবে। খিদে পেয়েছিল। একটি কাটলেট খেয়ে নিলে গায় লাগবে না। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নেওয়া যেতে পারে। রাত্রিরে শোয়ার আগে মেয়েটির কথা মনে পড়বে। তখন একটার পর একটা সিগারেট খেতে ভালো লাগবে। আচ্ছা, মেয়েটির সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না? কে জানে সে হয়তো প্রত্যেকদিন ওই স্টপেই বাস ধরে।

—আমি এখানেই নামবো।

সুবীর মুখ তুলে তাকালো। কি আশ্চর্য, এরই মধ্যে হাজরা রোড পেরিয়ে এসেছি?

আমি এখানেই নামবো,—মেয়েটি বললো,—সর্দারজী, বাঁয়ে রোকিয়েগা।

সুবীর মনে মনে বললো,—চলুন না, আপনার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিই। কেন হাঁটবেন?

ট্যাক্সি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াবে। সুবীর বলবে, এতটা পথ একসঙ্গে এলাম, কিন্তু পরিচয়টা হোলো না।

—আমার নাম কেয়া।

—আমার নাম সুবীর।

—আসুন না, এক কাপ কফি খেয়ে যাবেন।

—আবার নামবো? আপনার অসুবিধে হবে হয় তো।

—না না, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। আসুন।

কিংবা হয়তো। বাড়ির সামনে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াবে। দেখা যাবে কেয়ার মা বাবা আর আরো কয়েকজন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কেয়া ট্যাক্সি থেকে নামবে। কেয়ার বাবা এগিয়ে আসবে।

—এই দাঁড়াও।

—বাবা!

—না, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। ওহে, কে তুমি, নেমে এসো ট্যাক্সি থেকে।

—বাবা!

—চুপ করো। এসো, নেমে এসো। তোমার নাম কি? দ্যাখো, আমি কনসারভেটিভ লোক, এসব লুকোচুরি, এরকম রাত করে ট্যাক্সিতে পৌঁছে দেওয়া, এসব আমি পছন্দ করি না।

—বাবা!

—তুমি বাড়ির ভেতর যাও। আই শ্যাল হ্যাণ্ডেল দিস ম্যাটার। ইয়ং ম্যান, আর ইউ সিরিয়াস, না কি তোমাদের আজকালকার আর দশজনের মতো এটাও একটা খেলা? ওসব আমি পছন্দ করি না। তোমার ঠিকানা দাও। আই শ্যাল কাম অ্যাণ্ড সী ইওর গার্জিয়ান। যা হবে, বড়োদের মধ্যে কথা পাকাপাকি করে ঠিকুজি কুষ্ঠি মিলিয়ে দেওয়া থোওয়ার কথা আলোচনা করেই হবে।......

কি উত্তর দেবো? আমি তখন কি উত্তর দেবো? —সুবীর ভাবলো। আর দেখতে পেলো মেয়েটি ব্যাগ থেকে দুটি টাকা বার করে সুবীরের দিকে তুলে ধরলো।

—ধন্যবাদ।

মেয়েটি চলে গেল। সুবীরকে নিয়ে ট্যাক্সি এগিয়ে গেল।

এসব পরশুর আগের দিনের ঘটনা। তারপর পরশু, তারপর কাল, তারপর আজ। দৈনন্দিন নিয়মে সুবীর এখানে এসে বাসের জন্যে দাঁড়িয়েছে, জনতার ব্যূহ ভেদ করে বাসে চড়েছে, বাড়ি ফিরেছে।

আজও হয়তো তাই। কিন্তু আবার কি একদিন ব্যতিক্রম হতে পারে না। আবার একবার কি মেয়েটি তার পেছনে এসে বলতে পারে না,—শুনুন।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলো সুবীর। অঘটন আজো ঘটে। একটু দূরে

(৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মেয়েটির কাছাকাছি একটা ট্যাক্সি এসে থামলো

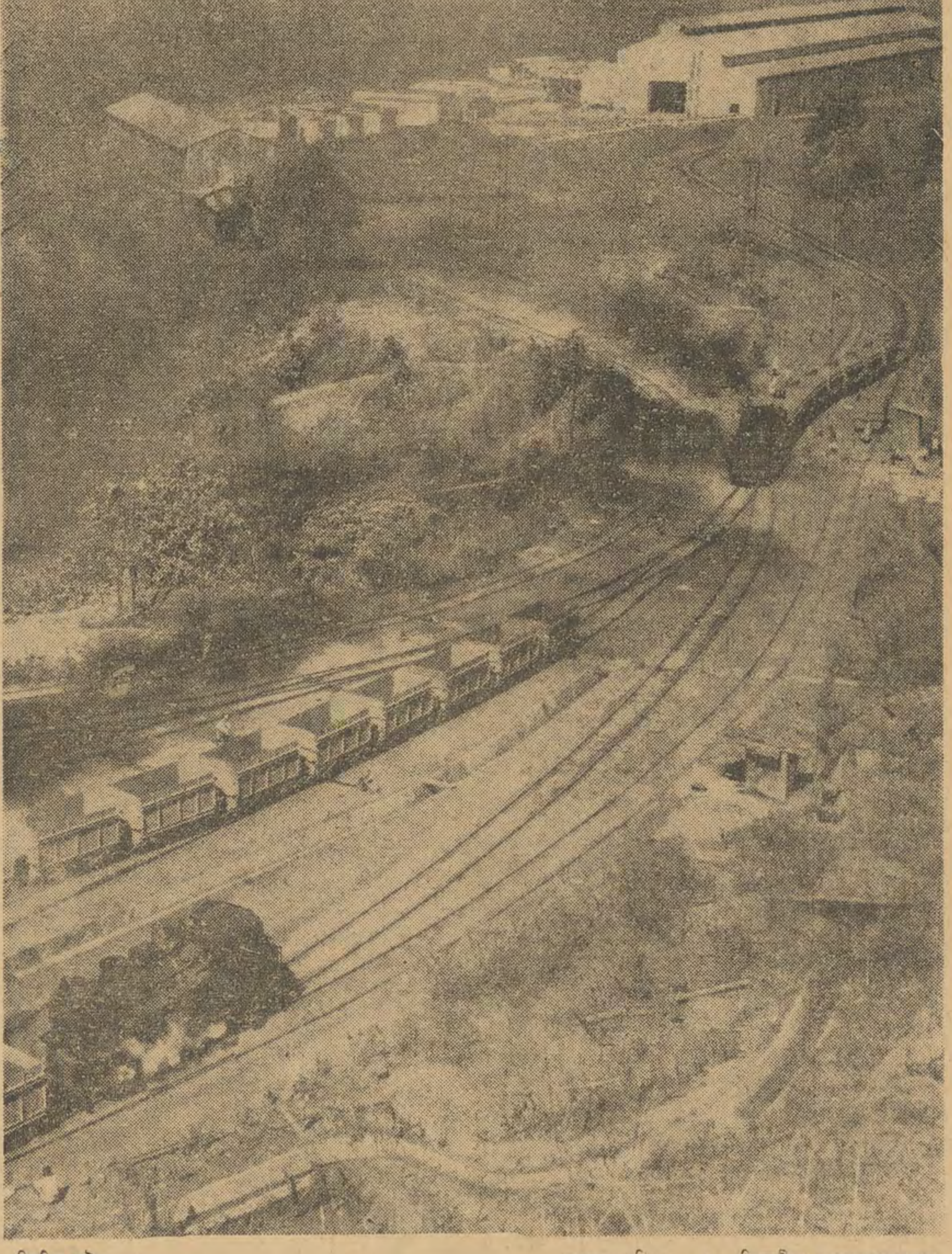

মিনি ট্রেন

আলোকচিত্র : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেঁদুলীর মেলা ও আনন্দমঠ

ভবতোষ দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসখানি উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক সন্ন্যাসীবিদ্রোহ থেকে পরিকল্পিত বলে পরিচিত। সন্ন্যাসীবিদ্রোহ অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনা যে-সময়ে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলা দেশ বিধ্বস্ত। এই দুই ঘটনা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের কাঠামো রচনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। অবশ্য সন্ন্যাসীরা ইতিহাসে কোনো আদর্শবাদী দল ছিল না। তারা ছিল লুঠেরা। লুটপাট করবার জন্য পশ্চিমী নাগা সন্ন্যাসীরা রংপুর অঞ্চলে দলে দলে এসে পড়েছিল। আচার্য যদুনাথ লিখেছেন, 'মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাত্ম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র।'

কিছুদিন আগে স্বর্গীয় বিমানবিহারী মজুমদার 'আনন্দমঠ' কাহিনীর উৎসে আর-একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কল্পনা করেছিলেন। মহারাষ্ট্রে বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের দলবদ্ধ বিদ্রোহ এবং ইংরেজের অর্থ লুণ্ঠন আনন্দমঠ রচনার মাত্র কয়েক বছর আগের ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঘটনাটি জানতেন কিনা তার অবশ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে দেশাত্মবোধের যে-আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল একটি কাহিনী অবলম্বন করে অভিনব রূপে বাংলা সাহিত্যে তা স্থায়ী হয়ে রইল। সন্ন্যাসীবিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনা অবশ্য বঙ্কিম আগেই জানতেন। আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণের (১৮৮৬) পরিশিষ্টে গ্লাইগের Meroirs of the Life of Women Hastings এবং হান্টারের Aannals of Rural Bengal থেকে বঙ্কিমচন্দ্র এই ঘটনার বিবরণ যোগ করে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই আনন্দমঠ উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসীবিদ্রোহ অবলম্বনে লিখিত—এই ধারণা চলে আসছে। অবশ্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের দেবী চৌধুরানীর ভূমিকায় বঙ্কিম লিখেছিলেন, 'আনন্দমঠ প্রকাশিত হইলে পর অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না। সন্ন্যাসীবিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব।'

১৮৮৪ থেকেই আনন্দমঠের ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট সম্পর্কে লেখক সচেতন থাকলেও এই বইয়ের প্রথম প্রকাশ থেকে দুটি সংস্করণ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বঙ্কিম এ সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত দেননি। এমন কি বই পড়ে বোঝবার কোনো উপায়ই ছিল না যে উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসীবিদ্রোহের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক আছে। আনন্দমঠের ঘটনাস্থল কিন্তু চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত বীরভূম। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'প্রথম চারি সংস্করণে আনন্দমঠের ঘটনাস্থল ছিল বীরভূম, অজয়ের তীরবর্তী কোনো আরণ্য ও পার্বত্য প্রদেশ; কিন্তু আসলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল উত্তরবঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় সংস্করণে এই ভুলের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, পরিবর্তন করেন নাই। পঞ্চম এই পরিবর্তন করিবার চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে বীরভূমের নদী, অরণ্য ও পর্বত এমনভাবে মিশিয়া ছিল যে, সামান্য কয়েকটা নাম তুলিয়া অথবা বদলাইয়া বীরভূমকে বরেন্দ্রভূম করা সম্ভব হয় নাই; বরেন্দ্রভূমিকে ছাপাইয়া বীরভূমিই ফুটিয়া উঠে।' শুধু ভৌগোলিক প্রকৃতি নয়, এই কাহিনীতে যে রাজনৈতিক পশ্চাৎপট আছে, প্রথম তিনটি সংস্করণে সেটা বীরভূমের। সিরাজউদ্দৌলার সময়ে রাজা আলিনাকি খাঁ কলকাতা লুট করে এসেছিলেন। পরে ক্লাইভের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। পরে রাজা আসদুলজমান ইংরেজের রাজস্ব-সংগ্রাহক হলেন। বঙ্কিমের পূর্ববর্তী সংস্করণের বর্ণনা অনুযায়ী সন্তানদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পেরে না উঠে ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরেজ সৈন্য প্রেরণ করে। কিন্তু তারাও সম্পূর্ণ সন্তান দমনে সমর্থ হল না।

আনন্দমঠের পূর্ববর্তী সংস্করণের এই কাহিনী-পরিকল্পনায় স্বভাবতই সন্দেহ জাগে উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ আদৌ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় ছিল কিনা। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দেবী চৌধুরানী লেখার সময়েই উত্তরবঙ্গের ইতিহাস তাঁর মাথায় আসে। সেই সময়েই ভূমিকায় আনন্দমঠের উল্লেখ করেন। আনন্দমঠের নতুনতর ঐতিহাসিক ইঙ্গিত দেবার কল্পনা তাঁর মনে কেন এসেছিল বলতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্র মানস-জীবনের ইতিহাস জানবার উপায় নেই। সেজন্য এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি বাংলাদেশের ইংরেজ আমলের প্রথম যুগের ইতিহাস খুঁটিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। দেবী চৌধুরানীর উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক ঘটনা পর্যালোচনা করতে গিয়েই সন্ন্যাসীবিদ্রোহকে আনন্দমঠে তিনি পরে কাজে লাগিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, বীরভূম আনন্দমঠের মূল ঘটনাস্থল হলেও গৈরিকবসনধারী আদর্শবাদী বৈষ্ণব সন্তানদের সঙ্গে ইংরেজের এবং তৎকালীন মুসলমান রাজার সংঘর্ষের কাহিনী-কল্পনা জেগে উঠতে পারে, এমন কোনো সূত্র কোথাও ছিল কি? আনন্দমঠ উপন্যাসের পূর্ববর্তী সংস্করণ একটু অভিনিবেশ সহকারে পড়লে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। এই উপন্যাসের গল্পের চূড়ান্ত পর্যায় একটি যুদ্ধে। যুদ্ধ হয়েছিল মাঘী পূর্ণিমায়। যুদ্ধের স্থান অজয় নদীর তীরে। এই নদী-তীরে বৈষ্ণবদের একটা মেলা বসে। চতুর্থ খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এর বর্ণনা—

মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার শিবিরে অদূরবর্তী নদীতীরে একটা মেলা হইবে। এবার মেলায় বড় ঘটা। সহজে মেলায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এবার বৈষ্ণবের রাজ্য হইয়াছে, বৈষ্ণবেরা মেলায় আসিয়া বড় জাঁক করিবে, সংকল্প করিয়াছে। অতএব যাবতীয় সন্তানগণের পূর্ণিমার দিন মেলায় একত্র সমাগম হইবে, এমন সম্ভাবনা।

বঙ্কিমের এই বর্ণনা যে বীরভূমের কেঁদুলি মেলার থেকে কল্পিত, এ-সন্দেহ মেলায় উপস্থিত হলে আমার মনে দেখা দিয়েছিল। নদীর তীর, বৈষ্ণবের মেলা অরণ্যভূমি অনিবার্যভাবেই আনন্দমঠের এই চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছিল। এ-সন্দেহ প্রায় সিদ্ধান্তে পরিণত হয় যখন আনন্দমঠের পূর্বতন পরিত্যক্ত অংশগুলি মিলিয়ে দেখলাম। উদ্ধৃত বর্ণনার পূর্বে স্পষ্টতই 'কেন্দুবিল্বগ্রামে জয়দেব গোস্বামীর মেলা'র উল্লেখ ছিল। শুধু তাই নয়, যেখানেই শুধু মেলা আছে সেখানেই ছিল 'কেন্দুবিল্ব' কথাটি। নদী বলতে সর্বত্রই কখনো উল্লিখিত কখনো অনুল্লিখিতভাবে বুঝিয়েছে অজয় নদীকে। অতএব আনন্দমঠের মেলা যে কেঁদুলিরই মেলা থেকে পরিকল্পিত তাতে কোনো সন্দেহই থাকে না।

আনন্দমঠের সন্তানসম্প্রদায় যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকেই পরিকল্পিত—উত্তরবঙ্গের নাগা সন্ন্যাসী থেকে নয়, এও অনিবার্যভাবেই অনুমেয়। নাগা সন্ন্যাসীরা ছিল শৈব, তাদের আচরণে এবং ভূমিকায় কোনো রকম আদর্শবাদই ছিল না। বৈষ্ণবদের মধ্যেই বরং সেই আদর্শবাদের চিন্তা স্বাভাবিক। বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের বৈষ্ণব-আদর্শ ঠিক চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত আদর্শের অনুগত নয়। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে যে বিষ্ণুর বন্দনা আছে—

জয় জগদীশ হরে
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।

সেই বিষ্ণুরই উপাসক এই সন্তান দল। কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব জয়দেবের এই স্তোত্র সন্তানদের মুখে মুখে ফিরেছে। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র রচনা করেছিলেন মহাভারতের কৃষ্ণকেই উজ্জ্বল করে তুলতে। বৃন্দাবনবিহারী কোমলভাবাপন্ন প্রেমিক কৃষ্ণকে তিনি দেখাতে চাননি। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বুঝিয়েছিলেন, 'চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।' তৎকালীন প্রয়োজনেই সন্তানগণ অর্দ্ধেক বৈষ্ণব, অর্থাৎ অত্যাচারী শাসককে দূর করবার জন্য সন্তানগণ শক্তিময় বিষ্ণুর উপাসক।

পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবকে বর্ণনা করেছিলেন রাধাকৃষ্ণের বিলাসের কবি বলে। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছিলেন বাংলা দেশের জলবায়ুর গুণে স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হলে উচ্চাভিলাসশূন্য অলস নিশ্চেষ্ট গৃহসুখপরায়ণ বাঙালি চিত্তেই জন্ম নিয়েছিল গীতগোবিন্দের মতো মধুর-কোমলকান্তপদাবলী। কিন্তু পরে বঙ্কিমচন্দ্র গীতগোবিন্দকে দেখলেন ভিন্ন দৃষ্টিতে। গীতগোবিন্দের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রধানত জুড়ে থাকলেও জয়দেব বিষ্ণুর শক্তিরূপকে বর্ণনা করেছেন গোড়াতেই। সেই ভাবটিকেই বঙ্কিম আনন্দমঠ-রচনার প্রেরণা রূপে গ্রহণ করে নিলেন। বস্তুত আনন্দমঠে জয়দেবের প্রভাব ছড়িয়ে আছে। দশাবতার স্তোত্রের ধৃতকৌশিকশরীর বিষ্ণুকে বারবার স্মরণ করেই নয় ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী' এই পংক্তিটিকেও প্রয়োজনে সংকেতবহ করে তোলা হয়েছে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে। আর শান্তির মুখে গান 'তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু'—এও গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের শ্লোক। এই গান গেয়েই শান্তি হৃদয়ের

৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

প্রশ্ন

শহরতলির একটা বাড়ীতে গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে। ঠিক সামাজিকতার জন্যে নয়। তবে যাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলাম তাঁরা বন্ধুকৃত্য করতেই গিয়েছিলেন। সুতরাং সামাজিক ব্যাপার ছিল। আমার কর্মস্থলের কাছেই এই বাড়ি। আমিও তাই সঙ্গে ছিলাম।

শোকের বাড়ি। যেখানে কোনদিন যাইনি, মৃত্যুকে উপলক্ষ করে সেখানে যেতে কেমন যেন সংকোচ বোধ করছিলাম মনে মনে। অথচ অন্তরে একটা তাগিদ ছিল সেখানে যাবার জন্যে। অনেকদিন ধরেই ভদ্রমহিলার কাছে যাবার কথা ভেবেছিলাম। তাঁর জীবন-সংগ্রামের কথা শুনেছিলাম। মনের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল। তাই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার আকর্ষণ অনুভব করতাম। কিন্তু যোগাযোগ ঠিক হয়ে ওঠে নি। সম্প্রতি তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। অকাল-মৃত্যুই বলা চলে এবং একান্ত আকস্মিক মৃত্যু। এমন অসময়ে ভদ্রমহিলার কাছে যেতে স্বভাবতই মন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। অবিশ্যি সুসময় তাঁর কবেই বা আর ছিল! বিয়ের পর বোধ হয় বছর চারেক। তারপর থেকেই স্বামী সুখে বঞ্চিতা। একটা ফুটফুটে অবোধ শিশুকন্যা নিয়ে একক জীবন-সংগ্রাম। কখনো ক্লান্তি। কখনো হতাশা। আবার আশায় বুক বেঁধেছেন ফুটফুটে ফুলের মত মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে। কত অভাবের মধ্যে দিন কেটেছে। তবু নিজের দাবী-আদায়ের জন্যে আদালতের স্বারস্থ হন নি। দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই আদরের মেয়েকে মানুষ করেছেন। সীমিত সাধ্যের মধ্যে একটি সৎছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে জামাই নাতি-নাতনী নিয়ে শহরতলিতে একটি ছোট বাড়িও করেছেন। সেই বাড়িতেই আমরা গিয়েছিলাম স্বামী-পরিত্যক্তা ভদ্রমহিলাকে সমবেদনা জানাতে। সদ্য স্বামীহীনা হয়েছেন বলে।

গুটি তিনেক ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ছুটে এল আমাদের দেখে। পিচ-ঢালা সড়ক থেকে নীচে নেমে বারান্দায় পা দিতেই তারা প্রণাম করলো। তাদের স্বতস্ফূর্ত অভ্যর্থনায় অভিভূত হলাম।

দিদা ও দি-দা, কারা এসেছে দেখো।

আশ্চর্য! তারা ঠিক বুঝেছে আমরা তাদের দিদার কাছেই এসেছি। বিকেল তখন তিনটে। ভদ্রমহিলার দুপুরের খাওয়া তখনও হয়নি। ছুটে এলেন নাতি-নাতনীদের ডাকে। বৈধব্যের শোক-চিহ্ন তাঁর চোখে-মুখে পোষাকে। স্বামী সম্পর্কে অদ্ভুত মমতা ও বেদনা সে মুখে। আমার প্রতিবেশী বন্ধু ও বৌদি পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে। সহজ আত্মীয়তার সুরেই আলাপ করলেন। তারপর আমাদের মিলিত অনুরোধের চাপে ভিতরে গেলেন খেতে। তাঁর মেয়েকে নিয়ে আমার প্রতিবেশিনী-বৌদি অর্থাৎ তাঁর বান্ধবীও গেলেন ভিতরের দিকে। সেই অবসরে তাঁর নাতি-নাতনীর সঙ্গে গল্প সুরু করলাম। চার বছরের নাতিটার সঙ্গেই আমার সবচেয়ে বেশী ভাব হলো। কত কথা সে গলগল করে বলে গেল। আমাকেও অনেক প্রশ্ন করলো। আমার বাড়িতে কী কী আছে সবজানতে চাইলো। সে প্রশ্ন করে আর আমি উত্তর দিতে থাকি।

তোমাদের পাখী আছে?

হ্যাঁ।

কুকুর আছে?

হ্যাঁ।

গরু?

হ্যাঁ। দেশের বাড়িতে।

তোমাদের কষ্ট আছে?

আমি আগের মতই বলি—হ্যাঁ। না বুঝেই বলি বোধহয়। সে সান্ত্বনা দেয়। তোমাকে চেয়ার দেব। টেবিল দেব। আলমারি দেব। বই দেব। অর্থাৎ তাদের বসবার ঘরে যা যা আছে সব দেবে আমাকে।

আমার মুখ থেকে আর কথা সরেনি। অবাক হয়ে ভেবেছি। অসহায় বোধ করেছি। ভদ্রমহিলাকে আর সমবেদনা জানাতে পারিনি। বাসে ফেরার পথেও ভেবেছি। এখনও ভাবি অবোধ শিশুর মর্মভেদী প্রশ্নের কথা :

তোমাদের কষ্ট আছে?

কী বলবো? অন্যমনস্ক হয়ে ভাবি।

—শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়

জগদীশ বসু ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কথা

বিমলেন্দু দাশগুপ্ত

পরাধীন ভারতের পক্ষ থেকে পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে একটি চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছিলেন সেদিন বিজ্ঞানী জগদীশ বসু—প্রমাণ করেছিলেন তিনি গাছেরও বেদনবোধ আছে অন্যান্য প্রাণীদের মত। স্তম্ভিত পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, রাজা ও নবাবদের দেশ, সাপ ও বাঘের দেশের মানুষেরও জ্ঞানবুদ্ধি আছে, সুযোগ পেলে তারাও তাদের শেখাতে পারে, সমকক্ষ তো হতেই পারে।

জগদীশ বসুর গবেষণা সেদিন জীব-বিজ্ঞানের একটি নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করেছিল। বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল পূর্বে, মানুষ ব্যথা পায় তখন, যখন তার শরীরের আহত বা ব্যথিত স্থানের সংবাদ স্নায়ুবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায়—বেদনা-বোধের জন্ম হয় মস্তিষ্কে। জগদীশ বসু সে ধারণাকে নস্যাৎ করেছিলেন; দেখালেন, গাছের মস্তিষ্ক নেই, নেই স্নায়ু জাল ছড়ানো তার সর্ব অঙ্গ ঘিরে, তবুও সে ব্যথা পায়। অন্যান্য বস্তুর মধ্যে অ্যালকোহল, বিষ, বিদ্যুৎ তরঙ্গ ও ক্লোরোফর্ম ইত্যাদি তিনি উদ্ভিদ দেহে প্রয়োগ করে তার প্রতিক্রিয়া দেখালেন অভ্রান্তভাবে। এই প্রতিক্রিয়া পরিমাপের অতি সূক্ষ্ম ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। সমবেত বিস্মিত বিজ্ঞানীদের তিনি পরীক্ষা শেষে বলেছিলেন—উদ্ভিদেরও বেদনাবোধ আছে মানুষের মত, যে কোন জীবের মত। মানুষ কিংবা অন্য যে কোন জীবের মত এদেরও ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে অজ্ঞান করা যায় ও বেদনা-বোধকে সাময়িক ভাবে লুপ্ত করা যায়।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিহীন বেদনা-বোধের এই নবতম তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলল। বহির্জগতের সব খবরাখবর জানার আমাদের যে সকল শারীরিক মাধ্যম আছে, তাদের বলা হয় পঞ্চেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক হল এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ভূমি। এই ইন্দ্রিয়গুলির এক একটির মাধ্যমে আমরা এক এক ধরনের খবর পেয়ে থাকি। এবং পূর্বে ধারণা ছিল যে, বেদনাবোধ স্পর্শবোধের পথেই মস্তিষ্কে আনীত হয়ে ব্যথাকে জানিয়ে দিয়ে থাকে। সেই ধারণাকে জগদীশ বসুর গবেষণা ভ্রান্ত প্রমাণিত করল। উদ্ভিদ-দেহে স্পর্শেন্দ্রিয় তথা স্নায়ুর অস্তিত্ব নেই। তখন প্রশ্ন উঠল, তাহলে বেদনাবোধ কি ভাবে হয়?

এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বিজ্ঞানীদের শুরু হল পশ্চাৎ যাত্রা। অন্যান্য প্রাণীদের মত ওঁরা লক্ষ-কোটি বছরের পিছনে ফেলে আসা আদিম প্রাণের প্রতিনিধি অ্যামিবাকে পর্যবেক্ষণ করে জানলেন, বেদনাবোধ এদেরও আছে। বেদনা-বোধ সকলেরই আছে। সমস্ত প্রাণের ধর্মই হল বেদনা তথা ক্ষতিকর পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাওয়া। অতি সাধারণ এককোষী জীব থেকে শুরু করে অতি জটিল দেহ-যন্ত্র সমন্বিত মানুষ, সকলেরই জীবনের বেদনা হল এক ধরনের অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা; যা পরিহার করতে সকলেই চায়। এই অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা যেখানে পরিহার করা যায় না, মানুষ এবং আরো কিছু উন্নত ধরনের জীব-জন্তু একে সহ্য করার জন্য, এর তীব্রতা কমানোর জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে থাকে।

শিশু যখন তার চারিপাশের জগৎকে জানার চেষ্টা করতে থাকে; তখন এই বেদনা-বোধ তাকে নিরাপদ ও বিপদের সীমান্ত রেখা জানিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষায় সুশিক্ষিত করে তোলে। যদি এই বেদনা বোধ তাকে বিপদের সংকেত না জানাতো, তাহলে ক্রমাগতই সে নিজের দেহকে আগুনে পুড়িয়ে, আঘাত লাগিয়ে ও কেটে-কুটে হয়ত অকালেই মৃত্যুকে ডেকে আনত। শুধু শিশু কেন? বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রেও ব্যথার সঙ্কেত ভিন্ন পদে পদে জীবন বিপন্ন হয়ে উঠত। বেদনা-বোধ যেন একটা নিরাপত্তার রক্ষা-আবরণীর মত আমাদের ঘিরে রাখে সব সময়।

লক্ষ-কোটি বছর আগে পৃথিবীর দুরন্ত যৌবন কালে যখন প্রথম প্রাণ বিকশিত হয়েছিল এর অশান্ত সমুদ্র হৃদয়ে, তখনকার সেই এককোষী (একটি মাত্র কোষ বা সেল বিশিষ্ট) অতি সাধারণ প্রাণীদের দেহেও এইরূপ রক্ষা-আবরণীর ব্যবস্থা ছিল; না হলে তারা ধরা পৃষ্ঠ থেকে মুছে যেত অচিরেই। তাদের জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর অতি উষ্ণতা কিংবা ঠাণ্ডা অথবা চাপ এবং বিষ ইত্যাদির উপস্থিতি তারা জানতে পারত এবং বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায় এই ক্ষতিকর পরিবেশ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিত। এটা কি করে ঘটত বিজ্ঞান আজো সঠিক ভাবে জানে না। যদিও এদের স্নায়ু বলতে কিছুই ছিল না, তথাপি এমন কিছু ছিল যার দ্বারা পরিবেশের পরিবর্তনকে এরা বুঝতে পারত এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করত। কাছে-পিঠে ভোজ্য বস্তুর উপস্থিতির সংবাদ যেমন এরা সংগ্রহ করতে পারত; সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়াও দেখা দিত এদের মধ্যে—অর্থাৎ সেই দিকে এগিয়ে যেত। আবার বিপজ্জনকরূপে তপ্ত কিংবা শীতল অথবা বিষাক্ত পদার্থের আগমন বার্তাও যথারীতি সংগ্রহ করে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে জীবন বাঁচাত। এককোষী জীবদের এই বিশেষ ধরনের আত্মরক্ষার প্রক্রিয়া, মানুষের ক্ষেত্রে একেই বলা যায় বেদনা-বোধ। লক্ষণীয় যে, এই একই ধরনের জীবক্রিয়া সকল জীব-জন্তুর মধ্যেই উপস্থিত আছে।

আগেই বলেছি, স্পর্শেন্দ্রিয় মারফৎ আমরা বেদনাকে জেনে থাকি, এই ধারণা ভুল, বেদনা অনুভব করা ও তার সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছানোর পথ স্পর্শেন্দ্রিয়ের পথ থেকে আলাদা এবং প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন রকমের। অতএব বেদনা-বোধকে স্বাধীন ও স্বয়ং সম্পূর্ণ আর একটি আলাদা ইন্দ্রিয় হিসাবে গণ্য করা হয়। যাকে আমরা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলতে পারি।

যদিও আমাদের প্রত্যেকের বেদনা-বোধের ধরন আলাদা (যেমন আমাদের কেউ কেউ অল্প ব্যথায় কাতর হই, কেউ বা তার অনেক গুণ বেশী ব্যথা অম্লান বদনে সহ্য করতে পারি), এমন কি অন্যান্য জীবজন্তু, যাদের সঙ্গে সর্ব দিক থেকে আমাদের পার্থক্য প্রচুর; তথাপি একটি ক্ষেত্রে আমরা সকলেই এক—বেদনার উৎস থেকে আমরা সকলেই অতি দ্রুত, বলা যায় চোখের পলকে নিজেদের সরাবার চেষ্টা করে থাকি। না, চেষ্টা নয়। চেষ্টা হল জেনে, বুঝে কিছু করার প্রচেষ্টা। এটা কেমন যেন আপনা থেকেই হয়ে যায় এবং বিদ্যুৎ-বেগেই হয়ে যায়। তাই একে বলা হয়েছে স্বয়ংক্রিয় প্রত্যাবর্তিত (রিফ্লেক-সিভ) প্রক্রিয়া, এর উপরে আমাদের সচেতন মনের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বস্তুত ব্যথা অনুভব করার, সে সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছানোর আগেই এই বিশেষ শারীরিক প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়। তাই বলা হয় আমাদের বেদনার অনুভব দুটি স্তরে বিভক্ত। তার একটির রূপ হল আদিম প্রত্যাবর্তিত স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া মারফৎ সেই অনুভব ঘটে ও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর উপর আমাদের সচেতন মনের কর্তৃত্ব নেই। অন্যটির রূপ হল জটিল এবং জটিলতর যন্ত্র মস্তিষ্ক হল তার কেন্দ্র। বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে বেদনা-বোধের এই নবতর শাখাটি মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়েছে। ব্যথা-অনুভবের এই স্তরেই আমরা বেদনার চরিত্রকে জানি এবং তার সম্পর্কে যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তাই নিয়ে থাকি। বেদনা সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি ও তার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার উৎসও এই বিভাগটি। বেদনা সম্পর্কে কল্পনা, আতঙ্ক ও অতীত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি এখানেই দেখা দেয় ও প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়ার বিশিষ্টতা এনে দেয়। বেদনা-বোধের এই স্তরেই প্রতিটি মানুষের কোন বিশেষ বেদনার অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি, সে সম্পর্কে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মতামত ও ধ্যান-ধারণা, তার নিজের মুড, মানসিক অবস্থা, উদ্বেগ, শ্রান্তি ও সর্বোপরি সাধারণ স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। শ্রান্তি, উদ্বেগ, পীড়া, একঘেয়েমি, আতঙ্ক ইত্যাদি ব্যথাকে বহুগুণিত করে; কষ্ট-ভোগকে বাড়ায়।

বেদনা অনুভবের প্রথম ভাগটি অর্থাৎ প্রত্যাবর্তিত স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া যেমন আমাদের উপকার করে, অপকারও করে তেমনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, চোখের মধ্যে কিছু পড়লে তা বার করার সময় চোখের পাতা পড়ে যায় আপনি: এই ভাবে ব্যথার হেতু অপসারণের কাজে বাধা সৃষ্টি করে। এই একই প্রতিক্রিয়া, যা আমাদের ব্যথা থেকে নিমেষে দূরে নিয়ে যেতে চায়, সেই ঝোঁকই অস্ত্রোপচারের সময় সমূহ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরই জন্য ক্লোরোফর্ম না করে অস্ত্রোপচার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ব্যথা অনুভবের ক্ষেত্রে আরো যে সব বৈচিত্র্য জানা গেছে তার মধ্যে একটি হল—১৯৬২ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ডাঃ লিউন্ডী লক্ষ্য করেছেন যে, যাদের চুলের রঙ লাল, তাদের ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় কম। তিনি আরো দেখেছেন যে, জাতিত্ব এবং বাসস্থানের অবস্থান ইত্যাদিরও বেদনা অনুভবের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।

দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যথার বৈচিত্র্য এই যে, এর তীব্রতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। আজ যে দাঁতের ব্যথায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে, কয়েকদিন পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যথার বিন্দুমাত্র উপশম না হওয়া সত্ত্বেও সে জবাব দেবে—আজ একটু কম আছে। এর সঠিক কার্য কারণ আজো জানা যায়নি, অনুমান করা হয় তীব্র বেদনা শরীরের অভ্যন্তরে যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারই ফলে এটা ঘটে থাকে। দিন অপেক্ষা রাত্রেই মনে হয়, ব্যথার প্রকোপ বেড়ে যায়। তার কারণ, রাতে আমাদের মনকে অন্যত্র নিবেশ করার কিংবা মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত ও অন্যত্র চালিত করার মত ঘটনা ঘটে কম, ফলে মনোযোগটা পুরোপুরি ব্যথার স্থানেই কেন্দ্রীভূত হয়ে সেখানকার অনুভূতিকে দেয় বাড়িয়ে। তারই জন্য মনে হয় রাত্রে ব্যথা বেড়ে যায়। ব্যথার অনুভূতি এইভাবে বহু ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে ছলনা করে থাকে। নিছক চেয়ারে বসে থাকাও অনেক সময় আমাদের কাছে বেদনাদায়ক বলে মনে হয় এই কারণে। শরীরের যে অংশ চেয়ারের গায়ে সম্পিষ্ট হয়, মনোযোগটা সেখানে বিশেষভাবে নিবদ্ধ হলে ব্যথার অনুভূতি দেখা দেবেই। আবার তখন যদি বই পড়া কিংবা অন্য কাজে মনোনিবেশ করা যায় তাহলে এই ব্যথা আর থাকবে না!

ব্যথার পরিমাণ অতিরিক্ত হলে অর্থাৎ অসহনীয় ব্যথা পেলে আমাদের সংজ্ঞা লুপ্ত হয়ে থাকে। তার ফলে আমাদের জীবন বিপন্ন হয়ে থাকে। এই রূপে ব্যথা, যা আমাদের অশেষ উপকার করে, তা ক্ষতির সম্ভাবনাও সৃষ্টি করে। শরীরের দুই বিভিন্ন স্থানে ব্যথা দেখা দিলে আমরা এই দুই ব্যথাকে একই সঙ্গে অনুভব করতে পারি না। যে ব্যথাটার তীব্রতা বেশী সেটাই আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এর কারণ এই বলে ব্যাখ্যা করা হয়, যে প্রক্রিয়া আমাদের ব্যথার অনুভবকে বহন করে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয় তা যুগপৎ দুটি জায়গায় সমানভাবে কাজ করতে পারে না।

অপরিমিত তীব্র ব্যথা অনেক সময় আমাদের অনুভবের ক্ষমতাকে লুপ্ত করে দেয়। বাচ্চারা খেলাধুলা করতে গিয়ে অনেক সময় ব্যথা পেলেও তা অনুভব করে না। খেলোয়াড় এবং সৈনিকেরা অনেক ক্ষেত্রে উত্তেজনার বশে ব্যথা অনুভবের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত মানুষও বেদনা বোধ করে না। একই রূপে ভীতার্ত, ক্রুদ্ধ ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় অভিভূত মানুষেরা বেদনা-বোধ হারিয়ে ফেলে। এর কারণ হল, তীব্র মানসিক আবেগ বেদনা-অনুভবের পথকে রুদ্ধ করে দেয়; ব্যথার সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছাতে দেয় না। ধর্মোন্মাদ, পাগল ও কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গকারীদের ভয়াবহ বেদনাকে অম্লান বদনে সহ্য করতে ও ক্ষেত্র বিশেষে তা উপভোগ করতে পর্যন্ত দেখা গেছে।

ব্যথা যেমন বিভিন্ন, তা অনুভবের ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। বাইরের ব্যথা, যা শরীরের বহির্দেশের কোন অংশ কেটে গেলে, পুড়ে গেলে বা আঘাত লাগলে আমরা পেয়ে থাকি; সেই ব্যথা অনুভবের জন্য আমাদের চামড়ায় অনুমান ত্রিশ লক্ষ স্নায়বিক কেন্দ্র আছে। কিন্তু শরীরের অভ্যন্তরের ব্যথা অনুভবের জন্য এই ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই আঙুল কেটে গেলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যথা আমরা অনুভব করে থাকি, তেমনি শরীরের ভিতরের কোন শিরা ছিঁড়ে গেলে কিংবা কোন অংশ কেটে গেলে তার ব্যথা আমরা সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করি না। অনুভব করি কখন, যখন এই ছেঁড়া-কাটার ফলে অন্য শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তখন।

ব্যথাকে অতীতে শয়তান অথবা ভগবানের দেওয়া অভিশাপ বলে মনে করা হত। সেই সংস্কার এখনো অল্পবিস্তর আধুনিক সমাজের মধ্যেও প্রচলিত আছে। ধর্মীয় অবিচল বিশ্বাস ও কোন ব্যাপারে ঐকান্তিক নিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্য অনেক সময় ব্যথাকে কষ্টিপাথরের মত ব্যবহার করা হত। আত্মশুদ্ধির মাধ্যম হিসাবে ব্যথাকে ব্যবহার করার রেওয়াজ এখনো আমাদের দেশে চালু আছে। বিশেষ করে সম্প্রদায় বিশেষ সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, শরীরকে যত বেশী কষ্ট দেওয়া যাবে, সাধন মার্গে তত বেশী অগ্রসর হওয়া যাবে। অতীতে ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতাকে শৌর্য ও বীর্যের লক্ষণ বলে মনে করা হত, সে ধারণা এখনো একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি।

এককোষী জীবের ক্ষতিকর পদার্থের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টাকে প্রাণীদের ব্যথা-উপশমের জন্য প্রচেষ্টার প্রাথমিক রূপ বলা যায়। এদের থেকে আরো উন্নত ধরনের জীব কুকুর, বিড়াল, গরু ইত্যাদিকে দেখা যায় ক্ষতস্থান লেহন করতে; যাতে তা তাড়াতাড়ি নিরাময় হতে পারে। একটা পা ভেঙে গেলে কুকুরকে তিন পায়ে হাঁটতে দেখা যায়। যাতে ভগ্ন পায়ের হাড় যথাস্থানে এবং যথা সময়ে জোড়া লাগাতে পারে তারই জন্য এই প্রচেষ্টা। বাঁদরদের দেহ থেকে উকুন বাছতে এবং ক্ষতস্থান থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বেছে ফেলে দিতে দেখা গেছে। এছাড়া অনেক রকম লতা-পাতার ব্যবহারও করতে দেখা গেছে অনেক জন্তু-জানোয়ারকে তাদের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও বেদনা উপশমের জন্য। এইভাবে দেখা যায় নিজেকে ব্যথা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া এবং তার উপশমের জন্য চেষ্টা করা প্রাণী মাত্রেরই সহজাত একটি সংস্কার।

কিন্তু অপরের ব্যথা উপশমের জন্য সচেতন ভাবে যে চেষ্টা, সে চেষ্টা বোধহয় একমাত্র মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। মানুষ তার প্রতিবেশীর দুঃখ দেখে বিচলিত হয়, তার বেদনায় সমবেদনা অনুভব করে ও সেই বেদনা দূর করার চেষ্টাও করে। নিজের ব্যথা এবং অপরের ব্যথা দূর করার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান এতখানি উন্নতি লাভ করেছে। ব্যথাকে সেই দূর অতীতে পাপের ফল, ভগবানের অভিশাপ ইত্যাদি মনে করা হত তাই তা দূরীকরণের জন্য মন্ত্রতন্ত্র, পূজাপাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা দেওয়া হত। কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ মন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতা বুঝেছিল এবং ক্রমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। আমাদের দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে সর্ব-প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ঋক্‌বেদে। অনুমান আজ থেকে ৬।৭ হাজার বছর আগে এটি সংকলিত হয়েছিল এবং সংকলনকারদের মতে এই চিকিৎসা-পদ্ধতি তাদেরও বহু বহু যুগ আগে থেকে প্রচলিত রয়েছে। ঋক্‌বেদে স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদের অনেক বিস্ময়কর চিকিৎসার বিবরণ আছে। আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীমন মিশ্র ভাবের বিবরণ অনুসারে জানা যায় যে, সূর্যতনয় অশ্বিনীকুমারদ্বয় ভগবান ব্রহ্মার শিষ্য দক্ষ প্রজাপতির নিকট থেকে এই বিদ্যা লাভ করেছিলেন এবং "স্বয়ম্ভুবঃ শিরশ্ছিন্নং; ভৈরবেন রুষাহথ তৎ। অশ্বিভ্যাং সংহিতং তস্মাত্তৌ জাতৌ যজ্ঞভাগিনৌ॥" (ভাব প্রকাশ) অর্থাৎ ক্রুদ্ধ ভৈরব ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই ছিন্ন মস্তক সংযোজিত করেন ও সেই কারণে তাঁরা যজ্ঞের অংশীদার হন। দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদের নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা করেন। তারপর কয়েক হাজার বছর ধরে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান—আয়ুর্বেদ ব্যাপক অনুশীলন ও গবেষণার মাধ্যমে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল এবং আত্রেয়, ভরদ্বাজ, চরক ও ধন্বন্তরি প্রভৃতি দিকপাল ভিষক শ্রেষ্ঠদের অবদানে পুষ্ট হয়েছিল। এঁদের পরে শ্রেষ্ঠ ভিষকরূপে সুশ্রুতের নাম উল্লেখ করা যায়।

কথিত হয় তিনি ছিলেন বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং খৃষ্টের জন্মের সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতা ভারতীয় মনীষার অন্যতম অবদান। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এই বই ইংরাজীতে অনূদিত হয়। এতে 'এনাটমী' সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়—সেই প্রাচীন যুগে শব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার এতখানি উন্নতি ঘটেছিল এদেশে যে ভাবলে অবাক হতে হয়। তাছাড়া 'প্লাস্টিক সার্জারীর' এত উন্নতি হয়েছিল এই সময়ে যে তার সঙ্গে আধুনিক কালের উৎকর্ষতারই একমাত্র তুলনা চলে। পশ্চিমী পণ্ডিতদের মতে প্লাস্টিক সার্জারীর এই অভাবনীয় উন্নতির মূলে রয়েছে তদানীন্তন ভারতীয় সমাজের একটি বিশেষ প্রথা। সে প্রথা হল—মনুর নীতি অনুসারে অপরাধীদের দণ্ড হিসাবে কান, নাক, আঙুল, হাত-পা ইত্যাদির ছেদনের ব্যবস্থা। বলা হয়, ভারতীয় ভিষকেরা এদেরই কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া লাগাবার প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই বিদ্যার এত উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যা আপাতযুক্তি গ্রাহ্য বলে মনে হলেও, একে একপেশে ও সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্টও বলা চলে এই কারণে যে, এতে ভারতীয় অস্ত্রোপচার বিদ্যার সামগ্রিক উন্নতির কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, প্লাস্টিক সার্জারী যে বিদ্যার একটি শাখা মাত্র। সুশ্রুত তাঁর গ্রন্থে অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজনীয় শতাধিক অস্ত্র ও যন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। আরো জানা যায় যে, মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার, সিজারিয়ানের মত বড় ধরনের অস্ত্রোপচার ভারতীয় ভিষকেরা করতেন। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, সেই প্রায় ২।৩ হাজার বছর আগে সুশ্রুত ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বরের সঙ্গে মশার ও বিউবোনিক প্লেগের সঙ্গে ইঁদুরের সম্পর্কের কথা জানতেন, এই গ্রন্থে তিনি তা উল্লেখও করে গেছেন।

সুশ্রুত হলেন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সেই বিশেষ স্তম্ভ-স্বরূপ—যে স্তম্ভের একদিকে রয়েছে এর উজ্জ্বল দিক, অন্য পার্শ্বে অন্ধকার। বেদনার কথা এই যে, তাঁর পরবর্তী কালে আয়ুর্বেদের চর্চা এদেশে বহুলাংশে কমে যায়। বিশেষ করে উল্লেখ্য যে, শব-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, যা ঐ সময়ে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছিল, তা ক্রমে বিচ্ছিন্ন ধারা হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। তা বলে মানুষের বেদনাকে জয় করার সাধনা থেমে থাকেনি। এদেশে যে আলোক বর্তিকা নিভে গেছে অসময়ে, তা জ্বলে উঠেছে অন্য সময় অন্য দেশে। যার ফলে বেদনাকে মানুষ প্রায় জয় করে এনেছে। বেদনা জয়ের সেই ইতিহাস মহাপুরুষদের মহানুভবতায় ও দুঃসাহসের রোমাঞ্চে পূর্ণ, মহাভারতের মতই তা দীর্ঘ ও বিচিত্র এবং রূপকথার মত সুন্দর।

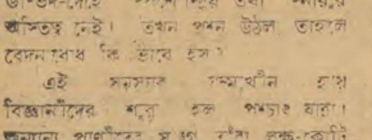

পোকামাকড় মারুন
এরা অনেক রকম রোগ ছড়ায়
মারকিট
আরসোলা, ছারপোকা, মশা প্রভৃতির
নির্ঘাত প্রাণ-ঘাতক
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

দুরারোগ্য
রোগের প্রতিকার
৭৫ বৎসরের চিকিৎসা কেন্দ্রের গবেষণালব্ধ নব-আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের বিবর্ণ রঙের দাগ শ্বেত-চর্ম একজিমা সোরাইসিস, দূষিত ক্ষত ধাতুরক্ত ফুলাসহ আরও অনেক কঠিন ও জটিল রোগ স্থায়ী নিরাময় হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন।
হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর
প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ
১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট হাওড়া
ফোন: ৬৭-২৩৫৯
শাখা: ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯
(হ্যারিসন রোড)

কেন্দ্র-ছাড়া দুই সাহিত্য

শেখর বসু

ইংরেজী কবিতার আসল ব্যাপারস্যাপার এখন আর লণ্ডনে নেই—ন্যু ইয়র্ক এবং সানফ্রান্সিসকোতে উঠে গেছে। যেমন ঘটেছে পেইণ্টিংয়ের বেলায়। আধুনিক পেইণ্টিং দেখতে হলে আসতে হবে ন্যু ইয়র্কেই। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এ কথাগুলো বলেছেন অনেক ইংরেজ এবং অ-ইংরেজ সমালোচক। স্পষ্ট করে বলেছেন শুধু স্পেণ্ডার। তুলনায় কম স্পষ্ট করে বলেছেন রজেনথাল। ইংলণ্ডীয় বাচাল, কায়দা-করা, ভারী কবিতা এখন মৃত। ওসবে মার্কিন পাঠকের আর মন ভরে না।

এসব শুনে অনেকেই চটে যাবেন। ইংলণ্ডবাসীরা তো বটেই। তাঁদের দূর-অতীত ইতিহাস তো সোনার জলে লেখার মত। এমন যাঁদের ইতিহাস তাঁরা তো আত্মপ্রেমিক, স্পর্শকাতর, এমনকি আত্মকেন্দ্রীক পর্যন্ত হবেন—এটা তো জানা কথা। সত্যি হোক মিথ্যে হোক গালমন্দ কারুরই ভাল লাগে না। সুতরাং তাঁরা স্পেণ্ডার, রজেনথাল প্রমুখ সমালোচকদের কথায় চটে উঠেছেন। প্রতিবাদে বিস্তর লেখাপত্তর বেরিয়েছে পত্র-পত্রিকায়। কটু তর্ক, উদাহরণ, গালাগাল স্কাইস্ক্র্যাপার ডিঙিয়ে গেছে। তবে শিল্পসাহিত্যে যেমন হয়—এক্ষেত্রেও সর্বসম্মত কোনো সিদ্ধান্ত দেখা দেয়নি।

কিন্তু কথায়-কথায় অন্য কথা এসে গেছে। কথাটা মনে ধরার মত। ইংরেজী সাহিত্যের নতুন আন্দোলনগুলি এখন লণ্ডন ছেড়ে আশেপাশের শহরগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। বার্মিংহাম, নিউক্যাসেল, লিভারপুল, বেলফাস্ট ইত্যাদি রীতিমত আন্দোলন-ক্ষেত্র। অবিশ্যি আন্দোলনের চেহারা সর্বত্র এক নয়। বার্মিংহাম, নিউক্যাসেলে পাউণ্ড আর চর্চিত নন। লিভারপুলে 'পপ্‌ পোয়েট্রি' জোরদার। বেলফাস্টের কবিতা 'মুভমেণ্ট' এবং 'গ্রুপের' প্রভাবপুষ্ট।

আন্দোলনগুলি কিন্তু গোঁড়ামিতে ভুগছে না। সেকেলে নাবিকদের মত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার ঝোঁক আছে এদের। বেলফাস্ট তখন আর বেলফাস্টে থাকে না। লিভারপুল . অপরিচিত জলহাওয়ায় চমৎকার হয়ে ওঠে। স্কটিশ কংক্রিট কবিরা কি পরিমাণে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছেন ভাবলে চমকে উঠতে হয়। অথচ লণ্ডন সেই টেমস নদী আর হাত বাড়ালে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে কী মুগ্ধ দেখুন!

সাহিত্য সেই কবে স্থানীয় রাজাকে খুশী করা আর ক্রমাগত কাছের কিংবা দূরের পাহাড়ের রূপ বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানের ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সসাগরা পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়। কোনো কিছুই আর দূরের নয়। আগে কাশী যেতে কদিন লাগত এখন চাঁদে যেতে ক'ঘণ্টা লাগে! এখন পৃথিবীর ও-প্রান্তের তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে মুহূর্তে এ-প্রান্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ-পার ও-পারের শিল্পসাহিত্য শীতের পাখির মতো আকাশজুড়ে ওড়ে। কোথাও কিছু হলেই ঢেউ ছড়িয়ে যায় সর্বত্র। বিশ্বসাহিত্যে কিছু সাধারণ মিল আছেই। সামান্য হলেও মিল আছে আন্দোলনগুলির প্রকৃতিতে।

প্রপার নাউনের উদাহরণে লণ্ডনের পরেই ক্যালকাটা কি চট করে চলে আসে। অবশ্যই এ-কারণে নয়, কলকাতার লোক বলেই এবার আমার কলকাতার দিকে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হচ্ছে। লণ্ডনের ব্যাপার-স্যাপার কি এখানেও চলছে?

তিরিশ-চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্যের দুটি প্রধান সাহিত্য-কেন্দ্র ছিল কলকাতা এবং ঢাকা। উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা এবং সাহিত্য আন্দোলন প্রধানত এই দুটি শহরকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল। বীরভূমের কথা, দূর পূর্ববঙ্গের জল-মাটি-মানুষের কাহিনী, কয়লাকুঠির বিচিত্র জীবনী, ভাগলপুর, পুরুলিয়ার কঠিন এবং রম্য পরিবেশের আখ্যান পাণ্ডুলিপিবদ্ধ হয়ে এই দুটি শহরেই চলে আসত।

প্রাক-যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবী শহরের দিকে আঙুল তুলেছিল। তখন এই শহর দুটি বেয়াড়া এবং ঘিঞ্জি ছিল না। মেসে অল্প টাকায় থাকার জায়গা মিলত। দূর গ্রামের অনেকে এই মেসে থেকেই কত ভাল ভাল উপন্যাস, গল্প, কবিতা লিখে গিয়েছেন। শিক্ষা এবং চাকরিতে যাঁরা উচ্চমার্গে পৌঁছোতে চান তাঁরা তো শহরে আসবেনই কিন্তু সাহিত্যিকরা এলেন কেন?

নানাজনের নানা কারণ ছিল, তবে একটি বড় এবং সাধারণ কারণ হল, তখন অধিকাংশ পত্রপত্রিকা এই দুটি শহর থেকেই বের হত। তছাড়া তখন শহরেই ছিল সাহিত্য আন্দোলন এবং অধিকাংশ সাহিত্য-সম্মিলন। প্রেস ছিল না এখনকার মত যত্রতত্র। একশ দু'শ মাইল দূর থেকে শহরে এসে পত্রিকা ছাপিয়ে নিজভূমিতে ফিরে গিয়ে সাহিত্যচর্চা করা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। কেউ আর অত কষ্টের মধ্যে যেতে চাননি। হয় ডাকে লেখা পাঠাতেন কিংবা কাগজকলম নিয়ে শহরের মেসে সাহিত্যচর্চা করতে চলে আসতেন।

ব্রিটিশ-মুক্ত এবং দু-ভাগ বাংলাদেশের চেহারাটা অন্যরকম হয়ে গেল। 'তুই' থেকে 'তুমি' বলা যেমন কঠিন সেইরকম কঠিন হয়ে উঠল 'বাংলাদেশকে' 'পশ্চিমবঙ্গ' বলা। নানা কঠিন এবং দুঃখজনক অভিজ্ঞতা নিয়ে পূর্ববঙ্গের বহু মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হলেন। সেদিনের ঢাকা হয়ে গিয়েছিল 'রেডিও পাকিস্তান।'

কলকাতা ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিন্তু কলকাতার সাহিত্যচর্চায় কোনো ছেদ পড়েনি। দু-তিন দশকেই কলকাতায় কয়েকটি সাহিত্য আন্দোলন এবং অসংখ্য সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। দেখতে দেখতে কত উগ্র আধুনিক ব্যাপার পচা, বাসি হয়ে গেল। দেখতে দেখতে কত ঠাসা কালো-চুলো নবীন লেখকের জুলপিতে পাক ধরে গেল। মোটমাট কলকাতার সাহিত্য গ্রহণ এবং বর্জনের স্বাস্থ্যসম্মত পথেই চলছে।

কিন্তু কলকাতা কি সেই আগের মত সাহিত্য-পীঠ হয়ে আছে? দূর প্রান্ত থেকে—ধরুন আগরতলা কিংবা উত্তরবঙ্গ থেকে—কেউ কি আর শুধুমাত্র সাহিত্য করার জন্যে কলকাতার মেসে এসে ওঠেন?

এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া এই মুহূর্তে কঠিন। তবে এটা ঠিক, কলকাতা থেকে অনেক মাইল দূরে বহু স্থানে বেশ কিছু ভাল পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলির চেহারাচরিত্র এক-ধরনের নয়—কয়েকটি তো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কোথাও কোথাও আন্দোলনের চেহারা নিচ্ছে। উত্তরবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরার পত্রিকা পাওয়ার জন্যে কলকাতার অনেকে সাগ্রহে অপেক্ষা করেন। কলকাতার আশেপাশের জেলাগুলি থেকেও বিস্তর উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। আসানসোল, দুর্গাপুরের সাহিত্যনিষ্ঠা তো মনে রাখার মত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ল; কয়েক বছর আগেও ছিল—কই এখন তো আর কলকাতায় খুব একটা সাহিত্যসভা চোখে পড়ে না। না পড়ার একটা বড় কারণ বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা। কিন্তু এটাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়। কলকাতা থেকে সামান্য-দূরে কিংবা অনেক-দূরে অবিশ্যি নিয়মিত সাহিত্যসভা হয়। খবর আমাদের চোখে পড়ে কিংবা কানে আসে। কলকাতার অনেকেও সেইসব সাহিত্যসভায় যান এবং ফিরে এসে পঞ্চমুখ হন।

সাহিত্য যে সচল, এক জায়গায় থেমে থাকে না—এটা বোধ হয় তার দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণ। আর এটাও প্রমাণিত সত্য যে, যে-ভাষায় যত বেশী লিটল্‌ ম্যাগাজিন আছে সে-ভাষা তত বেশী প্রাণবন্ত।

লণ্ডনের সঙ্গে কলকাতার কয়েকটি ব্যাপারে বেশ মিল আছে। দুটি শহরই সাহিত্যচর্চার দুটি প্রধান কেন্দ্র। তবে এখন এই দুই ভাষার সাহিত্যই কমবেশী কেন্দ্র-ছাড়া। কেন্দ্র-ছাড়া সাহিত্যচর্চার দুটি প্রধান কারণ হল চতুর্দিকে অধিকসংখ্যক ছোট-প্রেসের পত্তন এবং লিটল ম্যাগাজিনের প্রসার। অমিল আছে অনেক। দুই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করলে অমিলগুলো এক এক করে বেরিয়ে পড়বে। সে বিশ্লেষণ একঘেয়ে এবং সময়সাপেক্ষ। বলতে গেলে ফুরোবে না।

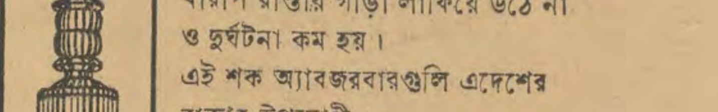

রাস্তায় যে সব মোটরগাড়ী দেখতে পান
তার প্রায় সবই টি.এম.সি. হেভী ডিউটি
শক অ্যাবজরবার যুক্ত
টি এম সি হেভি ডিউটি শক অ্যাবজরবার্স
কারণ:
এতে চলতি ও মেরামতি খরচ কম হয়
খারাপ রাস্তায় গাড়ী লাফিয়ে উঠে না
ও দুর্ঘটনা কম হয়।
এই শক অ্যাবজরবারগুলি এদেশের
রাস্তার উপযোগী।
এর প্রস্তুতকারক বহুদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন
প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান (টি. এম. সি.)
সকল প্রকার গাড়ীর উপযোগী করেই
তৈরী করা হয়।
প্রস্তুতকারক:
টেকনো মেকানিক কোং বোম্বে
SYMBOL OF QUALITY
পূর্বাঞ্চলের পরিবেশক:
লক্ষ্মীদাস প্রেমজী ৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন: ২২-৭২৪৩ গ্রাম: PANCHLODIA
উড়িষ্যার সাব ডিষ্ট্রিবিউটারস:
সুন্দরদাস ডি হংসরাজ পোঃ কলেজ ষ্ট্রীট, কটক-৩
ফোন: ১৮১১ গ্রাম: MUNDRAI
ব্যারাকস্ রোড, বহরমপুর (গঞ্জাম) নয়াপাড়া, সম্বলপুর

উইণ্ড পাওয়ার স্টেশন

তাপ ও জলশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যেমন প্রয়োজন থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ও হাইড্রো-পাওয়ার স্টেশন, তেমনি হাওয়া থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন উইণ্ড পাওয়ার স্টেশন। এই উইণ্ড পাওয়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জোর গবেষণা চলছে। আশা করা যায়, আর কয়েক বছরের মধ্যেই হাওয়া থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ শুরু হয়ে যাবে। এবিষয় রাশিয়ায় অনেকটা কাজ এগিয়ে গেছে। সেখানকার গবেষকরা এই রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ কিলোমিটার ঊর্ধে ট্রোপোস্ফিয়ারের উপরে যে নিরবচ্ছিন্ন প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়, তার গতি প্রতি সেকেণ্ডে সত্তর থেকে একশো কিলোমিটার। এই বায়ুপ্রবাহ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

তাঁরা ট্রোপোস্ফিয়ারের উপরে হাই-অলটিচ্যুড উইণ্ড পাওয়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য পাঁচ বছর ধরে গবেষণা করে একটি নকশা তৈরি করেন। স্টেশনটির কাঠামো তৈরির বদলে এক বিশেষ ধরনের উইণ্ড টার্বাইনযুক্ত জেনারেটর সহ কতকগুলি বৃহৎ বেলুনের ডিজাইন করেন। বেলুনগুলি এক ধরনের ধাতু দিয়ে তৈরি। খুব শক্ত ধাতুর দড়িতে আটকানো এক বিশেষ ব্যবস্থায় এগুলি আকাশের উপরে নিজ নিজ জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। বাতাসের ধাক্কাতেও হেলবে না। বেলুনবাহিত জেনারেটর শতকরা আশি ভাগ বায়ু থেকেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারবে। এই উৎপাদন পরে বেড়ে দাঁড়াবে এক কোটি কিলোওয়াট. এর জন্য সময় লাগবে প্রায় এক বছর।

—গৌর আদক

বুদবুদ

ক পৃষ্ঠার পর

দেখতে পেলে মেয়েটিকে। আর মেয়েটিও তাকে দেখতে পেলো ঠিক সে সময়। সুবীর নিজের অজান্তেই বোধ হয় একটু হাসলো। মনে হোলো যেন মেয়েটিরও হাসি হাসি মুখ, আর মনে হোলো তাদের মধ্যে দূরত্ব যেন কমে যাচ্ছে। সুবীর বোধ হয় এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে। কিংবা মেয়েটি বোধ হয় এগিয়ে আসছে সুবীরের দিকে, কিংবা হয়তো দুজনেই দুজনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আর ঠিক সে সময় একটি বাস এসে দাঁড়ালো। আর একটা বিরাট জনতা খুব উঁচু ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়লো বাসের উপর। সেই মেয়েটি তক্ষুনি ঝাঁপ দিলে সেই ঢেউয়ের মধ্যে। কয়েক মুহূর্ত পরে বাস চলে গেল। মেয়েটিকে আর দেখা গেল না। সুবীর একলা দাঁড়িয়ে পকেট থেকে নস্যির ডিবেটা বার করলো।

কেঁদুলীর মেলা ও আনন্দমঠ

ক পৃষ্ঠার পর

উদ্বেগকে ভাষা দিয়েছে। গীত-গোবিন্দের প্রভাব বঙ্কিমচিত্তের আরও গভীরে প্রবেশ করেছে। "বন্দে মাতরম্‌" সংগীতটির ভাষা ও স্টাইলে জয়দেবের ছায়া একটু নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে। অনুপ্রাস এবং মিলে, চতুর্মাত্রিক শব্দবিন্যাসভঙ্গিমায় "বন্দে মাতরম্‌" গানের ভাষা জয়দেবের গীত-গোবিন্দকেই ধ্বনিত করে।

এই বাম
SLOAN'S BALM KILLS PAIN
KILLS PAIN FOR BODY PAIN
Dr. Earl S. Sloan
উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে ডাঃ আর্ল এস্ স্লোন্স-এর
অসাধারণ "তাপ-ক্রিয়া" ফর্মুলা যা উপশম করে
পেশীর ব্যথা
মচকানি গাঁটে ব্যথা ঘাড়ে ব্যথা পিঠে ব্যথা
স্লোন্স্ বাম আস্তে ঘষে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিকই টের পাবেন এর আরামদায়ক তাপ ব্যথা বার করে আনছে। এর জোরালো উপাদানগুলি পেশীর গভীরে গিয়ে তাপ উৎপাদন করে, যার ফলে রক্ত-চলাচল বেড়ে গিয়ে চট করে আপনার ব্যথার উপশম হয়। এই হল ডাঃ স্লোন্স্-এর অসাধারণ "তাপ-ক্রিয়া" ফর্মুলার কাজের ধারা।
স্লোন্স্ বাম তেলতেলে নয়, এ থেকে দাগ ধরে না। এতে সেই 'তাপ-ক্রিয়া' আছে, যা স্লোন্স্ লিনিমেণ্টকে ৭৫ বছরের ওপর ধরে জগৎ-বিখ্যাত করে রেখেছে।
৩টি সাইজে পাওয়া যায়: ৫ গ্রাম টিন। ১০ গ্রাম আর ৩৫ গ্রাম শিশি।
স্লোন্স্ বাম
ও স্লোন্স্
লিনিমেণ্ট
'অসাধারণ ব্যথা-উপশমকারী
"তাপ-ক্রিয়া"।
জগৎ বিখ্যাত ব্যথা-উপশমকারী,
ব্যবহার হয়ে আসছে ৭৫ বছরের ওপর
Warner Lambert Products Division of Warner Hindustan Ltd.
SS-4

জাদুকর ম্যানড্রেক
লী ফক ও ফিল ডেভিস
তোমরা দুজনে এখানে কী করছ?
ও কথা আমরাও তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে পারি। এই ভুতুড়ে জায়গায় কী হচ্ছে?
নার্দা ও বার্তা কোথায়? আর ডক্টর টর?
ম্যানড্রেক-!
লোথার-!
রহস্যময় বাড়িতে—
তোমরা যে ওদেরই খুঁজছ?
আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছ?
তোমাদের দেখে আমরা খুশী হয়েছি
ওরা আমাদের মারেনি।
এই অদ্ভুত জায়গা—এ সব জীবজন্তু—আমাদের প্রায় পাগল করে দিচ্ছিল!
আমাদেরও!
ডঃ টর, বলতে পার এখানে কী হচ্ছে?
ডঃ টর, এ দুটোকে উড়িয়ে দেব নাকি? ওরা কে?
ওরা বন্ধু, আমার নিরাপত্তা চায়।
তোমাদের শো পছন্দ হচ্ছে?
কী ধরনের শো?
আমার অ্যাসিস্ট্যান্টরা এবং আমি এক ডজন প্রোজেক্টর ব্যবহার করেছি। তোমরা যে সব প্রোজেকশন দেখলে, তা আমরা তৈরি করেছি—ওইটার মত।
প্রোজেকশন? কিন্তু ওগুলি এত বাস্তব মনে হচ্ছিল। থ্রি ডাইমেনশনাল!
অংশতঃ তাই। লেসার রশ্মি দিয়ে প্রোজেক্ট করা। ওকে বলে ওপটিক্যাল হলোগ্রাম।
লেসার রশ্মি প্রোজেক্ট করা?
হলোগ্রামের কথা অনেকেই জানেন।
কিন্তু আমার এই আবিষ্কারে পর্দার দরকার হয় না।
শুধু দাম কত বলতে পার?
কোটি কোটি টাকা, এবং আমরা তা যোগাড় করেছি।
৫২

15

প্রাচীন ভারতে কৃষি ও ভূমিব্যবস্থা

অনিলচন্দ্র বসু

বৈদিক সূক্তগুলোতে উক্ত একাধিক প্রমাণ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বৈদিক যুগে ব্যাপক কৃষিকার্যের প্রচলন ছিল। কৃষিকার্যে সাফল্যের জন্য জলের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, তাই বৃষ্টির জন্য অসংখ্যস্থলে রয়েছে বৈদিক আর্যদের ঐকান্তিক প্রার্থনা, আর রয়েছে ভূমির উর্বরতা সম্পাদন ও শস্যোৎপাদনের জন্য প্রচুর স্তবস্তুতি। কখন বর্ষা আসবে আর কখনই বা সূর্যের দক্ষিণায়ন সুরু হবে—তা' জানবার জন্য তাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ থাকত। বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হত অনেক যাগযজ্ঞ। ইন্দ্র আর্যগণের জাতীয় দেবতারূপে সম্মানিত হতেন। অশ্বিদ্বয়কেও জলপতি বলে স্তব করা হত। তাঁরাও কার্যের জন্য জল দিতেন আর মানুষেরা লাঙল দিয়ে বলদের সাহায্যে ভূমি কর্ষণ করত। কর্ষণের আগে নক্ষত্রপতির উদ্দেশ্যেও স্তব করার কথাও ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছে। এ সব স্তবস্তুতি থেকে এরূপ ধারণা করা যায় যে, বৈদিক যুগে কৃষি জনগণের জীবিকার্জনের প্রধান উপায় হয়ে উঠেছিল। এ যুগে কৃষি নির্ভর মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোর চাহিদাও ছিল প্রকট। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে কৃষিকার্যে ব্যবহার্য দ্রব্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। এতে সীতা, শুন, সীর, বীজবপন, হলকর্ষণ, কুলা, গোলা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। জমিতে জল সেচের ব্যবস্থাও ছিল, কূপ বা খালের জল সেচের কাজে ব্যবহৃত হত। সে যুগে প্রধান শস্য ছিল যব। যব কেবল বার্লি নয়, যে কোন প্রকার শস্য—এ ছিল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অভিমত। তাঁরা আরো বলেছেন যে, যেহেতু ধান ছিল দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের নিজস্ব জিনিস, অতএব ঋগ্বেদের যুগে তার সঙ্গে আর্যদের পরিচয়ের কোন সুযোগ ছিল না।

ভারত ভূমিতে আর্যদের এ কৃষিজীবন একান্তভাবে নির্বিঘ্ন ও নিরুপদ্রব ছিল না। কৃষিনির্ভর আর্যেতর অনেক জাতির সঙ্গেই তাদের বিরোধ বাধত। চাষের জমি নিয়ে এদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ছিল সে যুগের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কুৎস ঋষির ইন্দ্রস্তব থেকে জানা যায় যে, অনার্য কৃষ্ণবর্ণ জাতদের ভালো ভালো চাষের জমি ইন্দ্রসহায় শ্বেতবর্ণ আর্যেরা ভাগ করে নিত। কৃষ্ণকায় আর্যেতর জাতির লোকেরাও নানাভাবে আর্যদের কৃষির ক্ষতি করবার চেষ্টা করত। ঋগ্বেদ থেকে জানা যায় যে, সুদাস রাজার শত্রু অনার্যেরা অদীনা নদী কূল ভেদ করে দিয়েছিল এবং এর ফলে নদীর জল প্রবেশ করে তাঁর ফসল বিনষ্ট হয়েছিল।

অথর্ববেদ ও পরবর্তী অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে কৃষির ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যায়। অথর্ববেদ থেকে জানা যায় যে, বৈণ্য পৃথী কৃষি ও হালচাষের আবিষ্কারক ছিলেন। এ সংহিতায় আরো বলা হয়েছে যে, নিবিড় চাষের জন্য ছ' থেকে বারটি বলদের সাহায্যে লাঙলটানা হত। এ বেদে কেবল যে, যব, ধান্য বা ব্রীহির কথা আছে তা নয়, এছাড়া তিল, মাষকলাই, আখ, জোয়ার এবং আরো অনেক প্রকার ধানচাষের কথাও রয়েছে। বিবিধ প্রকার ধানের একাধিক উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, ধানই সেকালে বড় বড় জনপদের প্রধান শস্য হয়ে উঠেছিল। ঋগ্বেদের মত এ বেদেও জলসেচের ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বজ্র-বৃষ্টি প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এখনকার মত সেকালেও কৃষিকার্যের সমূহ ক্ষতি হত। এ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিবারণের জন্য অথর্ববেদে নানা মন্ত্র পাওয়া যায়। তাছাড়া, ফসলের ক্ষতিকারী নানাবিধ পোকামাকড় তাড়াবার উদ্দেশ্যে অসংখ্য যাদুমন্ত্রের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। ভালো ফলন নির্ভর করে ভালো আবহাওয়ার উপর। তাই ভালো আবহাওয়ার জন্য যেমন প্রার্থনা রয়েছে, তেমনি আবার 'শকধূম' অর্থাৎ আবহাওয়ার পূর্বাভাসেরও উল্লেখ রয়েছে। ক্ষেত্রের উর্বরতা সম্পাদনের জন্য করীষ ও প্রাণিজসারের ব্যবহারের কথাও পাওয়া যায়।

কৃষিকার্যের প্রয়োজনে শ্রমিক নিয়োগের কথাও বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। গোড়ার দিকে স্বাধীন জনগণ নিজেরাই শ্রমিকের কাজ করত। তারা তাদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করত। সম্পন্ন লোকেরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চাকর বা ক্রীতদাস বা ভূমিহীন প্রজাদের দিয়ে কৃষির কাজ করিয়ে নিত। কৃষির আনুষঙ্গিক কাজে বাড়ির মেয়েদের নিয়োগ করা হত। পরে পরে অবশ্য শ্রমিক শ্রেণীর উৎপত্তি হল এবং তারা অপরের ক্ষেত্র চাষ করে নিজেদের জীবিকার্জন করত। শ্রমবিভাগের প্রবর্তনের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী দেখা দিল এবং অথর্ববেদে ধান্যকৃৎ, উপলপ্রক্ষিণী ইত্যাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেকালে কৃষি কাজ সকলবর্ণের লোকেরই কর্তব্য ছিল এবং তা' কেবল বৈশ্যবৃত্তি বলে গণ্য হত না। কৃষিকর্মের মর্যাদা ছিল এবং এটা গৌরবের কাজ বলে বিবেচিত হত। পরে পরে 'কৃষক' শব্দে শ্রেণীবৈষম্যজনিত যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে, তা' সেকালে ছিল বলে মনে হয় না। যজ্ঞকর্মের মত কৃষিকর্মও পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত। রামায়ণের বর্ণিত জনক রাজার স্বহস্তে হলকর্ষণের কথা সর্বজনবিদিত। ভারত ভূমিতে কৃষি বিস্তারে তিনি ছিলেন একজন উদ্যোগী পুরুষ। রাজর্ষি জনকের হল মুখে সীতার উৎপত্তি এবং তার পাতাল-প্রবেশের কাহিনী সে যুগের কৃষিবৃত্তির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে। কৃষি বিস্তার উপলক্ষে আর্য-অনার্যের সংঘাতের কথাই হল রামায়ণের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র রামায়ণ কাহিনীকে রূপকাত্মক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি 'সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধে যা' বলেছেন তা' বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "এই চাষের লাঙ্গল দিয়াই আর্যেরা ভারতবর্ষের মাটিকে ক্রমশঃ আপন করিয়া লইতেছিলেন।

মহাভারতে বলা হয়েছে যে, প্রজাদের কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য রাজা সর্বদা সচেষ্ট হতেন। রাজার অনবধানতার জন্য কৃষিকর্মে কোন বিপর্যয় ঘটলে, রাজাই সে জন্য দায়ী হতেন। এ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, দেশভেদে কৃষিকর্মেরও প্রভেদ ছিল। যে সকল স্থান ছিল দেবমাতৃক, সে সকল স্থানের লোককে কৃষি ও ভাল ফসলের জন্য বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করতে হত। নদীমাতৃক স্থানের লোককে নির্ভর করতে হত নদী ও অন্যান্য জলাধারের জলের উপর। সমুদ্রের সন্নিকটবর্তী ক্ষেত্রে বিনাশ্রমে ফলস হত, তাই এ সকল স্থানকে বলা হত প্রকৃতি-মাতৃক। ভূমি কর্ষণের জন্য কি কি উপকরণ ব্যবহার করা হত, তার কোন বিবরণ পাওয়া না গেলেও, বৈষ্কবযজ্ঞে সোনার লাঙলের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, সেকালেও লাঙল দিয়ে জমি চাষ করা হত। রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির মূলে কৃষকদের অবদান ছিল অপরিমেয়। তাই রাজা সর্বতোভাবে কৃষকদের রক্ষা করতেন এবং সহানুভূতির সঙ্গে তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করবার জন্য যত্নবান হতেন। কৃষকদের ঋণগ্রহণের প্রয়োজন হলে রাজকোষ থেকে শতকরা এক মুদ্রা সুদের হারে তাদের ঋণ দেওয়া হত। এ ঋণকে বলা হত 'অনুগ্রহ'। দরিদ্র কৃষকগণ ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধ করতে অক্ষম হলে রাজা সে ঋণ থেকে তাদের মুক্তি দিতেন, এ প্রকার ঋণকে বলা হত "পরিহার"।

অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য রাজা কৃষকদের বীজধান, পশু ও হিরণ্য দিয়ে অনুগৃহীত করতেন। কৃষিকার্যে উন্নতির জন্য বিবিধ বাঁধ নির্মাণের কথাই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য বিষয়। রাজা কৃষিকার্যের জন্য নিত্যজলপূর্ণ বাঁধ নির্মাণ করাতেন অথবা অন্য লোকেরা বাঁধ নির্মাণে উদ্যোগী হলে তাদের জলাধার নির্মাণের উপযোগী ভূমি, জলপ্রবেশ ও নির্গমনের পথ এবং সারদারু প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে অনুগ্রহ করতেন। বাঁধসমূহে উৎপদ্যমান মৎস্য, প্লব এবং হরিতপণ্য (শাকসব্জী) সমূহে একমাত্র রাজারই অধিকার থাকত। অর্থশাস্ত্রে আরো বলা হয়েছে যে, রাজাই শাস্ত্র অনুসারে ভূমি ও জলের অধিপতি। তাই ভূমিকরের ন্যায় জলকরও রাজার প্রাপ্য ছিল। বাঁধ থেকে জলসেচের বিনিময়ে নির্দিষ্টহারে প্রত্যেককেই কর দিতে হত। পর্যায়ক্রমে বাঁধ থেকে জল ব্যবহারের রীতি ছিল। নিজের পর্যায় বা বার উপস্থিত না হলেও যে ব্যক্তি বাঁধ থেকে ক্ষেত্রাদিতে সেচের জন্য জল খুলে নিত, তার ছ' পণ দণ্ড হত।

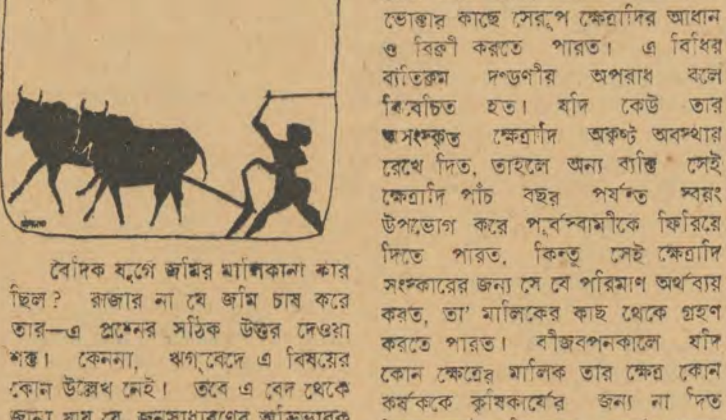

বৈদিক যুগে জমির মালিকানা কার ছিল? রাজার না যে জমি চাষ করে তার—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া শক্ত। কেননা, ঋগ্বেদে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। তবে এ বেদ থেকে জানা যায় যে, জনসাধারণের অভিভাবক হিসেবে রাজা কেবল তাঁর কর বা প্রাপ্য অংশ দাবী করতে পারতেন। অথর্ববেদের রাজাকে দেয় গ্রামের অংশের জন্য প্রার্থনা দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, রাজা গ্রামগুলির একমাত্র মালিক ছিলেন না। লোকে তাঁর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং পদমর্যাদার জন্য তাঁকে কিছু জমির ভাগ দিত। তাই মনে হয়, সেই সুপ্রাচীন যুগে যে লোক অরণ্যময় জমি পরিষ্কার করে চাষের উপযোগী করে তুলত, জমির মালিকানা তারই হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, পরবর্তীকালে রাজাই ছিলেন জমির মালিক। যারা জমির জন্য রাজকরাদি দিত, রাজা ফসলোৎপাদনের উপযোগী সে ক্ষেত্র এক পুরুষ মাত্র ভোগ্য করে দিতেন। যে কৃষকেরা অকৃত বা খিল ক্ষেত্রকে চাষের উপযোগী করে নিত, রাজা তাদের নিকট থেকে সে ক্ষেত্র আর ফিরিয়ে নিতেন না। সেরকম ক্ষেত্রের মালিকানা হত কৃষকের। যে কৃষকেরা ক্ষেত্র কর্ষণ না করে ফেলে রাখত, রাজা তাদের কাছ থেকে সে সব ক্ষেত্র কেড়ে নিয়ে তা' অন্য কৃষকের কাছে দিতেন। কৃষক পাওয়া না গেলে গ্রামবাসী রাজপুরুষেরা সে সব ক্ষেত্র কর্ষণ করত। আগে স্বীকার করে পরে যদি কেউ ক্ষেত্র কর্ষণ না করত, তাহলে সে জন্য যে ক্ষতি হত, তাকে তা' পূরণ করতে হত। যারা করদাতা তারা অন্য করদাতার কাছে নিজ জমির আধান ও বিক্রী করতে পারত। যারা ব্রহ্মদেয়ের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের ভোগ্য ক্ষেত্রাদির ভোগবিধান করত, তারা অপর ব্রহ্মদেয়-ভোক্তার কাছে সেরূপ ক্ষেত্রাদির আধান ও বিক্রী করতে পারত। এ বিধির ব্যতিক্রম দণ্ডণীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হত। যদি কেউ তার অসংস্কৃত ক্ষেত্রাদি অকৃষ্ট অবস্থায় রেখে দিত, তাহলে অন্য ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রাদি পাঁচ বছর পর্যন্ত স্বয়ং উপভোগ করে পূর্বস্বামীকে ফিরিয়ে দিতে পারত, কিন্তু সেই ক্ষেত্রাদি সংস্কারের জন্য সে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করত, তা' মালিকের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারত। বীজবপনকালে যদি কোন ক্ষেত্রের মালিক তার ক্ষেত্র কোন কর্ষককে কৃষিকার্যের জন্য না দিত কিংবা কেউ যদি ক্ষেত্র কর্ষণ করবে বলে স্বীকার করেও ক্ষেত্র ত্যাগ করত, তাহলে তাদের বারপণ দণ্ড দিতে হত। কিন্তু কোন দোষ বা উপনিপাতের জন্য যদি কোন কৃষককে ভূমি দেওয়া না হত বা কৃষক ভূমি ত্যাগ করত, তাহলে উক্ত দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেত।

জল স্থল অন্তরীক্ষ

মোটা লোকেরা খাওয়া কমিয়ে রোগা হতে চেষ্টা করলে তার ফল প্রায়ই হয় সাময়িক, সংযম ত্যাগ করলেই আবার দেহের পরিধি ও ওজন বাড়তে থাকে। এ সম্বন্ধে দুটি কেন্দ্রে সম্প্রতিক গবেষণার তাৎপর্য এই যে, স্থূলতার ধাত নির্ধারিত হয়ে যায় শৈশবে; অতিভোজনে শিশুর দেহে চর্বিযুক্ত কোষের সংখ্যা বাড়ে, পরিণত বয়সে আহার সংযম করলে এই কোষগুলি শুধু তখনকার মত সংকুচিত হয়ে দেহ হালকা করে। রকেফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জেরোম কিট্ল প্রথমে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখেন যারা মায়ের দুধ বেশী পায় পরে তাদের দেহে চর্বিযুক্ত কোষ বেশী পাওয়া যায় এবং ওজনও বাড়ে দ্রুত। অতঃপর ইনি প্রায় ২০০ স্থূলকায় মানব সন্তানের (বয়স ২—১৮) পরীক্ষায় দেখেন সাধারণের তুলনায় এদের দেহে চর্বিভারাক্রান্ত কোষ আকৃতিতে বড় এবং সংখ্যায় অধিক।

ইংলনডের শেফিলড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ ই ই আইড ৬—৮ বছর আগে পরে একই শিশুদের পরীক্ষা করেছেন। ছ' সপ্তাহ বয়সে যাদের ওজন দ্রুত বেড়েছে, পরে তাদের শতকরা ৭·৪ জনের ওজন সাধারণের তুলনায় এক-পঞ্চমাংশ বেশী, কিন্তু যাদের ভার বৃদ্ধি আরও মন্থর এই শ্রেণীতে তাদের সংখ্যা মাত্র ১·৯ শতাংশ। ছ' মাসে যাদের ভার সঞ্চয় অতিরিক্ত, পরে তাদের ১৬·৭ শতাংশ স্থূলকায় এবং ২৬·৭ শতাংশ গুরুভার। সুতরাং শৈশবের আহার পরিমিত না হলে পরে স্থূলতা এড়ানো প্রায় অসম্ভব। যে সব বাপ মা—এবং বিশেষ করে ঠাকুমা দিদিমা—ভাবেন শিশু যত গোল তত তার স্বাস্থ্য ভাল তারা হয়তো হিতে বিপরীত করছেন।

*

জল এবং আলো পেলে অবিলম্বে প্রায় সব কিছুর গায়ে শেওলা গজায়, সংধারণত তা এক বিরক্তিকর সমস্যা। কিন্তু ক্ষুধার্ত বসুন্ধরায় ইতিমধ্যেই এই হীন উদ্ভিদ শ্রেণীর (algae) থেকে খাদ্য তৈরি হচ্ছে। আমাদের শরীর অনেকাংশে প্রোটিন দিয়ে তৈরি, দেহ গঠনে তার বিশেষ প্রয়োজন। ডিমের সাদা অংশ প্রায় বিশুদ্ধ প্রোটিন, শেওলায় তার ৮০ শতাংশ পর্যন্ত প্রোটিন থাকে। জাপানে এবং পূর্বাঞ্চলের অন্য কোনো কোনো দেশে বেশ কিছু দিন হল শেওলাজাত খাদ্য ব্যবহার হচ্ছে, এবং অবিলম্বে পশ্চিম জারমেনিতে শেওলার থেকে তৈরি ডাম্প্লিং, নুড্ল, আইসক্রিম ইত্যাদি উপাদেয় ভোজ্য, এমন কি কৃত্রিম 'দলিত আলু' পর্যন্ত দেখা দেবে।

দরিদ্র দেশগুলিতে শস্তা প্রোটিন-খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে জারমেনির এক গবেষণাগার ব্যাপকভাবে শেওলা চাষের এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে এবং সবুজ শেওলার থেকে প্রোটিন সঞ্চয়ের এক পরীক্ষামূলক উদ্যোগ ভারতে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আশানুরূপ ফল পাওয়া গেলে আরও বড় কারখানা স্থাপিত হবে, যার এক একটিতে বছরে ২০০ টন প্রোটিন তৈরি হবে এবং ১০,০০০ লোকের যা প্রয়োজন তার ৩০ শতাংশ মিটবে।

এই দুর্ভিক্ষপীড়িত পৃথিবীর বাইরেও শেওলার চাষ হবে হয়তো। প্রোটিন তৈরির মত, অকসিজেন সৃষ্টির ক্ষমতাও এদের অসাধারণ অন্যান্য উদ্ভিদের তুলনায়। এরা সহজে গজায়, সুতরাং মঙ্গল গ্রহ কিংবা আরও দূরে যারা পাড়ি দেবে তাদের মহাকাশযানে উপযুক্ত শেওলা চাষের ব্যবস্থা থাকতে পারে খাদ্য ও অকসিজেন সরবরাহের জন্য।

*

ভবিষ্যতে আরও অভিনব উপায়ে খাদ্য সমস্যার লাঘব হতে পারে। সংগীত বা উপযুক্ত শব্দের প্রভাবে গরুর দুধ বাড়ানো, উদ্ভিদের দ্রুত বৃদ্ধি, ইত্যাদির খবর মাঝে মাঝে শোনা যায়, কিন্তু বিজ্ঞান জগৎ সাধারণত তা উপেক্ষা করে থাকে। কয়েক বছর আগে কয়েকটি ভারতীয় বিজ্ঞানী যখন বলেন কচি ধান গাছের কাছে দৈনিক আধ ঘণ্টা বাজনা বাজিয়ে তাঁরা বেশী ধান পেয়েছেন তখন এই দাবি পাশ্চত্ত্যে বিশেষ আমল পায় নি। সম্প্রতি ক্যানাডায় দুই গবেষক গমের বীজ নিয়ে পরীক্ষা করে আশ্চর্য ফল পেয়েছেন। গাছে দ্রুত ফুল ধরাবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বীজকে ভিজিয়ে ঠাণ্ডায় (২ ডিগ্রি) রাখা হয় (একে বলে ভারনালাইজ করা); এই সময়ে কাছাকাছি বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ সৃষ্টি করা হল। শব্দের উৎপত্তি হাওয়ার তরঙ্গে, তরঙ্গের ঘনতা ভেদে শব্দের চরিত্র বদলায়। যে সব বীজের উপর শব্দের প্রভাব পড়ে নি তাদের তুলনায় এক ক্ষেত্রে দ্বিগুণ আকৃতির গাছ পাওয়া গেল—তার দৈর্ঘ্য, পাতার সংখ্যা, মূল ও দেহের ওজন অনেক বেশী। এই শব্দের ঘনতা ৫ কিলোহার্জ, ৩০০ কিলোহার্জে কিছু ফল পাওয়া গেছে, কিন্তু ১২ এবং ১২৫০ কিলোহার্জে কিছুই না। খাদ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে রাশিয়াতেও অনেক কাজ হয়েছে।

—ইন্দ্রনাথ

[illegible]

সেবারে বোম্বাই গিয়ে সময় পেয়েছিলাম মাত্র একটি দিন। সকাল দশটা থেকে তার পরদিন সকাল ন'টা পর্যন্ত সময়। তারপরই দশটায় জাহাজ দেবে ছেড়ে আর আমরা বোম্বাই থেকে কয়েক মাইল দূরে চলে গেলেই বিদেশী হয়ে পড়ব। উত্তেজনার অবধি ছিল না। হোটেল কুলি ইত্যাদির হাঙ্গামা কেটে গেল বেশ চটপট, অর্থাৎ যতখানি গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা আমরা মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম তার কিছুই হল না। আমরা সাড়ে দশটা নাগাদ হোটেলে গিয়ে একেবারে বেকার হয়ে গেলাম। আমি এবং আমার বন্ধু। লাঞ্চেরও দেরি আছে।

বন্ধুই বলল, চল্ বোম্বাই-এর কিছু কিছু দেখে ফেলা যাক। এক-দিনে যা হয় তাই করি।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনে দিব্যি ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ টুরিস্ট হয়ে পড়লাম। আমরা হোটেলের ঘরে চাবি দিয়ে বেরুলাম। হোটেলওলা বলল, বেলা দুটোর মধ্যে ফেরা চাই নইলে লাঞ্চ মিলবে না। সাড়ে দশটা থেকে দুটো কম সময় নয়। এর মধ্যে কোথায় যাব ভাবছি। বোম্বাই-এর কাউকেই চিনি না যে জিজ্ঞেস করব। হঠাৎ বন্ধু বলল, চলো জুহু। আমিও বললাম, আরে আমারও মনে হচ্ছিল জুহুতে যাওয়ার কথা, কি আশ্চর্য! ওখানে বেশ সমুদ্রের ঢেউ দেখা যাবে।

রাস্তায় একজন লোককে জিজ্ঞেস করলাম জুহুতে কেমন করে যাব? আমাদের ধারণা ছিল জুহু বোধহয় হোটেলের ধারে কাছেই কোথাও হবে। হেঁটেই যাওয়া যাবে, কিংবা ট্যাক্সিতে।

কিন্তু জুহুর অবস্থান শুনলাম বেশ কয়েক মাইল দূরে। বাসে যাওয়া যায়, তবে ট্রেনে যাওয়াই ভাল। স্টেশন কাছেই, আমরা চটপট স্টেশনে গিয়েই ট্রেন পেয়ে গেলাম। তারপর বোধহয় আধ ঘণ্টা, কি আরো বেশি সময় ধরে ট্রেন গেল কোথায় এক স্টেশনে। তার নাম কি জানি না, জুহুই হবে বোধহয়। সেখান থেকে বেশ অনেকক্ষণ হেঁটে যখন জুহু সৈকতে পৌঁছুলাম তখন ঐ জায়গাটা দেখে তাজ্জব বনে গেলাম।

তখন ঘোর দুপুর। চড়া রোদ। প্রচুর নারকেল গাছ। সমুদ্রও রয়েছে, কিন্তু আর সবটাই মরুভূমির মত মনে হল। একটি মানুষ নেই সেখানে। অথচ আমরা যত জুহু সৈকতের ছবি দেখেছি তাতে লোক দেখেছি, সুন্দরী মেয়েদের দেখেছি। আমরা ভেবেছিলাম জুহু সৈকতে নিশ্চয় কিছু খাবার দাবার পাওয়া যাবে, কিন্তু কোথায় কি? একটু যে জল খাব তার উপায় দেখলাম না। খিদের তেষ্টায় অস্থির হয়ে আমরা কি করব বুঝতে পারলাম না। বন্ধুকে বললাম, এমন জনমানবশূন্য জায়গায় আসতে হবে জানলে কে আসে? বন্ধু বলল, দেখ দেখ সমুদ্রের ঢেউগুলোকে দেখ, দারুণ, না? আমরা তখন একটু মনযোগ দিয়ে দেখলাম সমুদ্রের ঢেউগুলোকে বেশ ভালই দেখাচ্ছে, কিন্তু যতই মনে হচ্ছে ওগুলো নোনতা জলের ঢেউ, ততই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, আর এক মিনিটও নয়—যথেষ্ট সমুদ্র দেখা হয়েছে।

আমরা তারপর আবার স্টেশনে এলাম। ট্রেন ধরলাম—তার আগে অবশ্য স্টেশনের কাছেকার একটা দোকান থেকে দু গেলাস জল চেয়ে খেয়ে নিয়ে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়েছি। কিন্তু তাতে ঘাম যেন আরো বেড়েই চলল।

বোম্বাইতে পৌঁছে হোটেলে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন দুটো বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে।

ডাইনিংরুমে গিয়ে বসতেই বেয়ারা সবিনয়ে জানালো লাঞ্চ আর দেওয়া হবে না, দুটো বেজে গেছে। আমাদের কাছে ঘড়ি ছিল না, তাই তাদের কথাই বিশ্বাস করতে হল। বেরুলাম আবার রাস্তায়। এবারে একটা অবসাদ এসেছে আমাদের। হোটেল খুঁজতে খুঁজতে একটা ছোট হোটেলে গিয়ে রুটি আর মাংসের অর্ডার দিলাম।

যে খাদ্য আমাদের সামনে উপস্থিত করা হল তার জন্য কেন পনের মিনিট দেরি করল জানি না। রুটি এবং মাংস দুটো বস্তুই ঠাণ্ডা। আমরা তাই কোনো মতে খেয়ে জল চাইলাম।

জলটাই দেখলাম একটু গরম।

জল খেয়ে আমরা দুই বন্ধু দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হঠাৎ আমার বন্ধু অট্টহাসি হেসে উঠল আচমকা। এরকম হাসবে, বা কেউ হাসতে পারে তা আমার জানা ছিল না। বন্ধু বলল, "আমরা দারুণ বোকা, হ্যাঁ, আমরা দুজনেই!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "দুজনেই?"

বন্ধু বলল, "হ্যাঁ, দুজনেই। আচ্ছা, দেখ দেখি কয়েক ঘণ্টা পর—কাল সকাল হবে, আর তার কিছু পরে গিয়েই তো আমরা জাহাজে উঠব। জাহাজে উঠবার পর সমুদ্রই তো কেবল দেখব—আর যা ঢেউ দেখব তা বোধহয় কমপিউটারেও গোনা যাবে না, আর আমরা কিনা এত কষ্ট করে গেলাম জুহুতে সমুদ্রের ঢেউ দেখতে!"

আমি ভেবে দেখলাম বন্ধু ঠিকই বলেছে কথাটা।

-সনাতন গোস্বামী

আমরা কতদূর এগোলাম

বেসামরিক বিমান পরিবহন এদেশের পরিবহন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। আমাদের দেশে প্রথম ১৯২৭ সালে বেসামরিক বিমান দপ্তর স্থাপিত হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বিমান পরিবহনের অগ্রগতি শুরু হয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছর থেকে। ১৯৪৭ সালে যেখানে সিডিউলড্ ও নন্ সিডিউলড্ সার্ভিসের আওতায় মাত্র ৩ লক্ষ যাত্রী বিমান ভ্রমণ করত ১৯৬৮ সালের হিসাব অনুযায়ী সেখানে ঐ দুটি সার্ভিসে বিমান ভ্রমণ করেছেন ২১ লক্ষেরও বেশী যাত্রী। অনুরূপভাবে ঐ দুটি সার্ভিসে ১৯৪৭ সালে যেখানে ৩৯ লক্ষ কিলোগ্রাম মাল বিমানবাহিত হয় সেখানে ১৯৬৮ সালে বিমানবাহিত হয়েছে ৩৫২ লক্ষ কিলোগ্রামেরও বেশী মালপত্র।

এই প্রসঙ্গে বিমান পরিবহনের উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণের প্রতিও একবার দৃক্পাত করা যেতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকে প্রথম পরিকল্পনার শুরু পর্যন্ত সাড়ে ৬ কোটি টাকা। প্রথম দুটি পরিকল্পনায় ২৪ কোটি টাকা এবং একমাত্র তৃতীয় পরিকল্পনাতেই সাড়ে ২৫ কোটি টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়। আর চতুর্থ পরিকল্পনায় এ বাবদে ব্যয়ের পরিমাণ ২০৩ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এখানে আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে। ১৯৫৩ সালের আগে বেসামরিক বিমান পরিবহন ব্যবস্থা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে পরিচালিত হত। পরে রাজাধ্যক্ষ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে বিমান পরিবহন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্র কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়। তারপর ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ঘোষণা অনুসারে বিমান চলাচল ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সরকারের একচেটিয়া অধিকারে আনা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের সরকারী হিসাব অনুযায়ী ইন্ডিয়ান এয়ার কর্পোরেশনের অধীনে রয়েছে ৭টি ক্যারাভেল, ১৫টি ভাইকাউন্ট, ৩টি স্কাইমাস্টার, ১৫টি ফকার, ২৪টি ডাকোটা এবং ৭টি এইচ-এস ৭৪৮ বিমান। আর এয়ার ইন্ডিয়ার রয়েছে ১০টি বোয়িং জেট যা বিশ্বের ২৪টি দেশে যাতায়াত করে।

মোট ৮৫টি বিমান বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ করে ভারতের বেসামরিক বিমান পরিবহন দপ্তর। এর মধ্যে ৪টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হ'ল কলকাতা (দমদম), বোম্বে (সান্তাক্রুজ), দিল্লী (পালাম) এবং মাদ্রাজ (মিনাম্বাক্কাম্)। বাকী বিমান বন্দরগুলির মধ্যে কিছু হল প্রধান বিমান বন্দর, কিছু অপ্রধান বিমান বন্দর, কতকগুলি মধ্যবর্তী বিমান বন্দর আর মুষ্টিমেয় শুল্ক আদায়ের বিমান বন্দর।

পরিবহন শিল্প সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে ভ্রমণশিল্প সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া ভাল। পরিকল্পনা শুরুর থেকেই বিদেশী ভ্রমণকারীদের এদেশে আকর্ষণ করার কথা ভাবা যায়। কারণ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা স্থাপন করে দেশে ও বিদেশে তাদের শাখা-প্রশাখাগুলি ছড়িয়ে, কতকগুলি আন্তর্জাতিক মানের হোটেল স্থাপন করে, দেশে বিদেশে ট্যুরিস্ট্ সেণ্টার খুলে আরও জোরদার প্রচার চালিয়ে ট্যুরিস্ট্দের যাতায়াত সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি শিথিলতর করে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। এর ফলে ১৯৫১ সালে যেখানে মাত্র হাজার ষোলোর মত বিদেশী এদেশে ভ্রমণে আসতেন সেখানে ১৯৬৮ সালে এসেছিলেন ১৮৮ হাজারেরও বেশী বিদেশী। (এই হিসেবের মধ্যে পাকিস্তান থেকে আগত ভ্রমণকারীদের ধরা হয়নি)। আগের মতই এখনও সবচেয়ে বেশী ট্যুরিস্ট্ এদেশে আসেন ইংলন্ড থেকে।

—কুমারেশ ঘোষ

মারফি
মেরে-মুসাফির
প্রত্যেক স্টেশন স্পষ্ট ও
জোরালো ভাবে শোনা যায়
৩২৮ টাকা
* এক্সাইজ ডিউটি সমেত। অন্যান্য ট্যাক্স স্বতন্ত্র।
৪-ব্যাণ্ড ডিলাক্স ট্রানজিস্টর
মারফি সারা গৃহের উল্লাস!
NAS-C-23D

এক, দুই, তিন
ফ্যারেক্স® পুস্তিকা* নিন
বিনামূল্যে
আপনার শিশু ও ফ্যারেক্স
নবজাত শিশুর মায়েদের জন্য চাইই চাই!
*শিশুর পূর্ণ বিকাশের জন্য যে প্রথম শক্ত খাবার, তার সম্বন্ধে বিশদভাবে জানুন। ফ্যারেক্স! এর বিশেষ ধরণের প্রোটিন, শিশুর কোমল হজমশক্তির বিশেষ উপযোগী।
আজই কুপন পাঠান, ডিপার্টমেন্ট নং A1, পোষ্ট বক্স ১৬৫৫৮, বোম্বাই-১৮ ডবলিউ বি-তে। সঙ্গে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান (যে ভাষায় চাই জানাবেন)।
আপনার নাম________
(গোটা অক্ষরে)
ঠিকানা________
(গোটা অক্ষরে)
____
শিশুর বয়েস________ভাষা________
A1
CMGF-10-222 BN

বিপদে পড়লে আপনার চাই একজন বন্ধু
ব্যথা-বেদনায় আপনার চাই
'অ্যাসপ্রো'
তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য
একমাত্র 'অ্যাসপ্রো'ই মাইক্রোফাইন করা
নিকোলাস Ⓝ এর তৈরি
A.G.45.BN

বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ফারুখ ইঞ্জিনীয়ার বলেন:
"শুধু ব্রিলক্রীমই আমার চুল আমার পছন্দমত পরিপাটি আর পরিষ্কার রাখতে পারে।"
"আমার চুলই তার প্রমাণ"
"আমার পছন্দমত মাত্র একটি কেশপ্রসাধন আছে আর সেটি হচ্ছে ব্রিলক্রীম
"ব্রিলক্রীম আমার চুল তেলচিটচিটে না ক'রে সুন্দরভাবে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে রাখে—ঠিক যেমনটি আমি চাই।
"ব্রিলক্রীম লাগালে নিজেকে মনে হয়—সম্পূর্ণ সুসজ্জিত"।
ব্রিলক্রীম:
দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী কাটতির কেশপ্রসাধন

আইডিয়াল ফাউন্টেনপেনের কালি
Ideal
পি. এম. বাকচি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা • পাটনা • বোম্বাই • গৌহাটি

রবিবাসরীয়
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৩৭৭

শীতকালেইতো — খাওয়ার আনন্দ!
নলেন গুড়ের সন্দেশ
গাঙ্গুরাম এ্যাণ্ড সন্স
ভবানীপুর - কালীঘাট - চিত্তরঞ্জন এভেন্যু

বিভূতিভূষণের সঙ্গে কিছুক্ষণ

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘাটশীলার শৈল ও অরণ্যবেষ্টনীর আলিঙ্গনে নিরতিশয় প্রসন্ন দেখাচ্ছিল বিভূতিবাবুকে। কালঃ বিকাল। সাল অবশ্যই ১৯৪৬-এর অতীত কোন প্রহর।

বিভূতিবাবুর সঙ্গে আমি 'ফুলডুংরী'র দিকে চলছিলাম। তাঁর হাতে একটি ছোট লাঠিজাতীয় জিনিস ছিল। তিনি পরলোক সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। সে সময় বিষয়টি তাঁর মনকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো বলা যায়।

তিনি বললেন—দেখো, ওপারের সঙ্গে এপারের একটা যোগ আছে। আছেই আছে। মৃত্যু এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষের কাছে শোকের জিনিস। কিন্তু শোক তো এই ভেবে—মৃত্যু একটা অন্ধকার। সম্পর্কহীন বিচ্ছেদ। তা যদি না হয়!

আমি সে বয়সে মৃত্যু নিয়ে একটুও মাথা ঘামাতাম না। মৃত্যু আমার কাছে আজগুবী জিনিস মনে হতো তখন। আমি তখন সেই আশ্চর্য বয়সের ছলনায় বাঁচতাম যখন জীবনকে প্রবাহ ও আসক্তিকে নির্ভরযোগ্য তরণী মনে হয়।

তাই তাঁর কথার উত্তরে খুব হালকাভাবে বললাম—এমন কি প্রমাণ আমরা পেয়েছি যাতে মৃত্যুকে অবসান না ভাবতে পারি।

আমার একথায় তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—প্রমাণ আছে। তোমাকে তো দুখানি বই পড়ালাম। সাহেবদের লেখা বিশ্বাস করলে না বুঝি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম—বিশ্বাস কি হয় সহজে। কিন্তু কোন কোন জায়গা ভারি আশ্চর্য মনে হলো।

বিভূতিবাবু আমার মুখের ওপোর তাঁর চোখ ফেললেন। বললে—কোন্ জায়গা।

বললাম—আপনার দেওয়া বই দুটির একটিতে কি আশ্চর্য কথা আছে মনে পড়বে আপনার। স্পেস সম্পর্কে। আমি যে জায়গাটিকে আমার ঘর বলে জানি, সেখানে আমার খাট রেখেছি, আলমারি রেখেছি, সেটি অন্যস্তরের বিচরণশীল ব্যক্তিত্বগুলির কাছে হয়তো একটি পুকুর। জল জলজ উদ্ভিদ, মাছ এগুলি সেখানে বাস্তব হয়ে আছে। আবার অন্য একটি স্তর হতে দেখলে সেই একই স্থান একটি প্রাচীন অরণ্য। অতিকায় বৃদ্ধ বৃক্ষ ও দুর্দম বর্ধিত লতার আশ্লেষে স্থানটি সবুজ ও অন্ধকার। আবার অন্য একটি স্তর হতে সেই স্থানটি স্বচ্ছ আকাশ। নক্ষত্রের বাটিগুলি চমৎকার ফুটে আছে।

বিভূতিবাবুর মনে পড়লো। একটু স্মিত হাসলেন। তারপর বললেন—আমার নিজের জীবনের ঘটনাও তো সেদিন বললাম, তোমায়।

আমার মনে পড়লো। সজনীকান্ত তাঁকে একবার কোথায় নিয়ে গিয়ে একটি টেবিলে বসিয়ে দিলেন। পরলোকের ব্যাপারীরা কেউ কেউ ছিলেন সেখানে। একটি বড় কাগজের ওপোর শুধু পেন্সিলটি ধরে রইলেন বিভূতিবাবু। আর তাঁর মৃত পিতাকে স্মরণ করলেন। একসময় তাঁর মনে হলো তিনি এসেছেন। তখন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন কয়েকটি। বিভূতিবাবুর হাতের পেন্সিল আপনা হতে চলতে লাগলো। এত্তো বড় বড় গোটা গোটা অক্ষর তৈরি হলো কাগজের ওপোর। প্রশ্নগুলির চরিত্র ব্যক্তিগত ছিল। কাগজের ওপোর উত্তর যা তৈরি হলো তা নির্ভুল।

কথাগুলি স্মরণ করে আমি বিভূতিবাবুকে বললাম—আমার মনে হয় এখনও আমরা বিশ্বাসের রাজ্যে রয়েছি। প্রমাণের প্রশ্নাতীত জমিতে দাঁড়াইনি।

বিভূতিবাবু ভ্রূকুটি করে বললেন—কি থেকে বুঝলে। আমি এ ব্যাপারে তাঁর মন জানতাম বলে উত্তর দিতে দ্বিধা করলাম। তিনি একটু রেগে বললেন—তোমার অভিজ্ঞতায় যা নেই তা কি সংসারে নেই।

আমার মনে হলো আমি প্যাঁচে পড়েছি। কাজেই সংকোচ সরিয়ে বললাম—আপনি রাগ করবেন না। আমাকে প্রতিপক্ষ জেনে এক্ষেত্রে আপনি আমার যুক্তি শুনুন।

তিনি চলতে চলতে বললেন—বেশ, বল। আমি তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম আমার কথায় তিনি অসুখী হয়েছেন।

তবু আমি বললাম। বললাম—আপনার ঐ দিন পেন্সিল দিয়ে লেখার ব্যাপারটা। আমি জোর করে বলতে পারি না, আপনি যাঁকে ডেকেছিলেন, তিনি আসেননি। আপনার ধরে থাকা পেন্সিলে তিনি লেখেননি। কিন্তু কোন অবিশ্বাসী যদি বলে উত্তরগুলি যখন আপনার আগে থেকেই জানা ছিলো তখন বিশ্বাসে আবিষ্ট পক্ষপাতদুষ্ট পরিবেশে আপনার অবচেতন মনই লেখার সময় আপনার অঙ্গুলিচালনা করেছে।

আমার একথায় বিভূতিবাবু চলা থামিয়ে স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমি ত্রাস বোধ করলাম।

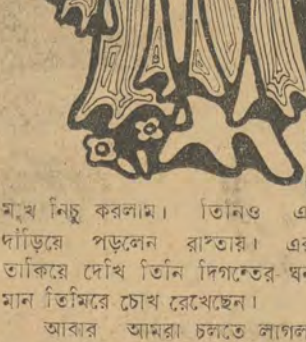

মুখ নিচু করলাম। তিনিও একটু দাঁড়িয়ে পড়লেন রাস্তায়। এরপর তাকিয়ে দেখি তিনি দিগন্তের ঘনায়মান তিমিরে চোখ রেখেছেন।

আবার আমরা চলতে লাগলাম। 'ফুলডুংরী'কে পাশে রেখে আমরা একটি বনপ্রান্তে নেমে এসেছিলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে বনের মধ্যে ঢুকতে আমার ইচ্ছা হচ্ছিলো না। বিভূতিবাবু হাতের খেঁটে লাঠিটি দিয়ে, গতিরোধ করছিলো যে কিশোর ডালগুলি, সেগুলি সরাতে লাগলেন। পিছন ফিরে আমাকে ডাক দিলেন। এসো।

আমি তাঁর পিছন পিছন এলাম। এসে দেখলাম, একটি প্রশস্ত পাথর পড়ে আছে। ঠিক বেদীর মত।

আমার জানতে ইচ্ছা হলো এই পাথরটির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কোন আত্মীয়সম্বন্ধ আছে কিনা। কিন্তু প্রশ্ন করতে ভয় পাচ্ছিলাম। আমার বাচালতার অপরাধ কতখানি তিনি ক্ষমা করেছেন।

আমার মনে পড়ছে অরণ্যপ্রাচীরে বন্দী সেই প্রহরের শিখরে দৃশ্যমান একটি নক্ষত্র ভারি নিঃসঙ্গ জ্বলছিলো। চার পাশ এমনই শব্দহীন যে মনে হলো প্রাণমণ্ডলের বাইরে চলে এসেছি। বিভূতিবাবু একটিও কথা বলছিলেন না। তখনকার নীরবতা তাঁর আমার কথার বিকারে তৈরি নয়। তিনি বহুক্ষণ ধ্যানাবিষ্ট ছিলেন।

এক সময় তিনি কথা বললেন। তাঁর বাংলা কথা তখন সংস্কৃতমন্ত্রের মত দেবলোকের জিনিস মনে হলো আমার। বললেন—বনের আসল শিকার পাখি ও হরিণ নয়। সৌন্দর্য। সৌন্দর্যকেও শিকার করতে হয়। তুমি ভুলে যেও না উপনিষদের কাছে ভারতবর্ষের কি ঋণ। সেই উপনিষদ কি নগর সভ্যতার দান?

আমি শুনতে লাগলাম। মনে আমার অনেক কথা জাগছিলো। ভাবছিলাম—সমাজের ছাঁচের বাইরে এ এক আশ্চর্য মানুষ। সাধারণভাবে চেহারা দেখে কেউ বলবে না ঘোর বিষয়ী লোক নন। কিন্তু বনপ্রকৃতির সামনে এলে এমন তৎক্ষণাৎ আবিষ্ট, এমন তন্ময়, এমন ধ্যানাবিষ্ট লোক কি আর কখনো দেখেছি। আমার তো সে সময় তাঁর চোখ দেখে তাঁকে পরম রূপবান লাগে।

স্বভাবে কত যে গুণ বলে শেষ করা যায় না। সব বলা হলেও বলা বাকি থাকে। কারণ তাঁর আবৃত সত্তায় নিয়ত ক্রিয়াশীল একটি বেগ টের পাওয়া যায়।

আমার মত অল্পবয়সী, অর্বাচীন, অখ্যাত ও নগণ্য মানুষকে তিনি ব্যবহারের এমন আশ্চর্য স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়ে আমি সমবয়সীর মত ব্যবহার করছি, তাঁর বিশ্বাসে আঘাত করে তর্ক করছি, তিনি ব্যথিত বোধ করছেন, সময় সময় তিরস্কার করছেন, কিন্তু সখ্য বর্জন করছেন না।

ফেরার সময় আমরা অন্য প্রসঙ্গে এলাম। বললেন—সংস্কৃত জানো।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম—না। তাকে জানা বলে না। বললেন—খুব অন্যায়। সংস্কৃত না শিখলে ভারতবর্ষকে কি করে জানবে।

আমি বললাম—আপনার একটা জিনিস আমাকে ভারি অবাক করেছে। আপনার সঙ্গে দেখা না হলে কোন দিন জানতাম না—পুঁথির জগতে আপনার এমন ব্যাপক বিচরণ। দেশ-বিদেশের সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞানের কোন কোন শাখায় আপনার এমন ঝোঁক, আপনার লেখা থেকে এতো একেবারে ধরা যায় না। আপনার লেখা স্কুল-পালানো প্রতিভার সন্তান।

আমার একথায় বিভূতিবাবু প্রসন্ন হাসলেন। তারপর একটু থেমে বললেন—সাহিত্য সৃষ্টি গদাই পালদের কাজ নয়।

আমি বললাম—তবু আপনাকে মানতে হবে, পড়ুয়া লোকরাও সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁদের রচনায় আপনার আশ্চর্য সরলতা নেই। এতটা সরল বলেই কি এতখানি সরস।

বিভূতিবাবু এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। প্রসঙ্গ বদলে একটু হেসে বললেন—পরলোকের ব্যাপারে তুমি অমন অবিশ্বাস দিয়ে সুরু করছো কেন! তোমার বয়স এত কম। বিশ্বাস না করলে তুমি কি করে শিখবে?

কথাটি ভাবতে লাগলাম। চলতে চলতে দেখলাম একটু একটু রাত হয়ে এসেছে। দিগ্বলয়ের একদিক যেন কেমন ধূসর।

আমি বিভূতিবাবুকে বললাম—ওদিকটা অমন কেন?

বিভূতিবাবু তাকালেন। হেসে বললেন—ওদিকে টাটা। রাতের অন্ধকারে কারখানার আগুনে সময় সময় অমন দেখায়।

আগের কথার সুতো ধরে আমি বললাম—বিশ্বাস তো করি। কিন্তু সবই যদি বিশ্বাস করতে সুরু করি, প্রথম থেকে কোথাও যদি কোন সংশয় না রাখি, আমার স্বভাবের মার্গের পক্ষে সে কি ভাল হবে।

বিভূতিবাবু বললেন—কি তোমার মার্গ। একথায় আমি অস্বস্তি বোধ করে চুপ করলাম।

এর কিছু পরে লোক চলাচলের রাস্তায় উঠে এলাম। তখন ঘাটশীলার অনেক জায়গায় কাঠের ব্যাপারীদের কাঠ পড়ে থাকতো। আমার ধারাগিরি বেড়াবার কি হবে তাঁকে প্রশ্ন করলাম। একটু চিন্তিতভাবে বললেন—আছো তো আরও কিছুদিন। দেখি, কি করা যায়।

সকালে বিভূতিবাবুর সঙ্গে খুব কম বেড়াতে বেরিয়েছি। প্রথম আলাপের দিনে সকালে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখেছিলাম, তিনি লেখায় রত ছিলেন। তাই সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমি এড়িয়ে চলতাম।

একদিন সকাল ৯টার কাছাকাছি ডাক দিলেন। পথে বেরিয়ে কয়েকটি ঝোপ সামনে পড়লো। বুনো ফুল ফুটে আছে দেখলাম।

বিভূতিবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঝোপের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন—ঐ ফুলগুলির কি নাম বলো তো?

আমি বললাম—কি জানি। ও ফুল আমাদের ওদিকে রেললাইনের ধারেও অনেক দেখেছি।

উনি আমার কথায় খুশি হলেন না। অপ্রসন্ন গলায় বললেন—গাছ দেখছো, ফুল দেখছো, নাম জানতে চাইছ না। বাঃ। বেশ তো।

ঘাটশীলার পাহাড়গুলির কত বয়স?

আমি তো মহা ফাঁপরে পড়লাম। আমার বিপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন—subjectiveও হতে হয় objectiveও হতে হয়। শুধু abstraction-এ থাকলে ক্ষতি হবে তোমার।

পথে যেতে যেতে গল্প করতে লাগলাম। আমার সে বয়সে বাংলা সাহিত্যের বিশ্বকর্মাদের সম্বন্ধে দুরন্ত কৌতূহল ছিল। বুদ্ধদেববাবু কেমন মানুষ। অমিয় চক্রবর্তী কেমন মানুষ।

উনি সকলের সম্বন্ধেই ভাল কথা বললেন। অমিয়বাবুর প্রসঙ্গে বললেন—সে বলে সারাণ্ডা ফরেস্ট দেখবে। কিন্তু সাহেবলোক তো। বনে গিয়ে তার স্বভাব কষ্ট পাবে। কষ্ট হবে তার।

আমি বললাম—সেদিন আপনার মুখে সারাণ্ডা ফরেস্টের যে বর্ণনা শুনেছি কখনো ভুলবো মনে হয় না।

উনি বললেন—সে কি। আমার 'হে অরণ্য কথা কও' পড়োনি। আর বর্ণনা শুনেই বা বসে থাকতে হবে কেন। কখনো হয়তো বেড়ানো হবে তোমার।

আমি বললাম—বলুন না আর একটু বনের গল্প।

বললেন—গল্প কি আর নতুন আছে। দেখ, বৃক্ষলতা আদিপ্রাণ। রবীন্দ্রনাথের 'বৃক্ষবন্দনা' পড়েছো তো। বনের গভীরে চলে যেতে হয়। আমি এমন গভীর বনে গিয়েছি সময় সময় যেখান থেকে জনবসতিতে আসতে পায়ে হেঁটে তিন চার দিন লাগে। গভীর বনে গেলে জানা যায়, অরণ্যচর কিছু মানুষ আছে। তারা ডালপালা দিয়ে কুঁড়ে বেঁধে রাখে স্থানে স্থানে। তার একটিতে একবার রাত কাটিয়েছিলাম। সেদিন এমন চাঁদের আলো ফুটেছিলো। আর কত যে ঝর্ণার শব্দ। কিন্তু বুনো হাতির পাল বেরিয়েছিল। তাদের পায়ের চাপে গাছের লতার শব্দ হচ্ছিল। তাই কুঁড়ের বাইরে আসিনি। ভোরের দিকে কত রকম পাখির ডাক। এ সব কি মুখে বলে একটুও বোঝানো যায়।

তুমি যদি ধারাগিরি যাও দেখবে, বনের মধ্যে শুধু ফুল নয়। অনেক গাছের পাতারও চমৎকার মিষ্টি গন্ধ আছে। বনের মধ্যে একটি বিশেষ শান্তি আছে যা অন্য কোথাও নেই। আর দরদ দিতে হয়। সত্যি সত্যি ভালবাসতে হয়। অরণ্যের একটি নিজস্ব সত্তা আছে। বনের মধ্যে বেশী দিন থাকলে তার মায়ায় পড়ে যেতে হয়। তখন আর সমাজ ভাল লাগে না। আমি খুব মন দিয়ে শুনছিলাম। এক সময় তিনি চুপ করলেন। পথ চলতে চলতে, যেমন তাঁর অভ্যাস, গাছপালার দিকে পরিতৃপ্ত চোখে তাকাচ্ছিলেন তিনি। এক সময় তিনি আবার কথা বললেন। বললেন—সব কথা তুমি এখন বুঝতে পারবে না। আমার বাবলুকে দেখেছো তো। আমি তোমাকে বলছি তাকে না পেলে জীবনের একটা আশ্চর্য দিক আমি জানতে পারতাম না।

গোড়া থেকে সব কিছু অবিশ্বাস করতে নেই। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে একটি ঐক্য আছে। সব কিছু গ্রথিত। কিছু বিচ্ছিন্ন নয়। তাই পরলোক। তাই পরলোকের সঙ্গে আত্মীয়তা। পরলোক নিয়ে তাই মাথা ব্যথা।

মানুষের শরীরে খনিজ পদার্থ

সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য আমরা রোজ যে কত খাদ্য আর অখাদ্য গলাধঃকরণ করছি তার আর হিসেব-নিকেশ নেই। আর ঐসব খাদ্যের মধ্যে কত রকমের খনিজ পদার্থ যে রয়েছে তারও খোঁজ আমরা কেউ রাখার প্রয়োজন মনে করি না। অথচ এই খনিজ পদার্থগুলিই আমাদের শরীরটাকে ঠিক রেখে চলেছে অহরহ। শুনলে অবাক হবারই কথা যে রাসায়নিক আর খনিজ সম্পদ আহরণ করার জন্য মানুষ সারা জীবন পরিশ্রম করে কোটি কোটি টাকা আর জীবন নষ্ট করে চলেছে তার অনেকগুলিই রয়েছে আমাদেরই শরীরের মধ্যে। শরীর গঠনে এরা অদ্বিতীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষের শরীরে কমপক্ষে কুড়ি রকমের খনিজ পদার্থ বহাল তবিয়তে রয়েছে। অবশ্য এদের সকলের ওজন বা পরিমাণ সমান তো নয়ই, এমন কি কারও কারও পরিমাণ এত কম যে খুঁজেই বার করা শক্ত। তাহলেও এদের দাপট কিন্তু কম নয়। এদের যে কোনটির অভাব মানুষকে মৃত্যুর কোলে নিয়ে যেতে পারে।

মানুষের দেহে যে পরিমাণ খনিজ পদার্থ রয়েছে তার ওজন কত জানেন? মাত্র তিন কেজির কাছাকাছি। যে যে খনিজ পদার্থ মানব দেহে রয়েছে তাদের মধ্যে আছে—ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, লোহা, আয়োডিন, গন্ধক, তামা, কোবল্ট, ক্লোরিন, ফ্লুরিন, অ্যালুমিনিয়াম, আর্সেনিক, সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, পটাসিয়াম আর সিলিকন এই রকম কুড়িটি খনিজ পদার্থ। এদের মধ্যে পনেরটি খনিজ পদার্থ একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। মানে এদের অভাব ঘটলে সহজে শরীর নষ্ট হতে পারে। মজার ব্যাপার এই যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে সমস্ত খনিজ পদার্থ সন্ধান করেছে মানুষ তার অনেকগুলিই মানব শরীরে বিদ্যমান।

মানুষের দেহের এই সব খনিজ পদার্থগুলির প্রত্যেকেরই নিজের নিজের এক একটা নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে বলাই বাহুল্য। মানে আজকের মানুষের মত বেকার সমস্যায় এরা জর্জরিত হতে পারেনি। কারণ এরা বেকার হলেই মানুষও শেষ। এদের মধ্যে প্রধান কাজ যেমন ধরুন ক্যালসিয়ামের। এর প্রয়োজনের সীমা পরিসীমা নেই। এর কাজ শরীরটাকে তাজা রাখা। তাই হৃৎপিণ্ডটার ওপরই খবরদারী। হৃৎপিণ্ডকে সক্রিয় রাখাই এর প্রধান কাজ। এর অভাবে ফুসফুসের ক্রিয়া প্রায় বন্ধ হওয়ার কথা আর তার পরিণামও মৃত্যু। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে ক্যালসিয়াম থাকে প্রায় দেড় কেজির মত। এর বেশির ভাগটুকু থাকে দাঁত আর হাড়ের মধ্যে। তাই দাঁত আর হাড়কে মজবুত কর্মক্ষম রেখে স্নায়ু আর মাংসপেশীকে শক্ত রাখতেও চাই ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম তাই মানুষের মস্ত বন্ধু বলতে হবেই। প্রচুর ক্যালসিয়াম মানুষের নিত্য প্রয়োজন। তাই দৈনিক খাদ্য তালিকা এমন হওয়া দরকার যাতে ক্যালসিয়াম আছে। দুধের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি ক্যালসিয়াম আছে। অবশ্য দুধ ছাড়া আলু মাছ ডিম এগুলির মধ্যেও ক্যালসিয়াম আছে। তাহলেও দুধের ক্যালসিয়াম শরীর সহজেই নিতে পারে। তাই রোজ বেশি করে দুধ খেতে ডাক্তাররা উপদেশ দেন।

ক্যালসিয়ামের পরেই মানব শরীরে যিনি আছেন তিনি হলেন ফসফরাস। ক্যালসিয়ামের মতোই ফসফরাস দাঁত ও হাড় গঠনে সহায়তা করে থাকে। শরীরটাকে তাজা আর ঠিক রাখতে ফসফরাসেরও জুড়ি মেলা কঠিন। দেহে প্রায় এক কেজির মত ফসফরাস থাকে। ফসফরাস সহজে আর প্রচুর পাওয়া যায় মাছের মধ্যে।

দেহ ঠিক রাখতে আর একটি প্রধান খনিজ পদার্থ হচ্ছে লোহা। এর পরিমাণ সামান্য। কিন্তু তাহলেও এর কাজ কিন্তু অসামান্য। মোট যে ওজনের লোহা আছে শরীরে তার ওজন কত জানেন? মাত্র এক পয়সার ওজনের মত। এর কাজ হচ্ছে লাল রক্ত কণিকা তৈরী করা। এরই সাহায্যে দেহের মধ্যে অক্সিজেন চলাচল করে। এর অভাবে মৃত্যু অবধারিত। নানা খাদ্যের মধ্য দিয়েই আমরা লোহা গ্রহণ করে থাকি। অনেক শাকশব্জীতেই লোহা আছে। আমাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে ডিম, গুড়, ওট, পাঁঠার মেটুলির মধ্যেও প্রচুর লোহা আছে। মানুষের শরীরের শিরা-উপশিরার দৈর্ঘ্য কত জানেন? শুনে অবাক হবারই কথা। মোট ষাট হাজার মাইলের কম নয়। লাল রক্ত কণিকাগুলি সারাক্ষণ এই পথে চলাচল করে আর তাই নষ্টও হতে থাকে। এই শূন্য জায়গা পূরণের জন্য চাই লোহা। লোহা নতুন রক্ত কণিকা তৈরী করে। লোহার অভাবে তাই রক্তহীনতা রোগ দেখা দিতে পারে আর শরীর অসম্ভব দুর্বল হয়ে যায়।

মানব দেহে আয়োডিন কতটা আছে জানেন? একটা আলপিনের মাথায় যতটুকু ধরে মাত্র ততটুকু। তাবলে এর তেজ কিন্তু একটুও অগ্রাহ্য করার মত নয়। এর অভাবে বুদ্ধি লোপ হওয়ার সম্ভাবনা আর শরীরের বৃদ্ধিও কমতে থাকে। একটা মারাত্মক রোগও আয়োডিনের অভাবে হতে পারে। সে রোগের নাম গলগণ্ড। নানা ধরনের জলজ উদ্ভিদের মধ্যে আমরা আয়োডিন পাই। তাই এগুলো খাওয়া দরকার।

তামার ওজনও মানব দেহে খুব বেশি নয়। এর প্রধান কাজ লোহার লাল রক্ত কণিকা তৈরী করতে সাহায্য করা মাত্র। আমাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে, তামা অনেকগুলির মধ্যে থাকার ফলে সহসা এর অভাব ঘটতে পারে না।

এগুলি ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত খনিজ পদার্থ আমাদের দরকার তার মধ্যে ক্লোরিন আর সোডিয়াম পাই নুনের মধ্য দিয়ে। এরা রক্ত কণিকাদের সতেজ রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া ধরুন অ্যালুমিনিয়ামের কথা। অ্যালুমিনিয়াম আমাদের মস্তিষ্ক চালনায় সাহায্য করে থাকে। অথচ এর পরিমাণ এত সামান্য যে ধারণাই করা শক্ত। এর যেটুকু আছে সেটুকু মস্তিষ্কের মধ্যেই থাকে।

এগুলি ছাড়া ধরুন ম্যাগনেসিয়ামের কথা। এটি খাদ্যপ্রাণকে শক্তিতে পরিবর্তিত করে চলে। গন্ধক আমাদের চুল আর নখ সতেজ সবল রাখে। আমাদের দৈনিক ঘুমের সাহায্য করে ব্রোমিন। ঘুমের ওষুধের মধ্যে তাই থাকে ব্রোমাইড। রক্ত চালনায় সাহায্য করে আর এক খনিজ, কোবল্ট। সিলিকন চামড়ার মসৃণতা-রক্ষা করে চলে অহরহ। দাঁতকে উজ্জ্বল রাখে ফ্লুরিন। কেশবৃদ্ধির সহায়তায় রয়েছে আর্সেনিক। এই সব বালখিল্যরা মানুষের কত বন্ধু ভাবুন তো।

তাহলে দেখুন আমাদের শরীর মানেই এতগুলি খনিজ পদার্থের গুদামঘর আর কি। শরীরের মধ্যে এদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলেই আমরা চলে ফিরে বেড়াতে পারছি। অথচ বিশেষ কারণ ছাড়া আমরা সহাবস্থানের কথা তো ভাবতেই ভুলেছি। বিশেষজ্ঞরা বলেন এছাড়া আরও কিছু খনিজ পদার্থের মানুষের শরীরে থাকা সম্ভব। তাদের সকলকে চিনে ওঠা এখনও সম্ভবপর হয়নি। হয়তো ভবিষ্যতে হতে পারে। যতদিন না হয়, ততদিন যাঁরা আছে তাদের তোয়াজ করাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ।

দোলবিচিত্রা

সাবিত্রী সেনগুপ্তা

প্রেমরসিক শ্রীকৃষ্ণ নানা গোপীর রাতের বাসরে লীলা শেষ করে এলেন শ্রীরাধার কুঞ্জে। শ্রীকৃষ্ণের বদন ও ভূষণ সিঁদুরের রঙে রাঙা। তা দেখে শ্রীরাধা অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে ধূলিশয্যায় লুটিয়ে পড়লেন।

বিচলিত ও হতভম্ব শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই রাধার মান ভাঙাতে পারলেন না। তখন নিলেন কপট ক্রীড়ার আশ্রয়। বন্ধুদের গায়ে মাখিয়ে দিলেন সিঁদুর। সঙ্গে যোগ দিল গোপীরা। রঙে রাঙা হয়ে উঠল সকলের দেহ ও বসন। মনেও রঙ লাগল। ঘুচে গেল শ্রীরাধার অভিমান।

বৃন্দাবনে আজও শুনতে পাওয়া যায় সেই কাহিনী। হয়তো দোল উৎসব প্রবর্তনের সঙ্গে এই কাহিনীর যোগাযোগ আছে। তবে পুরাণে পাওয়া যায় অন্য কাহিনী—এক দুর্দান্ত অসুর বিনাশের পর বৃন্দাবনের ভক্ত গোপগোপীগণ সহর্ষ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দিত করেছিল। বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণের মাথায় ও কপালে মাখিয়ে দিয়েছিল আবীর কুমকুম। এই সাদর অভিনন্দন ও আনন্দ উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই হয়েছিল দোল উৎসবের সৃষ্টি।

এই নিয়ে নানা কাহিনী আছে। কেউ বলেন, শঙ্খচূড়কে বধ করবার জন্য মহাদেবকে শূল কবচ প্রভৃতি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সহায় হয়েছিলেন। সুতরাং শঙ্খচূড় বধের পর এই উৎসব হয়েছিল। কারুর মতে 'হোলিকা' নাম্নী রাক্ষসী বধের সঙ্গে এই দোল বা 'হোলী' উৎসবের যোগাযোগ আছে।

কবিদের চোখে কিন্তু ব্যাপারটি নিছক প্রেমঘটিত। গোপ-গোপীগণের মধ্যে যখন অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল তখন শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন তার মীমাংসা। তারপর সকলের মনে আনন্দ জাগানো ও পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসার ভাব ফিরিয়ে আনার জন্য করেছিলেন আবীর ও রঙ নিয়ে উৎসব। রঙে রঙে রাঙিয়ে তুলেছিলেন সবার মনকে। সেদিন ছিল এমনই এক মধুমতী ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত্রি। আনন্দে বিহ্বল গোপ-গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে ফুলবনের দোলনায় দুলিয়ে ছিল। তাই 'দোল' এত আনন্দময় উৎসব।

এই উৎসব সম্বন্ধে আবার দুটি মত আছে। একটি মত অনুসারে ফাল্গুন মাসের উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র যুক্ত পূর্ণিমাতে এই উৎসব হয়। এটিকে অনেকে বলে 'ফল্গুৎসব'। অন্য একটি মত অনুযায়ী চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীর দিন হয় দোল উৎসব। তাকে রামনবমীর দোল বলে।

শুনতে পাওয়া যায়, সূর্যবংশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম এই দোল উৎসবের অনুষ্ঠান করে তাঁর ইষ্টদেবকে তুষ্ট করেন। তিনি এই উৎসব করেছিলেন ফাল্গুন মাসে। তাই এর নাম 'ফল্গুৎসব' ফল্গুৎসব বা ফাগের খেলায় ফাল্গুন মাসের চতুর্দশী তিথির অষ্টম যামে যথাবিধি শ্বেত, রক্ত, গৌর ও পীত এই চার প্রকার দ্রব্যের সঙ্গে সুগন্ধ দ্রব্যাদি মিশ্রিত করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করতে হয়। তাতে তিনি অতিশয় প্রীত হন। এই দিন সন্ধ্যা বেলায় দোল মঞ্চের পূর্বদিকে বহ্ন্যুৎসব বা চাঁচর নামক উৎসব সম্পন্ন করতে হয়। এই উৎসব দোল যাত্রারই অঙ্গ স্বরূপ।

পুরাণে বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে এই উৎসবের মিল আছে। তাতে আছে, আচার্য বরণ পূর্বক পবিত্র কাষ্ঠ থেকে অগ্নির উৎপাদন করে যথাবিধি ভূমি সংস্কার পূর্বক তৃণরাশির মধ্যে মেষ পশু স্থাপন করে তাতে অগ্নি নিক্ষেপ করতে হয়। তারপর পূজা শেষ করে দেবতাকে সেই অগ্নির চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয়। তারপর রত্ন দোলায় বসিয়ে নিয়ে যেতে হয় মন্দিরে। এই অনুষ্ঠান করলে সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বাংলা দেশে 'বহ্ন্যুৎসব'কে চাঁচর, বুড়ীর ঘর পোড়ান, কোথাও বা নেড়ার ঘর পোড়ান বলে। লোকে খোলা মাঠে বা মন্দিরের নিকটবর্তী প্রাঙ্গণে কাঠখড় প্রভৃতি দিয়ে একটি কুটীর তৈরী করে, তাকে বলে বুড়ীর ঘর। সবাই মিলে আনন্দে মত্ত হয়ে সেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। অনেকে একটি ছোট আকারের মেষ তৈরী করেও পুড়িয়ে দেয়।

অনেককাল পর্যন্ত হোলী উৎসবকে ভারতবর্ষের একটি নিজস্ব ধর্মীয় উৎসব বলে মনে করা হতো। কিন্তু দেখা যায় ইউরোপেও Abbot of unreason, The Carnival, The day of all fools প্রভৃতি কয়েকটি উৎসব আছে। সেগুলিও প্রায় এই আবীরোৎসবের মত। কিছুকাল আগেও এইসব উৎসবে জার্মানীতে আনন্দের তুফান বয়ে যেত। সমগ্র জার্মানীর লোকজন বিশেষ করে যুবক যুবতীরা ভোজনে ও রঙ্গরসে মেতে উঠতো। অনেকে মুখোশ পরে বা নানা রকম ছদ্মবেশ ধারণ করে এই উৎসবকে করে তুলতো আরো বৈচিত্র্যময়।

প্রাচীন কালে ভারতের নানাস্থানে মাঘোৎসব, অন্নপূর্ণার পূজা প্রভৃতি যে উৎসব হত; তাতেও ধুমধাম হত কম নয়।

অনেকে বলেন দোল উৎসবেরই অঙ্গ ছিল এইসব অনুষ্ঠান। তবে সব কিছু মতামতের ঊর্ধ্বে আজও অপরূপ মহিমা নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভারতের নানাস্থানে দোল উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে সেই মহিমা যেন আরও প্রকট, আরও প্রত্যক্ষ।

ভিজে বিছানায় শোবেন না

ভিজে বিছানায় শোয়া যে কত বিপজ্জনক, সে কথা কি আপনি ভেবেছেন? ভিজে বিছানায় যেটুকু জলীয় অংশ আছে, তা নগণ্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আপনি জেগে থাকুন বা ঘুমিয়ে পড়ুন—ঐ জলীয় অংশটুকুই আপনার শরীরের, আপনার রক্তের তাপ শোষণ করে নিচ্ছে!

ব্যাপারটা অবিশ্বাস করার মত কিছু নয়। জল হয়তো তাপপরিবহণের পক্ষে বেশি উপযুক্ত নয়, তবে তাপ পেলে তা গ্রহণ করে, তারপর তরল জলই গ্যাসে রূপান্তরিত হয় এবং বাষ্প হয়ে উড়ে যায়।

আমরা যখন ভিজে বিছানায় শুয়ে পড়ি, সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে অতি ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় জলকণাগুলি—আমাদের দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে তাপ গ্রহণ করতে। তাপ গ্রহণের পরই শুরু হয় বাষ্প হয়ে উড়ে যাবার পালা; তখনই আবার অবশিষ্ট জলকণাগুলি আমাদের দেহ থেকে তাপ নিতে আরম্ভ করে। ফলে, আমাদের দেহের তাপ ক্রমশ কমতে থাকে, কারণ তাপ যে বেরিয়ে যাচ্ছে! আর আমরাও অত তাড়াতাড়ি সে তাপ নিজেদের দেহে পূরণ করে নিতে পারি না। দেহের তাপ কমলেই ঘুমন্ত মানুষকে আরও দ্রুত আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে নানা রকম ব্যাধি—যেমন সর্দি-কাশি, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বাতজ্বর ইত্যাদি।

—সুন্দর ত্রিবেদী

femina
SUPER AUTOMATIC

১% উপার্জন হচ্ছে
বৈদেশিক সহযোগিতায় পরিচালিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে বার্ষিক শতকরা ১২ টাকায় আপনার অর্থ বিনিয়োগ করুন। কোম্পানির ব্যালান্সসীট সহ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক নির্ধারিত পূর্ণ বিবরণ ও তথ্যাবলী ইচ্ছুক বিনিয়োগকারীরা পাইতে পারেন।
যোগাযোগ করুন—
এ. আর. ব্যানার্জী
৪, ম্যাঙ্গো লেন (৭ম তল)
কলিকাতা-১

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃএর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

ত্বকের সাধারণ
সংক্রামণরোগ সারাবার জন্য
CIBA
® ভায়োফর্ম
ক্রীম
CIBA/VIO-69 BN

মায়ের থেকে মেয়ের কাছে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে
উডওয়ার্ডস'এর বাণী
আপনার বাচ্চাকে সুস্থ আর সুখী রাখে
উডওয়ার্ডস্
গ্রাইপ ওয়াটার
বংশানুক্রমিকভাবে বুদ্ধিমতী মায়েরা উডওয়ার্ডস গ্রাইপ ওয়াটার দিয়েছেন নিজের ছেলেমেয়েদের। পেটব্যথা, অম্লতা, পেট ফাঁপা আর দাঁত ওঠার কষ্টে উডওয়ার্ডস্ মুহূর্তেই আরাম দেয়।
নিরাপদ থাকুন
নিশ্চিন্ত থাকুন সবসময়
একশিশি কাছে রাখুন
উডওয়ার্ডস গ্রাইপ ওয়াটার
শতাধিক বছর ধ'রে
বুদ্ধিমতী মায়েরা
ব্যবহার করছেন
AT. 30 BN